একমেবাদ্বিতীয়ম্।

রাজনারায়ণ বসুর

বক্তৃতা।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১৭৯২ শক।

বিজ্ঞাপন।

"রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর উক্ত মহাশয় দ্বারা যে সকল বক্তৃতা রচিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার অনুমত্যনুসারে একত্র সংগ্রহ করিয়া "রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দ্বিতীয় ভাগ" এই নামে প্রকাশ করিলাম। বোধ হয় ইহা দ্বারাও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ উপকার হইতে পারিবে। গোপগিরির প্রথম দুই বক্তৃতা ব্যতীত অন্য যে সকল বক্তৃতা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল, তাহা পূর্ব্বে গ্রন্থাকারে কখন প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকারের রচিত কতকগুলি ব্রহ্ম-সঙ্গীতও দেওয়া গেল।

এলাহাবাদ।
১৭৯২ শক।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও চরিত্র-
সংশোধনের কর্ত্তব্যতা।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

২৪শে আশ্বিন। ১৭৮৭ শক।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ; এমন স্থান নাই, যেখানে ঈশ্বরের সত্তা নাই। কি নক্ষত্রে, কি সমুদ্রের তলে, তিনি সর্ব্বত্রই স্থিতি করিতেছেন। ঈশ্বর যে কেবল সর্ব্বব্যাপী, তাহা নহে। তিনি সর্ব্বব্যাপী অথচ পিতা ও সুহৃৎ। সর্ব্বব্যাপিত্বের সঙ্গে তাঁহার পিতৃত্ব ও সুহৃত্ত্ব সংযুক্ত হইয়া তাঁহাকে আমাদের নিকট করিয়া দেয়। তিনি পিতার পিতা, তিনি পরম মাতা ; তাঁহার প্রেম-পূর্ণ-দৃষ্টি আমাদের সকলের উপর নিপতিত রহিয়াছে। যিনি ত্রিভুবন-রাজা, যাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু আকাশ-পথে ভ্রামামাণ হইতেছে, যিনি অনির্দ্দেশ্য-স্বরূপ, যিনি অমনা, যিনি মহান্ আত্মা, তাঁহার সহিত আমার নিকটতম সম্বন্ধ, এই জ্ঞান তাঁহা হইতে প্রাপ্ত হইয়া আশ্চর্য্য হইতেছি। ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মের এই প্রধান গৌরব যে ঈশ্বরকে সন্নিকট করিয়া দেয়। অন্যান্য ধর্ম্ম ঈশ্বরের সমীপস্থ হইবার জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে বলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দেন, পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পিতার নিকটবর্ত্তী হও। পুত্র পিতার নিকট যাইবে, তাহাতে সঙ্কোচ কি? কেবল এইমাত্র চাই, পাপ হইতে বিমুক্ত থাক; পাপে অভিভূত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হওয়া যায় না, যে হেতু তিনি পরিশুদ্ধ ও পবিত্র। তাঁহাকে জানি যে তিনি নিকটতম পদার্থ, অথচ তাঁহার সাক্ষাৎ পাই না, ইহার কারণ কি? পাপই ইহার কারণ। যদি নিষ্পাপ হই, প্রাণের সহিত কর্ত্তব্য সাধন করি, ঈশ্বর অবশ্য আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবেন। আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য! আমরা অমৃত-সাগর দ্বারা বেষ্টিত আছি, অথচ সেই অমৃত পান করিতে পারিতেছি না। পাপ হইতে বিমুক্ত হইলে সহজেই তিনি আত্মাতে প্রতিভাত হয়েন। যেমন মস্তকাবরণ মোচন করিলে মস্তক সহজেই আকাশে সংলগ্ন হয়, তেমনি পাপাচরণ হইতে আত্মা মুক্ত হইলে পরমাত্মার সহিত সহজেই তাহার মিলন হয়। যেমন গৃহের বাতায়ন উদ্ঘাটন করিলে, সূর্য্য-রশ্মি তাহাতে সহজে প্রবেশ করে, তেমনি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিলেই ঈশ্বর-রশ্মি হৃদয়াকাশে সহজে প্রবেশ করে। তিনি ব্যতীত তৃপ্তি লাভের উপায়ান্তর নাই। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন স্থানেই তৃপ্তি নাই। তৃপ্তির জন্য ধনের দ্বারে উপনীত হই, ধন উত্তর প্রদান করে "তোমাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পারি, তোমার কোষাগার সমৃদ্ধি-পূর্ণ করিতে পারি, কিন্তু তৃপ্তি-ফল প্রদান করিতে সক্ষম নই।" মানের দ্বারে উপস্থিত হই,

মান উত্তর প্রদান করে "তোমাকে উচ্চ পদে উত্থাপিত করিতে পারি, সকলেই তোমাকে সম্মান করিবে, সকলেই তোমার পদানত হইবে, কিন্তু তৃপ্তি দিতে পারি না।" যশের দ্বারে উপনীত হই, যশ উত্তর প্রদান করে "আমি এমন করিতে পারি যে তোমার খ্যাতিতে সমস্ত মেদিনী পূর্ণ হইবে, তোমার নাম সমস্ত পৃথিবীতে নিনাদিত হইবে, কিন্তু তৃপ্তি প্রদানে সমর্থ নহি।" এই রূপে আমরা দ্বারে দ্বারে তৃপ্তির জন্য প্রকৃত সুখের জন্য ভ্রমণ করি, কোথাও তৃপ্তি-ফল প্রাপ্ত হই না। আমরা তৃপ্তি লাভের জন্য অন্যের দ্বারে ভ্রমণ করি, কিন্তু যিনি প্রকৃত সুখ প্রদান করিতে পারেন, তিনি হৃদয়দ্বারে আপনা হইতে আসিয়া সুমধুর স্বরে তথায় প্রবেশ প্রার্থনা করিতেছেন, আমাদের পাষাণ-হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। করুণাময়ী মাতা অমৃতপাত্র হস্তে লইয়া বলিতেছেন, "বৎস! পাপ-বিষ তোমাকে জর্জ্জরিত করিয়াছে, আমি তোমার জন্য অমৃত-পূর্ণ পাত্র আনিয়াছি, দ্বার উদ্ঘাটন কর, আমি প্রবেশ করিয়া তোমাকে সেই পাত্র প্রদান করিব।" আমরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করি না। পাপ তাঁহাকে হৃদয় দ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়। আহা! কি প্রকারে এই দুর্গতির অপনোদন হইবে? হে পরমাত্মন্! কি দুঃখের বিষয়! অমৃতসাগরে বেষ্টিত আছি, অথচ অমৃত পান করিতে সমর্থ হইতেছি না। এ কি বিড়ম্বনা! তুমি ভিন্ন কে এই বিড়ম্বনা হইতে মুক্ত করিবে? তুমি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি করিলে তোমার অমৃত-স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইব, নিত্য পূর্ণানন্দ উপভোগে সক্ষম হইব। হৃদয়ধন! হৃদয়ে প্রবেশ কর, হৃদয়ে

আবির্ভূত হও। তাহা হইলে আমাদিগের সকল দুঃখ দূর হইবে, আমাদিগের এই চির-তৃষিত আত্মা চিরদিনের জন্য চির-জীবনের জন্য পরিতৃপ্ত হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

১৭ই কার্ত্তিক। ১৭৮৭ শক।

"আত্মনোবাত্মানং পশ্যতি।"

জীবাত্মাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিবে। ঈশ্বর অন্তরের অন্তর, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন ও আত্মার আত্মা। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মা স্থিতি করিতেছে। চরাচর যেমন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, জীবাত্মা তেমনি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। ভৌতিক জগৎ যদি ঈশ্বর হইতে পৃথক হয়, তাহা হইলে সে যেমন বিধ্বংস হয়, তেমনি আত্মা যদি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে আত্মার আর চৈতন্য থাকে না। ইহা অতি গম্ভীর সত্য যে পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মা স্থিতি করিতেছে। ঈশ্বর আত্মার প্রতিষ্ঠা-ভূমি। প্রাচীনদিগের জ্ঞানশাস্ত্র উপনিষদে এই ভাবের কথা পুনঃপুন প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপনিষদের প্রায় সকল স্থানেই এই উপদেশ যে পরমাত্মাকে স্বীয় অন্তরে আত্মার আত্মারূপে জীবনের জীবনরূপে প্রাণের প্রাণরূপে উপলব্ধি করিবে। এই সত্যটী উপনিষদের জীবনস্বরূপ। উপনিষদের প্রধান গৌরব এই যে অন্য জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ অপেক্ষা তাহাতে এই সত্যের বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বর

আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন হই, ইহা অপেক্ষা নিকট সম্বন্ধ আর কি হইতে পারে? যখন এই সত্য আমরা উজ্জ্বল রূপে প্রতীতি করি, তখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব কেমন বৃদ্ধি হয়। যখন দেখি যে, তিনি আমাদের প্রাণ মন সকলেরই মূলীভূত, এক মুহূর্ত্ত তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের আর কিছুই থাকে না। যখন দেখি যে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমরা সকলই লাভ করিতেছি। তখন তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব কেমন দৃঢ়ীভূত হয়। যখন দেখি যে, আমরা তাঁহা হইতে প্রাণ পাইয়া তাঁহাতেই জীবিত রহিয়াছি, তখন তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব যেমন দৃঢ়ীভূত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিও কেমন বর্দ্ধিত হয়। যখন জানিতে পারি যে, তিনি প্রাণের প্রাণ, প্রীতি আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। তিনি আমার এত নিকট যে, আমি আমার তত নিকটে নহি। তিনি আমাদের এত নিকট, এই জন্য তিনি আমাদের এতই প্রিয়। তিনি—

"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।"

তিনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অন্য সকল বস্তু হইতে প্রিয়তর।

পরমাত্মা আমাদের এত নিকটে রহিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা উজ্জ্বল রূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। এ কেবল আমাদিগেরই দোষ তাহার সন্দেহ নাই। এ দুঃখের কথা কাহাকে জ্ঞাপন করিব যে, সুহৃৎ আমা হইতে আমার আরো নিকটে রহিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহা হইতে দূরে আছি। তিনি

হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাণের প্রাণ-রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু আমি তাঁহা হইতে দূরে রহিয়াছি। আমাদের অন্তরে পরম ধন নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা ধনের আশয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। দেখ গৃহস্থ আপনার গৃহস্থিত ধনের অনাদর করিয়া অন্যত্র ধনের অন্বেষণ করিতেছে, নিজ গৃহে অমূল্য মণি রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহার মর্য্যাদা না জানিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। এরূপ মনুষ্য কি দুর্ভাগ্য! বাস্তবিক আমাদিগের দুর্ভাগ্যের শেষ নাই, আমরা আমাদের অন্তরস্থিত বহুমূল্য রত্ন দেখিয়াও দেখি না। যে মণি আমাদের আত্মার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, তাহার উজ্জ্বলতার কথা কি বলিব? সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল কিরণ, শশধরের অনুপম জ্যোতিঃ তাহার নিকটে ম্লান হয়। ভাবিয়া দেখ আমরা কিছু সামান্য জীব নহি, আমরা অতি মহৎ। যখন সেই পরমাত্মা আমাদিগের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন, তখন আমাদের কি সামান্য গৌরব? কিন্তু হায়, আমরা কি মহৎ পদার্থ, তাহা আমরা ভ্রমেও একবার চিন্তা করি না। আমরা সংসারের অধম বিষয়েই সতত নিমগ্ন, আমরা আমাদের নিজ মহত্ত্ব একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। ভুলিয়া গিয়া এমনি নীচ হইয়া পড়িয়াছি যে এই প্রমরণশীল সংসারই আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়াছে। আমাদের অন্তরে অমূল্য ধনের খনি রহিয়াছে, তাহা হইতে আমরা অশেষ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই, আমারা পৃথিবীর বাহ্য খনি হইতে ধন উত্তোলন করিয়া কিসে ধনী হইব, এই লইয়াই ব্যস্ত। তাহার জন্য আমরা কত পরিশ্রম, কত যত্ন, কত অধ্যবসায় ও কত কষ্ট স্বীকার

করিয়া থাকি, কিন্তু কেবল পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে আমরা যে অনায়াসে সেই মহামুল্য রত্ন প্রাপ্ত হইতে পারি, যাহা লাভ করিলে আমরা সম্রাট্ অপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী হই, সে বিষয়ে আমাদিগের অনুরাগ নাই। আমাদের অন্তরেই প্রকৃত আনন্দের প্রস্রবণ নিহিত রহিয়াছে, আমরা যদি সেই প্রস্রবণ এখানে প্রমুক্ত করি, তবে তাহা পরকালে ক্রমশঃ নদীরূপে, সমুদ্ররূপে পরিণত হইয়া কল্পনার অতীত.অনির্বচনীয় সুখ প্রদান করিবে। এখানেই সে আনন্দের আরম্ভ হয়, আলোচনা কর, চেষ্টা কর, এখানেই সে আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। যদি এখানে তাহা প্রাপ্ত না হও তাহা হইলে "মহতী বিনষ্টিঃ।" তাহা হইলে ইহকালে অতি অধম অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইবে ও পরকালের অবস্থাও অতি শোচনীয় হইবে। অতএব এখানেই তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা কর। সেই পরম ধন সনাতন ধনকে লাভ কর, যে ধন চৌরে অপহরণ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাকে অবগত হও, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যত্নশীল হও। অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ কর, চেষ্টা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। আহা! কবে সেই অমৃতের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইবে, কবে আমরা তাহা হইতে অমৃত পান করিয়া চরিতার্থ হইব। আমাদের হৃদয় অতি কঠিন, এই জন্য সেই অমৃতের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইতেছে না। যে ব্যক্তির হৃদয়ে সে প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইয়াছে, তাহার এক নূতন জীবন লাভ হয়। তাহার মুখশ্রী স্বতন্ত্র, তাহার ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাহার সকলই স্বতন্ত্র হয়; বাস্তবিক সে ব্যক্তি এক নূতন মূর্ত্তি নূতন বেশ ধারণ করে। অন্য লোকের সঙ্গে তাহার তুলনাই হইতে পারে না। তাহার মন মধুর হয়, বাক্য মধুর হয়, কার্য্যও মধুর

হয়। তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের মাধুর্য্যে অপর সকলেই তাহার প্রতি প্রীতি-রসে বিগলিত হয়।

হে পরমাত্মন! তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ ও জীবনের জীবন। তুমি আমাদের অন্তরতম প্রিয়তম পদার্থ; তোমার সমান আমাদিগের আর কে আছে? তুমি আমাদের একমাত্র সুহৃৎ। তুমি অন্তরে বিরাজমান থাকিয়া আমাদিগের শরীর মন আত্মাকে রক্ষা করিতেছ। তোমা হইতেই আমরা সংসারের যাহা কিছু সকলি প্রাপ্ত হইতেছি। তুমি আত্মার আত্মা, তোমারই আশ্রয়ে আমাদের আত্মা স্থিতি করিতেছে। তুমি প্রাণের প্রাণ; তোমা হইতেই আমরা প্রাণ পাইয়াছি। হে নাথ! তুমি আমাদের এত নিকটে, কিন্তু আমরা তোমা হইতে দূরে রহিয়াছি। তুমি আমাদের এমন সুহৃৎ, কিন্তু আমরা তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি। হায়! আমাদিগের মনের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে আমাদের শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। আমরা আর চেতনাবান্ মনুষ্য বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারি না, কেননা একটু চেতনা থাকিলে আমরা আমাদের চেতনের চেতনকে দেখিতে পাইতাম। আমরা নিতান্তই পাষাণসমান অসাড় হইয়া গিয়াছি। নাথ! এ দুর্গতি হইতে আমরা কিসে মুক্ত হইব? তোমা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। তুমি করুণার সাগর; তুমি আমাদের আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর। আমরা যেন হৃদয়ধামে সতত তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভাগলপুরে ব্রহ্মোপাসনার বক্তৃতা।

কার্ত্তিক। ১৭৮৯ শক।

প্রীতি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে; প্রীতি দ্বারা তাহা রক্ষিত হইতেছে। ঈশ্বর আপনার আনন্দ অন্যকে বিতরণ করিবার জন্য জীবের সৃষ্টি করিলেন, তিনি এক্ষণে সকলকে আপনার স্নেহগুণে বদ্ধ করিয়া জননীর ন্যায় সকলকে পালন করিতেছেন। প্রীতিতে আমরা জীবিত রহিয়াছি; প্রীতি আমাদিগের সকল উদ্বোধ, ভাব ও কার্য্যের মূল; প্রীতি দ্বারা আমাদিগের মন ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। প্রীতি নিরাকার পদার্থ। গাঢ় হস্তস্পর্শ, প্রফুল্লকর ঈষৎ হাস্য, অমৃতময় মধুর শব্দ বন্ধুর প্রীতি প্রকাশ করে; কিন্তু সে সকল প্রীতি নহে, সে সকল অন্তরস্থ প্রীতির বাহ্য চিহ্ন-স্বরূপ; প্রীতি স্বয়ং নিরাকার পদার্থ। প্রীতি নিরাকার পদার্থ কিন্তু জীবন, যৌবন, ধন, মন, প্রাণ সকলই উহার বশীভূত। প্রীতি সুখের সার, তাহা আমাদিগের চিত্তকে পরিত্যাগ করিলে সকলই নীরস বোধ হয়, আমরা জীবনে যেন মৃতপ্রায় হইয়া থাকি। যেমন রসনা-পরিতৃপ্তি জন্য বিবিধ অন্ন পান আছে এবং জ্ঞানের পরিতৃপ্তি জন্য জ্ঞানের বিবিধ বিষয়ীভূত পদার্থ আছে, তেমনি প্রীতি-বৃত্তির চরিতার্থতা জন্য নানাবিধ পদার্থ আছে। পিতার প্রতি প্রীতি একরূপ, সন্তানের প্রতি প্রীতি অন্য-

রূপ ; স্ত্রীর প্রতি প্রীতি একরূপ, বন্ধুর প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; গুরুর প্রতি প্রীতি একরূপ, শিষ্যের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; প্রভুর প্রতি প্রীতি একরূপ, ভৃত্যের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; মিত্রের প্রতি প্রীতি একরূপ, শত্রুর প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; স্বদেশের প্রতি প্রীতি একরূপ, সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ; অচেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি একরূপ, সচেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ ; বিশুদ্ধ প্রীতি একরূপ, অবিশুদ্ধ প্রীতি অন্যরূপ। যেমন জল একই পদার্থ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আধারে পতিত হইয়া বিশুদ্ধ কিংবা অবিশুদ্ধ আকার ধারণ করে, প্রীতিও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। প্রীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের এই কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। যাহাকে আমি ভাল বাসি সে অন্যকে ভাল বাসিবে না, কেবল আমাকেই ভাল বাসিবে, এমন ইচ্ছা করা অন্যায়। অবিহিত ও অবিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রীতি করা কর্ত্তব্য নহে। প্রিয় ব্যক্তির অনুরোধে আমাদিগের ধর্ম্মভাব সঙ্কুচিত করা উচিত হয় না। প্রিয় ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে দোষশূন্য মনে করিয়া তাহাকে আমাদের উপাস্য পুত্তলিকা করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের চিত্তকে কোন মর্ত্ত্য প্রীতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতে দেওয়া উচিত হয় না। প্রীতির এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে আমরা ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে সমর্থ হই। যদি প্রীতি কি পদার্থ জানিতে ইচ্ছা কর, তবে জীবিতকে জিজ্ঞাসা কর, জীবন কি পদার্থ; ঈশ্বরভক্তকে জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বর কি পদার্থ। প্রীতি দ্বারা

আমরা ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করি। ঈশ্বর যেমন ভক্তগণের হৃদয়কুটীরে দর্শন দেন, জ্ঞানীর আত্মারূপ শোভনতম প্রাসাদে সেরূপ দর্শন দেন না। যখন সামান্য প্রীতিও অতি সুখের বিষয়, যখন স্নেহের জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার বিশুদ্ধ সুখের কারণ হয়, তখন যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা, আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক ভাব তাঁহাকে অর্পণ করা কত সুখের বিষয় না হয়! প্রীতি অধ্যাত্ম-যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্মপ্রচারের একমাত্র উপায়। যদি প্রচার কার্য্যে ব্যাঘাত দিবার জন্য শত সহস্র শত্রু খড়্গ-হস্ত হইয়া আমাদিগের প্রতি ধাবিত হয়, তথাপি তাহাদিগের প্রতি প্রীতি-ভাব যেন আমাদিগের হৃদয়কে পরিত্যাগ না করে। বিদ্বেষ এবং কটুকাটব্য ও কর্কশ ব্যবহার দ্বারা একটী ব্যক্তিকেও ধর্ম্মে আনয়ন করা যায় না, প্রীতি দ্বারা সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ধর্ম্মে আনয়ন করা যায়। হে পরমাত্মন্! প্রীতি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছ, সে ভার সম্যক্ রূপে পালন করিবার ক্ষমতা এ অকিঞ্চনকে প্রদান কর। অন্যান্য বাগ্মী মহাত্মারা অধ্যাত্ম-যোগের মহোচ্চ সত্য সকল ঘোষণা করুন, অথবা কর্ত্তব্য জ্ঞানে বিরাজিত ঈশ্বরের প্রভাব কীর্ত্তন করুন, এ অকিঞ্চনের এই কার্য্য হউক যেন কেবল প্রীতিরূপ সুকোমল উপায় দ্বারা তোমার ধর্ম্ম প্রচার করে। এই অকিঞ্চন দ্বারা প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রীতি ভাবের বিশিষ্টরূপ সঞ্চার কিয়ৎ পরিমাণেও সম্পাদিত হয়, এই অকিঞ্চন যেন চির কাল সেই মধুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। যৌবনে তোমার প্রীতি

কীর্ত্তন করিয়াছি, প্রৌঢ়াবস্থায় তোমার প্রীতি কীর্ত্তন করিয়াছি; এক্ষণে বয়স্ ক্রমে অধিক হইতে চলিল, সংসারের শীতল ভাব যেন আমার আত্মাতে প্রবেশ না করে। আমি যেন তোমার প্রতি প্রীতি ও মনুষ্যের প্রতি প্রীতি বিস্তার কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকি। যেখানে বিবাদের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইতে দেখি, সেখানে "বিগতবিবাদং" যে তুমি তোমাকে স্মরণ করিয়া সেই বিবাদ প্রশমনে যেন আমি যত্নবান্ হই। যদ্যপি আমি সে পবিত্র কার্য্যে সুসিদ্ধি লাভ নাও করিতে পারি, তথাপি তাহাতে যেন ক্ষুণ্ণ না হই। সতত তোমার প্রীতি যেন আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকে। প্রীতি আমার বাক্য মধুময় করুক; প্রীতি আমার কার্য্য মধুময় করুক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ।

১৯শে আশ্বিন। ১৭৯০ শক।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন। এই অসীম শূন্য শূন্য নহে, সেই জ্যোতির জ্যোতি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমরা সর্ব্বদা অমৃত সাগর দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি, হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই অমৃত পরিগ্রহণ পূর্ব্বক মুখে তুলিয়া পান করিলেই হয়, কিন্তু আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য তাহা আমরা পান করিতে সমর্থ হই না। সে অমৃত-পানের প্রতিবন্ধক কি? রিপুগণের প্রবলতা। দুরন্ত রিপুগণ আমাদের আত্মার উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য করিতেছে। আমরা প্রবৃত্তিস্রোত দ্বারা সর্ব্বদা নীয়মান হইতেছি; আমরা যদি আত্মারূপ তরণীকে এক হস্ত পরিমাণ ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাই, প্রবৃত্তির স্রোত আমাদিগকে শত হস্ত পরিমাণ পশ্চাৎ দিকে লইয়া ফেলে। ঈশ্বরের অনুরোধ অপেক্ষা রিপুগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে আমরা অধিক ব্যগ্র। কোথায় রিপুগণ আমাদের দাস হইয়া থাকিবে, তাহা না হইয়া প্রভুবৎ আমাদিগের উপর আধিপত্য করিতেছে। তাহাদের প্রলোভন অতিক্রম করা আমাদের অতীব দুষ্কর বোধ হয়। কেমন মনোরম বেশে প্রত্যেক রিপু তাহার মোহিনী শক্তি প্রকাশ করিতেছে! পুষ্পমালায় সুসজ্জিত কাম সুমধুর সুকোমল মনোহর গীতি গান করিয়া পুষ্পময় পথে

আহ্বান করিতেছে, কিন্তু সেই পুষ্পময় পথে কি সর্প লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা বিবেচনা করি না। ক্রোধ, শাণিত তরবারি আমাদের হস্তে দিয়া বৈরনির্যাতনের সুখ উপভোগ করিতে আহ্বান করিতেছে। লোভ, ধন মান যশ উপার্জন জন্য ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিবার উপদেশ প্রদান করিতেছে। কখন কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার ছবি প্রদর্শন করিতেছে, কখন বা বৃহদায়তন রাজ্য লাভের আশার উদ্রেক করিতেছে, কখন বা লক্ষ লক্ষ মুখনিঃসৃত প্রশংসাধ্বনি কল্পনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইতেছে, কখন বা লক্ষ লক্ষ পদানত লোকের চিত্র মনের সম্মুখে আনয়ন করিতেছে। মোহ, ঈশ্বর-বিস্মরণ-কারিণী মদিরা হস্তে লইয়া আমাদিগকে তাহা পান করিতে বলিতেছে, কহিতেছে—"অয়ং লোকঃ, নাস্ত্যপরঃ।"—এই লোকই সর্ব্বস্ব, পরলোক নাই, এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে তাহার অনুবর্ত্তী করিতেছে এবং সংসারে নিতান্ত আসক্ত করিয়া ফেলিতেছে। চর্ম্মময় কোষকে ফুৎকার দ্বারা বালক যেমন স্ফীত করে, সেইরূপ মদ বৃথা গর্ব্ব দ্বারা আমাদিগের আত্মাকে স্ফীত করিতেছে। ধনী মানী জ্ঞানীর অগ্রগণ্য বলিয়া মনুষ্যকে নিজের নিকট প্রতীয়মান করাইতেছে। সাংসারিক সম্পদ্‌ই প্রকৃত সুখের আকর এই মোহন মন্ত্র কর্ণকুহরে প্রদান করিয়া মাৎসর্য্য আমাদিগকে পরশ্রীতে কাতর করিতেছে। রিপু সকল এই রূপ কুটিল বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পরাজয় করা দুষ্কর। তাহারা উল্লিখিত কুটিল বেশ অপেক্ষা কুটিলতর বেশ ধারণ করে তখন তাহাদিগকে পরাজয় করা আরো দুষ্কর হয়।

রিপু সকল ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের নিকট আগমন করে।

আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে কত লোকে মহাভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় কামাচরণকে ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত করিতেছে।

ক্রোধপরবশ হইয়া এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোক অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে বিদ্বেষ নয়নে দর্শন করিতেছে, এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোক অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে নিগ্রহ করিতেছে, এমন কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে সংহার করিতে উদ্যত হইতেছে। তাহারা বিবেচনা করে না যে, মনুষ্য ভ্রান্ত জীব, তাহাদের নিজের যেমন স্বভাবতঃ ভ্রম হইতে পারে তেমনি অন্য লোকেরও স্বভাবতঃ ভ্রম হইতে পারে। আরো দুঃখের বিষয় যে দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যত সাদৃশ্য, অল্প মত প্রভেদের জন্য তাহাদেরমধ্যে তত বিদ্বেষ দৃষ্ট হয়। তাহারা বিবেচনা করে না যে দুই মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ঠিক এক সমান হইতে পারে না তেমনি দুই মনুষ্যের ধর্ম্মমত ঠিক এক সমান হইতে পারে না। তাহারা বিবেচনা করে না ধর্ম্মমতের প্রভেদ হইলেও দুই মনুষ্যের প্রণয়ের ব্যাঘাত হইতে পারে না। তাহারা বিবেচনা করে না যখন আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যে প্রণয়ের দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে তখন পরস্পর নিকট সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকদিগের কেন না প্রণয় হইতে পারিবে?

লোভ ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের চিত্তকে আক্রমণ করে। ধার্ম্মিক বলিয়া সকলেই আমার খ্যাতি ঘোষণা করিবে—স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর প্রভুত্ব করিব—তাহারা পদানত

থাকিবে—তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিব—মনের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে আমার একান্ত বশবর্ত্তী করিব, লোভ ধার্ম্মিকের মনে এই সকল লালসার উদ্রেক করে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই প্রকার লোভে আক্রান্ত হইয়া আপনার ও অন্যের মঙ্গলের পথে কণ্টক রোপণ করেন। এবম্প্রকারে লোভ সমান-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য ও অপ্রণয় সঞ্চার করিয়া প্রচুর অনিষ্ট সম্পাদন করে। ধর্ম্মবেশধারী লোভ একবার প্রবল হইলে কোথায় গিয়া তাহার শেষ দাঁড়ায় ইহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না; এমন কি পুরাবৃত্তে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় যে কোন কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক অথবা ধর্ম্মসংস্কারক এই লোভ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া লোকের নিকট আপনাকে পরিচয় দিতে প্রলোভিত হইয়াছিলেন।

মোহও ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করে; মোহ ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের চিত্তকে আক্রমণ করে। আমরা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম্মামোদই ধর্ম্মসাধন বলিয়া মনে করি। এই রূপ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিক উপাসনা, উৎসব, বক্তৃতা, ধর্ম্মমতের কথা, ধার্ম্মিক ব্যক্তির কথা, ও ধর্ম্ম প্রচারের কথা এই সকল ধর্ম্ম সাধনের সহকারী না মনে করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন মনে করি ও নিজ নিজ আত্মার পরিত্রাণ কার্য্য কত দূর সম্পাদিত হইল তাহা লক্ষ্য করি না। এই রূপে ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও আমরা ধর্ম্ম হইতে দূরে থাকি।

মদও ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের আত্মাকে আক্রমণ

করে। মদ ধার্ম্মিকের মনে, আমি সকল অপেক্ষা ধার্ম্মিক হই-য়াছি এই অহঙ্কারের উদ্রেক করিয়া ধার্ম্মিকের আধ্যাত্মিক কুশল একবারে বিনাশ করে। যখনই ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনে এই রূপ অহঙ্কারের উদয় হয়, নিশ্চয় জানিবে তখনই তাহার সকল ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। যেমন নৌকা নদী পার হইয়া কোন দুর্ঘটনা বশতঃ তীরের নিকট জলমগ্ন হয়, আধ্যাত্মিক অহঙ্কারের উদ্রেক হইলে ধার্ম্মিকের সেই রূপ দশা ঘটে। সকল প্রকার অহঙ্কার অপেক্ষা ধর্ম্মবিষয়ক অহংকার অধিকতর ঘৃণাকর।

মাৎসর্য্যও ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের আত্মাকে আক্রমণ করে। এক জন ধার্ম্মিক মনুষ্য যদি ধার্ম্মিকতা বিষয়ে অধিক খ্যাতি লাভ করেন তবে অন্য এক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাতে ঈর্ষান্বিত হন ও পূর্ব্বোক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে লোকে যতদূর ধার্ম্মিক মনে করে, তিনি ততদূর ধার্ম্মিক নহেন লোকের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। এক ধর্ম্মসম্প্রদায় বিপক্ষ সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে অন্যায়রূপে তাহার নিন্দা-বাদে প্রবৃত্ত হয়।

হে পরমাত্মন্! দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণের অত্যাচারে ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। একে অসুরেরা কুটিল; তাহাতে আবার কুটিলতর বেশ ধারণ করিয়া—ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। তাহারা যতই কুটিলতর বেশ ধারণ করে ততই আমি ভয়ে আকুল হই। হে ধর্ম্মযুদ্ধের সেনাপতি! আমার হস্ত কম্পিত হইতেছে, ধৃতিরূপ তরবারি তাহা হইতে স্খলিত হইতেছে। এবার

বুঝি আমি বিনষ্ট হইলাম, আমাকে রক্ষা কর। তোমার উৎসাহকর বাক্য দ্বারা আমার মুমূর্ষু আত্মাতে নূতন বল প্রেরণ কর। তুমি সহায় থাকিলে অসুরদিগকে অবশ্য পরাজয় করিতে সমর্থ হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ।

১৫ই অগ্রহায়ণ। ১৭৯০ শক।

পৃথিবীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে পৃথিবী আত্মার উপযোগী নহে। আত্মা নির্ম্মল নিত্য-সুখ উপভোগ করিতে ইচ্ছু; এখানে সে নিত্য নির্ম্মল সুখ প্রাপ্ত হয় না। আত্মা অনন্ত জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছু; এখানে তাহার জ্ঞানের আয়তন সঙ্কীর্ণ ও অভেদ্য অন্ধকারে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সে খিন্ন হয়। উৎক্রোশ পক্ষী যেমন আকাশের উচ্চ প্রদেশে উড্ডীন হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধ দিকেই গমন করে, আত্মা চায় যে সে সেইরূপ ধর্ম্মরূপ দ্যুলোকে ক্রমে উড্ডীন হইয়া কৃতার্থ হয়। কিন্তু তাহা না হইয়া ধর্ম্মরূপ দ্যুলোক হইতে তাহার পুনঃপুন অধঃপতন হয়। আমরা রোগে কাতর, শোকে আকুল ও পাপতাপে জর্জ্জরীভূত। একটি মক্ষিকা কর্ণের নিকট শব্দ করিলে চিন্তার ব্যাঘাত হয়, মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে বুদ্ধির হ্রাস হয়, একটি গৃহোপকরণ নষ্ট হইলে আমরা কাতর হই, ভৃত্য কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করিলে ক্রোধে অধীর হইয়া আমরা তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করি ও তজ্জন্য অনুতাপ করি। পৃথিবীতে এই তো আমা-দিগের দশা; স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে পৃথিবী আমাদিগের প্রকৃত স্বদেশ নহে। এখানকার কোন বস্তুরই সহিত আত্মার

মিল হয় না। আত্মার স্পৃহা এখানকার কোন বস্তু হইতে সায় প্রাপ্ত হয় না। আমরা যতই পৃথিবীর বস্তুর প্রতি নির্ভর করিব ততই আমরা দীন ও দুঃখী হইব, আর যতই আমরা আপনার প্রতি নির্ভর করিব ততই ভাগ্যবান ও সুখী হইব। এ কথায় অনেক সত্য আছে, যে প্রকৃত সুখ জনক কিম্বা দুঃখ জনক বলিয়া কোন বস্তুই নাই, আত্মাই তাহাকে সুখ জনক অথবা দুখ জনক করে। আত্মা আপনাতে স্থিত আছে; সে স্বর্গে থাকিয়াও তাহাকে আনন্দ শূন্য লোকে অথবা নিরানন্দ লোকে থাকিয়াও তাহা স্বর্গে পরিণত করিতে পারে। আমরা ইচ্ছা করিলে অনেক পরিমাণে সুখী হইতে পারি আর ইচ্ছা করিলে অনেক পরি মাণে দুঃখী হইতে পারি। আমরা যত মনে করি ইচ্ছাবৃত্তির ক্ষমতা আছে তাহা অপেক্ষা তাহার ক্ষমতা অধিক, যাঁহারা আপনাদিগের মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারাই ইচ্ছাবৃত্তির প্রভূত ক্ষমতা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যতই আত্মা বাহ্য বিষয়ের প্রতি নির্ভর করে ততই সে দুঃখী হয়; যতই সে আপনার প্রতি নির্ভর করে ততই সে সুখী হয় যেহেতু বাহ্য বিষয় আমাদিগের পর ও আত্মাই আমাদিগের প্রকৃত আত্মীয়।

কিন্তু যদি আত্মা অহঙ্কৃত হইয়া মনে করে যে সে আপনার ক্ষমতাতে আপনি প্রকৃত সুখ সাধন করিতে সমর্থ তাহা হইলে সে আপনার সুখ সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সে যতই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে ততই সে সুখী হয়। বাহ্য বিষয় তাহার প্রকৃত প্রভু নহে, ঈশ্বরই তাহার প্রকৃত প্রভু। সে যতই বাহ্য বিষয়ের অধীন হইবে, ততই সে দুঃখী হইবে, আর যতই সে ঈশ্বরের অধীন হইবে ততই সে সুখী হইবে।

আমরা যদি আমাদিগের প্রকৃত সুখ সাধন করিতে ইচ্ছা করি, তবে ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা কর্ত্তব্য। আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি, তাহা হইলে বাহ্য বস্তুর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা সুখী হইতে পারি, আর যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর না করি তাহা হইলে বাহ্য বস্তুর অনুকূলতা সত্ত্বেও আমরা সুখী হইতে পারি না। আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি তাহা হইলে আমরা নিরানন্দ লোকে থাকিয়াও স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে পারি, আর আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর না করি তাহা হইলে আমরা স্বর্গে থাকিয়াও সুখভোগ করিতে সমর্থ হই না।

ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর দুই প্রকার; রক্ষা জন্য নির্ভর ও উপভোগ জন্য নির্ভর।

আমরা যেমন পিতা মাতার প্রতি রক্ষার জন্য নির্ভর করি তেমনি ঈশ্বরের প্রতি রক্ষার জন্য নির্ভর করি। পিতা মাতা হইতে আমরা যে রক্ষা প্রাপ্ত না হই তাহা ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হই। আমরা যদি বিপদের সময় সেই আশ্রয়ের আশ্রয়ে আশ্রয় না লই তবে আমাদিগের আর নিস্তার নাই। সংসার অতি দুষ্ট লোক—আমরা যতই তাহাকে তুচ্ছ করিব ততই তাহা আমাদিগের অধীন হইবে আর যতই আমরা তাহার অধীন হইব ততই তাহা আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে। সংসারের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা যদি আমরা না করি তবে সংসার আমাদিগকে অল্পে ছাড়িবে না। আমরা যদি ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে গাঢ় বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁহার উজ্জ্বল সাক্ষাৎকার অভ্যাস না করি তবে বিপদের সময় আমা-

দিগকে দীন ভাবে মুহ্যমান্ হইতে হইবে—হয়তো বিনষ্ট হইতে হইবে। যদি সাংসারিক বিপদ হইতে আমরা ধর্ম্ম-দুর্গে আশ্রয় না লই তবে আমাদিগের আর উপায় নাই। ধর্ম্ম-দুর্গে আশ্রয় লওয়া সাংসারিক বিপদ অতিক্রম করার একমাত্র উপায়। সে দুর্গ আমরা যদি রক্ষা করি তবে সে আমাদিগকে নিশ্চয় রক্ষা করিবে, আর সে দুর্গের রক্ষা কার্য্যে অবহেলা করিয়া যদি তাহা বিনষ্ট হইতে দিই তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনষ্ট হইতে হইবে। "ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।"

আমার আত্মা যেমন আমার বন্ধুর আত্মাকে উপভোগ করে তেমনি তাহা পরমাত্মাকে উপভোগ করে। আত্মা-উপভোগই জগতে প্রকৃত ভোগ; বাহ্যবিষয়-ভোগ ভোগ নহে। যদি কোন ব্যক্তির প্রতি আমার প্রীতি না থাকে আর তাহার সহিত আমি একত্র ভোজন করি তবে সে ভোজনে আমি কি সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি? বন্ধুর মুখশ্রী দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হই না; তাহার আত্মার যে সৌন্দর্য্য তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিবিম্বিত হয় তাহা দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হই। বন্ধু আকৃতিতে অতি কুৎসিত ব্যক্তি হইতে পারেন কিন্তু এক জন সুন্দর ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহার প্রতি আমরা অধিক অনুরক্ত হইতে পারি, অতএব প্রতীত হইতেছে যে বাহ্য বিষয় উপভোগ অপেক্ষা আত্মা-উপভোগই প্রকৃত ভোগ। যখন আমরা সামান্য আত্মা-উপভোগে এত সুখ প্রাপ্ত হই তখন সেই পরমাত্মা উপভোগে আমরা কত সুখ না প্রাপ্ত হইব? যখন আমরা সম্মুখস্থ বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করি, যখন তাঁহার নয়ন আমাদিগের নয়নের উপর নিপাতিত হয়, যখন আমরা মনের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া

তাঁহার সহিত আলাপ করি, যখন তাঁহার অমৃত স্বরূপের গাঢ় আস্বাদনে আমরা জগৎ বিস্মৃত হইয়া যাই, তখন আমাদিগের যেরূপ ভোগ হয়, সে ভোগের সহিত কি অন্য ভোগের তুলনা হইতে পারে ?

হে পরমাত্মন্ ! হে "আমাদিগের মোহ-আঁধারের আলো !" তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার একান্ত অনুচর ও সহচর হইবার জন্য আমাদিগকে বল প্রদান কর। "তব বলে কর বলী যে জনে কি ভয় কি ভয় তাহার।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অমৃত-নিকেতনে যাত্রা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২৬শে আশ্বিন। ১৭৮৭ শক।

ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি শ্রবণ করিতেছ না, ধর্ম্ম তোমা-দিগকে সুমধুর স্বরে কি বলিয়া আহ্বান করিতেছেন? ধর্ম্ম এই কথা বলিতেছেন,—মনুষ্যগণ! তোমরা অমৃতনিকেতনের যাত্রী হইয়া অমৃতনিকেতনে গমন কর। তাঁহার মধুর আহ্বান শ্রবণ করিয়া আমরা কিরূপে স্থির থাকিতে পারি? এস, আমরা ঈশ্বরে নির্ভররূপ দণ্ড, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস-রূপ ছত্র ও ব্রহ্মপ্রীতিরূপ সম্বল লইয়া অমৃতনিকেতনে যাত্রা করি। সেই পরম তীর্থের যাত্রী হইলে এই সকল গুণ ধারণ করিতে হয়। প্রথমতঃ ঈশ্বরগতপ্রাণ হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ পথের পদা-র্থের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত না হওয়া কর্ত্তব্য। তৃতীয়তঃ পথভ্রমণকালে আমাদিগের সর্ব্বদা অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। চতুর্থতঃ পথভ্রমণসময়ে ধৈর্য্যশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ ঈশ্বরগতপ্রাণ হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য। আমি দেখিয়াছি, সামান্য তীর্থ-যাত্রীরা প্রতি পদ-নিক্ষেপে তাহা-দিগের উপাস্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া প্রণিপাত করে। আমরা সেই পরম-তীর্থ-যাত্রী হইয়া অন্তরে সেই দেবদেবকে প্রতি কার্য্যে কি প্রণাম করিব না? তিনি সেই তীর্থের একমাত্র দেবতা। তিনি আমাদিগের শেষ গতি। তিনিই আমাদিগের

চরম লক্ষ্য। তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই আমাদিগের জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহাকে ভক্তি কর, তাঁহাকে প্রীতি কর, সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিপদে তাঁহাকে নমস্কার কর।

দ্বিতীয়তঃ অমৃতনিকেতনের পথের পদার্থের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত না হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ অনিত্য, ইহা স্থায়ী নহে। কোন্ পথিক পথভ্রমণকালে পান্থশালার সঙ্গীদিগের সহিত আত্মীয়তায় মোহান্ধ হইয়া গম্য স্থান বিস্মৃত হয়? পথিকতার এরূপ নিয়ম নহে। অতএব সংসারে নিতান্ত আসক্ত হওয়া উচিত হয় না। এই সত্য যেন আমাদিগের স্মরণ থাকে যে, পরমেশ্বরই আমাদিগের প্রকৃত বন্ধু, তিনিই আমাদিগের প্রকৃত পিতা, তিনিই আমাদিগের প্রকৃত মাতা, আর অন্য জনের সহিত আমাদিগের ক্ষণিক সম্বন্ধমাত্র। আমরা পথভ্রমণকালে সংসারে নিতান্ত আসক্ত হইলে অমৃতনিকেতনে উপস্থিত হইতে পারিব না। ভ্রমণকালে সেই অমৃতনিকেতনের প্রতি সর্ব্বদাই চক্ষু স্থির রাখিতে হইবে; সেই মনোহর পুরী নয়নপথ হইতে যেন কখন অন্তর্হিত না হয়।

তৃতীয়তঃ অমৃতনিকেতনের পথভ্রমণে আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। অমৃতনিকেতনের পথ তস্করগণে উপক্রুত, তস্কর সকল সর্ব্বদাই যাত্রীদিগকে নষ্ট করিবার জন্য উদ্যোগী আছে। কামরূপ তস্কর যাত্রীকে স্বগৃহে লইয়া সুস্বাদু খাদ্য, সুমধুর পানীয় ও সুন্দরী অপ্সরা প্রদান করে ও যখন অতিথি প্রমোদ-মদিরা পানে বিহ্বল হয়, তখন তাহার গলদেশে ছুরিকা নিয়োগ করে। ক্রোধরূপ তস্কর তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে

পরস্পর বিবাদ উপস্থিত করায় ও তাহারা বিবাদে মত্ত হইলে তাহাদিগকে বিনাশ করে। লোভ নানাপ্রকার প্রলোভন দেখায়, বলে "আমার সঙ্গে এস, তোমাকে বৃহদায়তন রাজ্যের রাজা করিব, সমস্ত লোকে তোমার পদানত হইবে, সমস্ত পৃথিবী তোমার খ্যাতিরবে নিনাদিত হইবে।" সে এইরূপ প্রলোভন বাক্যে প্রলোভিত করিয়া যাত্রীকে আয়ত্ত করিলে পর তাহার প্রাণ নাশ করে। অহঙ্কার বলে, "তুমি সর্ব্বগুণান্বিত, কেবল আপনাকেই প্রীতি কর, কেবল আপনাকেই পূজা কর।" যাত্রী তাহার আপাতমনোরম উপদেশ শ্রবণ করিলে অহঙ্কার তাহার ব্রহ্মপ্রীতিরূপ সম্বল অপহরণ করিয়া তাহাকে হত্যা করে।

এই সকল নির্দয় দারুণ-প্রকৃতি তস্কর, যাহাতে আমরা পরম তীর্থযাত্রা সম্পাদন করিতে না পারি, সর্ব্বদা এই রূপ চেষ্টা করে। এই সকল পরম শত্রু সর্ব্বদাই আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। ইহারা অত্যন্ত মায়াবী, নানা রূপ ধারণ করিতে পারে ও নানা কৌশল জানে। অতএব সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবে, যাহাতে তাহারা তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়। এই তস্করদিগকে কেবল প্রাণ নাশ করিতে না দিয়া ক্ষান্ত থাকিলে হইবে না, তাহাদিগকে শাসন করিয়া নিজ দাস করিয়া লইতে হইবে। কার্য্যটী অতি কঠিন, কিন্তু সেই বিঘ্নবিনাশনের প্রতি নির্ভর করিলে সকল বিঘ্ন দূর হয়।

চতুর্থতঃ অমৃতনিকেতনের পথ ভ্রমণকালে আমাদিগকে ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে। অমৃতনিকেতন গমনে অনেক বিঘ্ন। কত কত দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হইবে, শরীর অনেক বার কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ হইবে, কঙ্করাঘাতে পদদ্বয় শোণিতাক্ত হইবে,

প্রচণ্ড আতপতাপে দগ্ধ হইতে হইবে, তথাপি তাহাতে আমরা দুঃখ বোধ করিব না। সামান্য তীর্থযাত্রায় লোক কত ক্লেশ সহ্য করে, আমরা সেই পরম তীর্থের যাত্রী হইয়া কি কষ্ট সহ্য করিব না? আমরা এই তীর্থ যাত্রা কালে অনায়াসে ধৈর্য্যশীল হইতে পারিব; যে হেতু সেই অমৃতধামে আমাদগকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের পরম মাতা সর্ব্বদাই সমুৎসুক রহিয়াছেন। অমৃতনিকেতনের সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাদিগকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন, আমাদিগের অশ্রুজল মোচন করিবেন ও অমৃতনিকেতনে লইয়া কত সুখরত্ন প্রদান করিবেন! যখন এরূপ আনন্দের স্থানে আমরা গমন করিতেছি তখন পথের কষ্টে চিত্ত কেন ম্রিয়মাণ হইবে? যখন সেই অমৃত-নিকতনের আভা দূর হইতে আমাদিগের নয়নগোচর হয়, তখন আমরা সকল দুঃখ ভুলিয়া যাই। সেখানে রোগ নাই, সেখানে শোক নাই; সেখানে নিত্য আনন্দ। যখন সেখানে এমন অক্ষয় সুখের ভাণ্ডার রহিয়াছে, তখন তজ্জন্য কষ্ট সহ্য করিয়া কেন না তাহা লাভ করিতে প্রস্তুত হই?

হে পরমাত্মন্! হে জীবনযাত্রার একমাত্র সম্বল! হে আমাদিগের সর্ব্বস্ব! আমরা তোমার নিতান্ত শরণাপন্ন হইতেছি, কাতর হইয়া তোমাকে প্রাণভয়ে ডাকিতেছি। আমরা সংসার যাত্রার বিবিধ ক্লেশে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাদিগের উপর প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কর, তাহা হইলে আমরা সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারিব। হে জীবন-সমুদ্রের ধ্রুব নক্ষত্র! তোমার জ্যোতি দেখিতে না পাইলে আমরা

সকলই হারাই। আমাদিগের চক্ষু হইতে তুমি কখনই অন্ত-
র্হিত হইও না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য।

আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ।

১১ই মাঘ। ১৭৯০ শক।

(এই দিবসের বক্তৃতার সারাংশ এই স্থানে গৃহীত হইল।)

ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্ব-সমঞ্জসীভূত ধর্ম্ম। উহাতে আত্মপ্রত্যয় ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য আছে। উহাতে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে। উহাতে প্রীতি ও প্রিয় কার্য্যের সামঞ্জস্য আছে। উহাতে শান্তি ও উৎসাহের সামঞ্জস্য আছে। উহাতে সংসার ও ঈশ্বরোপাসনার সামঞ্জস্য আছে। উহাতে সাংসারিক পরিণামদর্শিতা ও ধর্ম্মসাধনের সামঞ্জস্য আছে। উহাতে গুরু-ভক্তি ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্য আছে। উহাতে ধর্ম্মসাধন-জন্য যে সকল পরস্পর আপাত প্রতীয়মান বিরোধী গুণ আবশ্যক, তাহার সামঞ্জস্য আছে।

এতদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম প্রচারকালে জ্ঞানের প্রতি অধিক ভর দেওয়া হইত। ক্রমে সমাজে প্রীতি ও ভক্তি-ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। এক্ষণে সেই প্রীতি ও ভক্তিভাব অসং-যত বেগ ধারণ করিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মকে গুরুপূজায় উত্তীর্ণ করাইবার সন্দেহ মনে উদ্রেক করিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে জ্ঞান ও ভক্তি দুয়েরই সামঞ্জস্য আবশ্যক। কল্পিত দেব দেবীর প্রতি পৌত্তলিকের ভক্তি আছে, কিন্তু তাহা কি বিহিত ভক্তি বলা যাইতে পারে? যদ্যপি আমরা বন্ধুর উৎকৃষ্ট

গুণ সকল না জানি, তবে তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে ভক্তি করিতে সমর্থ হইব? সেই রূপ আমরা যদি ঈশ্বরের অনন্ত ও অনুপম লক্ষণ সকল জ্ঞান দ্বারা না জানিতে পারি, তবে কি প্রকারে তাঁহাকে আমরা প্রীতি করিতে সমর্থ হইব? আবার ওদিকে যদি কেবল তাঁহাকে আমরা জানিলাম ও প্রীতি ভক্তি না করিলাম, তবে তাঁহাকে জানায় কি ফল হইল? প্রীতি ও ভক্তি বিহীন ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে। জ্ঞান যদি কর্ণধার না থাকে, তবে সে ভক্তিকে গুরুপূজায় ও অন্যান্য প্রকার পৌত্তলিকতায় উপনীত করে আর যদি ধর্ম্ম জ্ঞানপ্রধান হয়, তবে সে নীরস ও কঠিন রূপ ধারণ করে, অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের সামঞ্জস্য আবশ্যক।

হে জগদীশ্বর! যাহাতে আমরা জ্ঞান, প্রীতি ও অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে পারি এমন সামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান কর। হে পরমাত্মন্! আমরা যেন উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রভাবে তোমার বিশুদ্ধ স্বরূপ জানিতে সমর্থ হই। তোমাকে আমরা একান্ত মনের সহিত যেন ভক্তি ও প্রীতি করিতে সমর্থ হই ও সেই প্রীতি যেন কার্য্যে প্রকাশ করি। আমাদিগের আত্মাতে জ্ঞান ও প্রীতি ও অনুষ্ঠান এই তিনের মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও যেন বিরোধ উপস্থিত না হয়। আমাদিগের আত্মা যেন সুতান বীণা যন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বসমঞ্জসীভূত ভাবে তোমার মহিমা গান ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে সততই নিযুক্ত থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বিদ্যাদিগের স্তব।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

কার্ত্তিক। ১৭৮৭ শক।

"যস্যৈষমহিমা ভুবি দিব্যে।"

ঈশ্বরের মহিমা এই ভূলোকে ও দ্যুলোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সকল দেশে সকল কালে তাঁহার আশ্চর্য্য মহিমা বিদ্যমান। কে বা সে মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে? অদ্যাপি কেহই তাঁহার মহিমা আলোচনা করিয়া শেষ করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও যে কেহ তাহার শেষ করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মহিমা সকল পদার্থে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার মহিমা যেমন প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গ-শরীরে প্রকাশমান তেমনি এক ক্ষুদ্র কীটেতেও বর্ত্তমান। গগনমণ্ডলে সূর্য্য চন্দ্র ও অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র যেমন তাঁহর মহিমা ঘোষণা করে তেমনি এক ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু ও সুকোমল কুসুমদামও তাঁহার মহিমা পরিব্যক্ত করে। সকল বস্তু ও সকল স্থান তাঁহার স্তুতিরবে পরিপূর্ণ। ধাতুরাজ্য, উদ্ভিজ্জরাজ্য, পশুরাজ্য, ক্ষুদ্র-জগৎ মনুষ্য, দ্যুলোকের উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরের মহিমা অহর্নিশ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। আমাদের কর্ত্তব্য যে, আমরা যখন যে বিদ্যা শিক্ষা করি সেই বিদ্যার মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা অবগত হই, যেহেতু সকল বিদ্যাই ঈশ্বরের মহিমা পরিব্যক্ত করে। সকল

বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে আমরা তদ্দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা অবগত হইব। যদি ঈশ্বরের মহিমা না জানা যায় তাহা হইলে সকল বিদ্যা অর্থশূন্য ও বৃথা হইয়া পড়ে। সকল বিদ্যার চরম লক্ষ্য তিনি। বিদ্যা দ্বারা যাহা কিছু প্রতিপন্ন হয়, তাহা যদি তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ না করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে বিদ্যা শিক্ষা করা বিফল। আর যদ্যপি প্রত্যেক বিদ্যা প্রতিক্ষণে সেই ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই বিদ্যা শিক্ষা সময়েই ঈশ্বরের উপাসনা হয় ও সে বিদ্যার আলোচনা সার্থক হয়। এক জন বিখ্যাত চিকিৎসক এই কথা বলিয়াগিয়াছেন, চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা কালে শব-চ্ছেদ সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ হইলে প্রত্যেক শবচ্ছেদই ঈশ্বরের স্তব স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ সকল বিদ্যাতেই ঈশ্বরের মহিমা গান অন্তর্ভুর্ত আছে। এক এক বার আমার এইরূপ মনে হয় যেন সকল বিদ্যা একত্রিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে। প্রাণিবিদ্যা এই প্রকারে কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে ;—"জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমা কে ব্যক্ত করিয়া শেষ করিতে পারে? কত প্রকার পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি জীবজন্তু তোমার এই বিশ্বরাজ্যে লালিত পালিত হইতেছে তাহা নিরূপণ করা কাহার সাধ্য? পশুরাজ মৃগেন্দ্র, প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গ, ভীষণমূর্ত্তি সমুদ্র-কম্পনকারী তিমি, এবং অন্যান্য উগ্র ও শান্ত প্রকৃতি কত অসংখ্য জন্তু তোমার এই জগৎ মধ্যে বিচরণ করিতেছে। কত চিত্র বিচিত্র বিহঙ্গ ও ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ কেমন স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ গমন করিয়া তাহাদের মনের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে। জগ-

দীশ! কে তোমার সৃষ্ট প্রাণিপুঞ্জের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয়?" উদ্ভিদ্‌বিদ্যা কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রকারে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে;—"জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমা কি প্রকারে ব্যক্ত করিব? উদ্ভিদরাজ্য ও প্রাণিরাজ্য মধ্যে কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। অসংখ্য প্রকারে ঐ রূপ সম্বন্ধ এমনি নিবদ্ধ আছে যে উদ্ভিদ না থাকিলে প্রাণিদিগের পৃথিবীতে অবস্থিতি করা হইত না। কত প্রকার আশ্চর্য্য উদ্ভিদ তোমার অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ করে, তাহা কে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে? এক গহনবৎ প্রতীয়মান এডেনসোনিয়া বৃক্ষ, কুজননিনাদিত বহুকুঞ্জনিকুঞ্জকারী বটবৃক্ষ, কুম্ভবৃক্ষ, পর্য্যাটক মিত্রবৃক্ষ, রোটিকা বৃক্ষ, নবনীত বৃক্ষ তোমার আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ করিতেছে। কত প্রকার উদ্ভিদে তোমার কত অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশিত রহিয়াছে; কে তোমার মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিবে?" শরীরতত্ত্ব কৃতাঞ্জলি হইয়া এই রূপে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে;—"জয় জয় জগদীশ! তোমার সৃষ্ট জীবশরীর কি আশ্চর্য্য কৌশলময়! এই মানব দেহে তুমি কত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছ! মনুষ্যের শরীরের রক্ত এক স্থান হইতে উদ্গত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা কেমন আশ্চর্য্য রূপে সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হয় এবং শরীরস্থ দূষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কেমন চমৎকার নিয়মানুসারে আর এক স্থানে প্রত্যাগত ও শোধিত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের মত কার্য্য করিতে থাকে। কি আশ্চর্য্য নিয়মানুসারে মনুষ্যের পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়! মনুষ্য যে সকল বস্তু আহার করে, সে সকলই এক স্থানে

প্রবেশ করে এবং পরে সেই সকল নানাপ্রকার বস্তু এক প্রকার বস্তু রূপে পরিণত হয়। পরে তাহা হইতে দুগ্ধবৎ এক প্রকার বস্তু নিঃসৃত হইয়া তাহাই অবশেষে রক্ত য়হ। সেই রক্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে। মস্তিষ্কের সহিত বুদ্ধির কি চমৎকার সম্বন্ধ! মস্তিস্ক রূপ যন্ত্রসহকারে বুদ্ধির কার্য্য কি অভাবনীয় সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়া থাকে। হে জগদীশ! এক মাত্র মনুষ্য শরীর তোমার যে মহিমা ব্যক্ত করে, তাহার সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া মানব-বুদ্ধির অসাধ্য।" ভূতত্ত্ববিদ্যা কৃতাঞ্জলিপুটে এই রূপ স্তব করিতেছে—"জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমা আমি কি প্রকারে প্রকাশ করিব? পৃথিবীর অন্তরস্থ প্রত্যেক স্তরে অবিনশ্বর অক্ষরে তোমার স্তোত্র সূচক গীত লিখিত রহিয়াছে। এই পৃথিবী প্রথমে জ্বলন্ত তরল অগ্নিরাশি ছিল, তুমি তাহাকে জীবের অবস্থানোপযোগী করিয়া তুলিলে। প্রথমাবস্থায় যে সকল জীব জন্মিয়াছিল তাহার বিনাশ হইলে তাহার উপর আর এক স্তর নিহিত হইল। সেই স্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জীব ও উৎকৃষ্ট উদ্ভিদের উৎপত্তি হইল। এরূপে পৃথিবী স্তরে স্তরে রচিত হইতে লাগিল এবং ক্রমশ উৎকৃষ্টতর প্রাণিপুঞ্জ ও তাহাদের আহা-রের উপযোগা উৎকৃষ্টতর উদ্ভিদ সকলের উৎপাদন করিয়া তোমার নূতন নূতন মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এই রূপে সেই অগ্নিময় পৃথিবী ক্রমে সমুদ্র পর্ব্বত ও গ্রাম নগরে পরিণত হইয়া এক্ষণে মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে; এক্ষণে মনুষ্য ইহার জীব-শ্রেণীর শিরোভূষণ হইয়াছে। হে জগদ্বিধাতা!

কি আশ্চর্য্য কৌশলানুসারে এবং কি অচিন্ত্য প্রকারে তুমি পৃথিবীর সৃজন ও উহার উন্নতি সাধন করিতেছ আমি তাহার কি বা বর্ণন করিব ? হে জগদীশ ! কে তোমার মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে ?” জ্যোতির্বিদ্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া এই রূপে স্তব করিতেছে—“জয় জয় জগদীশ ! তোমার মহিমার আর সীমা কোথা ? এই অনন্ত আকাশে সূর্য্যের পর সূর্য্য, গ্রহের পর গ্রহ এবং নক্ষত্রের পর নক্ষত্র সমস্বরে তোমারি অপার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এমন দূরে শুভ্র মেঘের ন্যায় বিশাল জ্যোতিষ্ক রাশি প্রতিভাত হয়, যাহার পরিমাণ বা সংখ্যা স্থির করা মানবশক্তির অসাধ্য। যেমন এক রাত্রিতে ক্ষেত্রমধ্যে নূতন নূতন তৃণ সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তেমনি এক রাত্রিমধ্যে কত শত নূতন নূতন গ্রহ নক্ষত্র নভোমণ্ডলে উৎপন্ন হয়। এই সীমাশূন্য আকাশে তোমার বিশ্ব কার্য্য যে কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহার কেবা ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবে ? এই সমুদায় জ্যোতিষ্কপুঞ্জের মধ্যে কোন কোনটি এই পৃথিবী হইতে এত দূরে সংস্থিত হইয়া আছে যে তাহার কিরণ হয় তো অদ্যাপি এখানে আসিয়া পতিত হইতে পারে নাই। এই দৃশ্যমান জগতের চতুষ্পার্শ্বস্থ গাঢ় তিমির সাগরের পর পারেও তোমার আর এক নূতন জগতের চিহ্ন লক্ষিত হয়। ধন্য জগদীশ ! ধন্য তোমার কীর্ত্তি এবং ধন্য তোমার মহিমা !”

এই রূপে সকল বিদ্যা সমস্বরে সেই বিশ্বাধিপের অনন্ত মহিমা চিরকাল ঘোষণা করিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল ঘোষণা করিতে থাকিবে। সমস্ত বিদ্যার ইহাই প্রধান

গৌরব যে তাহারা ঈশ্বরের গুণ গান করে। ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার পর্য্যাপ্তি ও সকল বিদ্যার শিরোভূষণ। "ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠা।" ব্রহ্ম বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা। যেমন নদী সকল চারি দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া এক সাগরে গিয়া মিলিত হয়, সেই রূপ সকল বিদ্যা পরিশেষে এক ব্রহ্মবিদ্যাতে গিয়া পর্য্যাপ্ত হয়। আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা বিদ্যালোচনার সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করি। তিনিই এই সুকৌশলময় বিশ্বরাজ্যের রচয়িতা। আমরা সৃষ্টির তত্ত্ব যাহা কিছু অবগত হই, সে সকলি তাঁহারই অনুপম কীর্ত্তি। সৃষ্টির সকল বস্তু সৃজনকর্ত্তার গুণ গান করিতে ত্রুটি করে না; তাহারা জিহ্বাহীন হইয়াও নিজ নিজ রচয়িতার মহিমা নিরন্তর ঘোষণা করিতেছে। তবে আমরা কেন তাঁহাকে বিস্মৃত হই? আমরা কেন অকৃতজ্ঞ ও অধম হইয়া থাকি? যিনি আমাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন এবং কত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি দিয়া অন্যান্য জীবদিগের হইতে আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিয়া দিয়াছেন, এস, আমরা তাঁহার যশঃ উচ্চৈঃস্বরে অহর্নিশ ঘোষণা করি এবং তাঁহার প্রদত্ত আধ্যাত্মিক সুধা পান করিয়া জীবনকে সার্থক করি।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের সকল জ্ঞানের ও সকল বিদ্যার মূল। তুমি যেমন আমাদের জ্ঞানদাতা ও বুদ্ধিদাতা, তেমনি তুমিই আবার আমাদের জ্ঞানের বিষয় ও সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি। তোমাকে জানিলে আমাদের আর সকল জ্ঞান সার্থক হয় এবং তোমাকে জানিলেই আমাদের আর সকল জ্ঞান লাভ হয়। তোমার মহিমা এই দ্যুলোক ও ভূলোকে জাজ্জ্বল্য-

মান প্রকাশিত রহিয়াছে ; যে তোমাকে জানে, তাহার নিকটে সকল বস্তুই তোমার অনন্ত মহিমার পরিচয় প্রদান করে। আহা ! সেই ব্যক্তি কি সুখী যে চারি দিকে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত তোমার অনন্ত নাম পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। হে অখিল বিশ্বের অধিপতি ! তুমি আমাদের একমাত্র জ্ঞানদাতা। তুমি আমাদের হৃদয়ে তোমার আত্ম স্বরূপ প্রকাশ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ধর্ম্মসংস্কার।

মেদিনীপুর সপ্তদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

২৬শে মাঘ। ১৭৮১ শক।

অদ্য আমাদিগের সাম্বৎসরিক সমাজের দিবস। অদ্য পরমানন্দের দিবস। অদ্য সেই পূর্ণ পুরুষের পবিত্র নাম লইয়া জীবন সফল কর, যিনি আমাদিগের স্রষ্টা, পাতা ও এক মাত্র সুহৃদ্। তাঁহা হইতে আমরা জীবন লাভ করিয়াছি, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, তিনি আমাদিগকে একক্ষণ মাত্র পরিত্যাগ করিলেও আমরা বিনাশ প্রাপ্ত হই। তাঁহার উপাসনা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। যিনি আমাদিগকে বাক্য দিয়াছেন, বাক্য দ্বারা কি তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিব না? যিনি আমাদিগকে মন দিয়াছেন, সেই মনের অধিপতিকে কি মনে স্থান প্রদান করিব না? যিনি আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা বৃত্তি দিয়াছেন, সেই কৃতজ্ঞতা বৃত্তি কি কেবল মনুষ্যের প্রতিই নিয়োগ করিব? তাঁহার প্রতি কি নিয়োগ করিব না? যে বৃত্তি না থাকিলে কোন পদার্থেরই প্রতি প্রীতির উদ্রেক হইত না, আমরা আনন্দশূন্য হইতাম, জগৎ অন্ধকারময় মরু ভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইত, সেই প্রীতিবৃত্তি কি তাহার স্রষ্টার প্রতি নিয়োজিত করিব না? আইস অদ্য আমরা সকলে একান্ত মনে সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রীতি-

পুষ্প প্রদান করিয়া জন্ম সার্থক করি। তিনি পতিতপাবন ও দীনবন্ধু। তিনি "জগন্নাথ জগদীশ জগৎগুরু জগজ্জন-হিত-কারণ।" ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আমা-দিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করেন, অনুতাপিত চিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করেন, বিমল হৃদয়ে ভক্তিরসার্দ্র চিত্তে তাঁহার ভজনা করিলে তিনি আমাদের মনে আনন্দ-সুধা বর্ষণ করেন। সংসারের ধূলি যখন আমাদিগের মনে পতিত হয়, বিষাদ-ঘন দ্বারা যখন মন অন্ধীভূত হয়, দুঃখভারপ্রপীড়িত চিত্ত যখন ব্যাকুল হইয়া আশ্রয়ের জন্য চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করে, তখন তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া আমরা শীতল হই। একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, সেই করুণাসিন্ধু পরম বন্ধু, আমাদিগকে কত করুণা বিতরণ করিতেছেন। তাঁহারই আজ্ঞাতে সূর্য্য প্রত্যহ গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া আমাদিগকে তাপ ও আলোক প্রদান করিতেছে; তাঁহারই আদেশে বায়ু অহরহঃ আমা-দিগের ব্যজন সঞ্চালনের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; তাঁহারই আদেশানুসারে মেঘ অপর্য্যাপ্ত পরম তৃপ্তিকর পানীয় বিতরণ করিতেছে; তাঁহারই বিধানানুসারে পূর্ণচন্দ্র স্বীয় মনোহর অমৃততরঙ্গিণী দ্বারা জগৎকে সুধাময় করিতেছে। তাঁহারই অনুজ্ঞাধীন পুষ্প সকল বিকশিত হইয়া নিজ নিজ মনোহর সুগন্ধ প্রদান দ্বারা চিত্তকে হরণ করিতেছে। অতি শোভন রমণীয় শিল্প কার্য্য সকল মনুষ্যের প্রতি তাঁহারই দ্বারা প্রদত্ত শিল্প নৈপুণ্য হইতেই সমুদ্ভূত হইতেছে। সাধুবর্গের অকৃ-ত্রিম স্নেহ, স্ত্রীর প্রগাঢ় প্রণয়, পুত্রের অবিচলিত ভক্তি, তাঁহা

হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি তাঁহার সকল দান মধ্যে তিনি আমাদিগকে তাঁহাকে জানিতে ও তাঁহাকে প্রীতি করিতে দিয়াছেন, এই দান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যখন মন তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, অদ্ভুত জ্ঞান, অপার করুণা আলোচনা করে, তখন সে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করে! সে সুখ যাঁহারা আস্বাদন করেন, তাঁহারা তাহা কেবল আস্বাদন করেন, বাক্যেতে বর্ণন করিতে সমর্থ হন না। সে অবস্থাতে ঋষীন্দ্র মুনীন্দ্র কবীন্দ্র সকল এই বাক্যের যথার্থতা উপলব্ধি করেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" যখন মন সেই প্রগাঢ় সুখ উপভোগ করে, তখন এই সত্য তাহাতে প্রতিভাত হয় যে সে সুখ কখন বিলুপ্ত হইবে না, পর কালে তাহার ক্রমশঃ উন্নতিই হইতে থাকিবে। কি সুখ সেই পরম-মাতা আপনার ভক্তিশীল পুত্রের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া-ছেন, তাহা আমরা এখানে কল্পনা করিতেও সমর্থ হই না। "কে বা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে।"

এই সকল মহদ্ভাব আমরা কোন্ ধর্ম্মের প্রসাদাৎ লাভ করিয়াছি? ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদাৎ। আমরা কি এই মহৎ ধর্ম্মের উপযুক্ত? আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও মন নির্ব্বীর্য্য, সকল সাংসারিক মঙ্গলের নিদানভূত যে প্রজার স্বাধীনতা তাহা হইতে আমরা অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। এমন দুর্ভাগ্য দেশে ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কত করুণা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যেমন আমাদিগের প্রতি এই অনুপম করুণার চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই সেই

করুণা চিহ্নকে সার্থক করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে অহরহঃ সঞ্চরণ কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের মাধুর্য্য দিনে নিশীথে আস্বাদন কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ সকল কার্য্যেতে পরিণত কর। সাংসারিক সকল কার্য্যেই ঈশ্বরকে স্মরণ কর। সেই একমাত্র অনন্তস্বরূপের নাম লইয়া সাংসারিক সকল ক্রিয়া সম্পাদন কর। সাংসারিক ক্রিয়াতে পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে কত অকর্ত্তব্য তাহা বলিতে পারা যায় না। তাহাকে কি যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমী বলা যাইতে পারে যে সাংসারিক ক্রিয়াতে অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে না, পরিমিত দেবতার নিকট প্রণত হয়? বৈষ্ণব কি খৃষ্টীয়ানের মত ব্যবহার করে? না খৃষ্টীয়ান বৈষ্ণবের ন্যায় আচরণ করে? মুসলমান কি খৃষ্টীয়ানের ন্যায় অনুষ্ঠান করে? না খৃষ্টিয়ান মুসলমানের ন্যায় ব্যবহার করে? তবে ব্রাহ্ম অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় কেন আচরণ করিবেন? তাঁহার ঈশ্বরপ্রীতি কি ঐ সকল অপেক্ষা ন্যূন? কেহ কেহ বলেন, সময়ের প্রতি নির্ভর কর, কালের গতিতে ক্রমশঃ প্রচলিত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতে গেলে কখনই কার্য্য সাধন হইবে না। সময়ের প্রতি দৃষ্টি একবারে পরিত্যাগ করাও উচিত নহে আবার ওদিকে কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করাও কর্ত্তব্য নহে। শঙ্করাচার্য্য যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে সমর্থ হইতেন? নানক্ যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন তবে কি একেশ্বরবাদী শিখ্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন? রামমোহন

রায় যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে কি তিনি এই ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন কালে ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত করিতে সমর্থ হইতেন? কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিলে চলিবেক না। সময়ের কেশ ধরিয়া তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া দিতে হইবেক। আমরা প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা এই বিষয়ে আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ বোধ করি যে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু আমরা কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা আর এক বিষয়ে দুর্ভাগ্য নহি যে তাঁহারা আপনাদিগের হৃদগত বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করেন, আমরা সে রূপ করি না? কৈ এ বিষয়ে তো আমাদিগের যত্ন নাই। বর্ত্তমান কাল নিদ্রা যাইবার কাল নহে। অতি গুরুতর কাল উপস্থিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনের সময় অতি গুরুতর সময়। এখন আমরা যদি সাহস প্রকাশ করি, তবে ভবিষ্যদ্বংশ কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদিগকে ধন্যবাদ করিবে। যখন সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবে, তখন এ দেশ এক নূতন আকার ধারণ করিবে। তখন অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কার এদেশ হইতে তিরোহিত হইবে, হিন্দুসমাজ শ্রী সৌভাগ্যে বিভূষিত হইবে। ভারতবর্ষ সবে নিদ্রা হইতে অল্পে অল্পে জাগরিত হইতেছে; সুপ্তোত্থিত বীর পুরুষ যেমন নবোৎসাহের সহিত বীরত্ব সূচক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তেমনই ভারতবর্ষ ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। হে পরমাত্মন্! কবে সেই দিবস আগমন করিবে যখন আমাদের দেশের লোকেরা তোমার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা এদেশে উড্ডীন হইবে, বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম নাম চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইবে, ভারতভূমি জ্ঞান

ও সভ্যতাতে সমুজ্জ্বলিত হইয়া পবিত্র পুণ্য ভূমি হইবে এবং ব্রহ্মানন্দপ্রবাহ তাহাতে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে স্বর্গধামে পরিণত করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মেদিনীপুর অষ্টাদশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

২৬সে মাঘ ১৭৮৫ শক।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, যখনই ধর্ম্ম বিকৃতাবস্থা ধারণ করিয়াছিল তখনই তাহার পরিবর্ত্তন জন্য লোকের প্রবল ইচ্ছা জন্মিয়াছিল ও তজ্জন্য প্রভূত আন্দোলন উপস্থিত হইয়া লোকসমাজ তরঙ্গিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম বিকৃতাবস্থা ধারণ করিলে ধর্ম্মের জীবন ঈশ্বরপ্রীতি লোকের হৃদয়ে অবস্থিতি করে না, অলীক ক্রিয়া-কলাপরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি তাহাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ দৃষ্ট হয়, তাহারা কেবল সেই সকল বাহ্য অনুষ্ঠানই মুক্তির এক মাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞান করে। তাহাদিগের মনে সত্যের জ্যোতিঃ ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আইসে। এই অবস্থাতে লোকে ধর্ম্ম-যাজকদিগের একান্ত বশীভূত হয়। তাহারা মনে করে যে, সেই সকল ধর্ম্ম-যাজক ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যস্থ-স্বরূপ; তাহারা এমত বিশ্বাস করে যে সেই সকল ধর্ম্ম-যাজক ঈশ্বরকে যাহা বলিবে ঈশ্বর তাহা শুনিবেন। ধর্ম্ম-যাজকেরাও লোকের এতদ্রূপ ভ্রমকে আপনাদের অর্থ সাধনের উপায় করিতে ত্রুটি করে না। তাহারা অর্থ প্রত্যাশায় বাহ্যক্রিয়া-

কলাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে যত্ন করে; তাহারা বিলক্ষণ জানে যে, যতই ক্রিয়া-কলাপের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে ততই তাহাদিগেরই মুদ্রাধারের পূরণ কার্য্যের প্রতি সহকারিতা করিবে। তাহারা অর্থ সাধন জন্য লোককে পীড়ন করিতেও সঙ্কোচ করে না। তাহারা শিষ্যদিগের সন্তাপ হরণে না মনো-যোগী হইয়া কেবল বিত্ত হরণে মনোযোগী হয়। ধর্ম্মের এতদ্রূপ বিকৃতাবস্থাতে লোকে নরকযন্ত্রণা-দায়ক অগ্নিময় অকৃত্রিম অনুতাপরূপ প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তকে অবহেলন করিয়া কতকগুলি বাক্য উচ্চারণ, অথবা কল্পিত পবিত্র জল স্পর্শ, অথবা ধর্ম্মযাজকদিগকে দান, পাপ মোচনের উপায় বলিয়া অবধারণ করে ও তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। পাপ মোচনের এ প্রকার সহজ উপায় অবধারিত হইলে পাপপ্রবাহ দেশে কত দূর প্রবাহিত হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ঈশ্বরের একটি গূঢ় নিয়ম আছে যে, যখনই মন্দ অত্যন্ত অধিক হয়, তখনই তাহা নিবারণের উপায় আপনা আপনিই ঘটিয়া উঠে। ধর্ম্ম উল্লিখিত বিকৃতাবস্থা ধারণ করিলে তাহার পরিবর্ত্তন জন্য লোকের এক প্রবল ইচ্ছা জন্মে ও তজ্জন্য লোকসমাজে প্রভূত আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের অনুশাসনে এই অসাধারণ কালে তাহার উপযোগী ধর্ম্মোৎসাহ-বিশিষ্ট একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ কষ্টসহিষ্ণু ধর্ম্মাত্মা বীর পুরুষ সকলও অবনীমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহাদিগের মনের প্রকৃতি অন্য লোকের মনের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। অহর্নিশ অলৌকিক পদার্থ ও অলৌকিক অর্থ চিন্তা বশতঃ তাঁহাদিগের মনের স্বভাব আর এক প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। সকল পদার্থ

ও সকল ঘটনার উপর সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের একটি সাধারণ নিয়-ন্তৃত্ব আছে কেবল ইহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হয়েন না ; প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনা পর্য্যন্ত তাঁহার ইচ্ছা বশতঃ হইয়া থাকে, যাঁহার অসীম শক্তি সম্বন্ধে কিছুই বৃহৎ নহে, যাঁহার সর্ব্বদৃক্ চক্ষু সম্বন্ধে কিছুই ক্ষুদ্র নহে, এমত বিশ্বাস করা তাঁহদিগের স্বভাব সিদ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরকে জানা, ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ থাকা, ঈশ্বরকে উপভোগ করা তাঁহাদিগের জীব-নের একমাত্র কার্য্য। অন্য অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক উপা-সনার স্থানে যে সকল অসার অলীক ক্রিয়া কলাপ রূপ বাহ্য অনুষ্ঠান স্থাপন করে সে সকল অলীক ক্রিয়া তাঁহারা অত্যন্ত তুচ্ছ করেন। সাধারণ লোকে ঈশ্বরকে যেমন বিদ্যুতের ন্যায় এক এক বার দেখিতে পান, তাঁহারা সেরূপ এক এক বার দেখেন না, তাঁহার সর্ব্বদাই সেই জ্যোতির জ্যোতিকে স্পষ্টরূপে দেখেন ও সম্মুখস্থ বন্ধুর ন্যায় তাঁহার সহিত সহবাস ও আলাপ করেন। এই জন্য পার্থিব সম্মানের প্রতি তাঁহাদিগের তাচ্ছিল্য জন্মে। তাঁহার প্রসাদ ব্যতীত তাঁহারা প্রাধান্যের অন্য কোন হেতু স্বীকার করেন না। তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া তাঁহারা পার্থিব পদ ও গুণ সকল তুচ্ছ করেন। যদি তাঁহারা দার্শনিকদিগের ও কবিদিগের গ্রন্থ অবিজ্ঞাত থাকেন তাহাতে কি? সাধুদিগের প্রবচন তো তাঁহাদিগের বিলক্ষণ হৃদ্গম আছে। যদ্যপি ভর্ট্টদিগের গ্রন্থে তাঁহাদিগের নাম না থাকে তাহাতেই বা কি? ভক্তদিগের নামের মধ্যে তো তাঁহা-দিগের নাম আছে। যদ্যপি দাস দাসী দ্বারা তাঁহারা পরিবৃত না থাকেন তাহাতেই বা কি? শান্তি ও আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ

প্রভৃতি সুন্দর অনুচর দ্বারা তাঁহারা তো সর্ব্বদা পরিবৃত আছেন। তাঁহাদিগের নিকেতন মনুষ্য হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত নিকেতন নহে; তাঁহাদিগের নিকেতনের ক্ষয় নাই। বাগ্মী ধনাঢ্য অথবা কুলীনদিগের প্রতি তাঁহাদের তত শ্রদ্ধা নাই। তাঁহারা পার্থিব ধনে ধনী নহেন, তাঁহারা পরম ধনে ধনী। তাঁহারা অলঙ্কারপূর্ণ শব্দাড়ম্বরযুক্ত বাক্য বিন্যাসে পটু নহেন, সরল সত্যই তাঁহাদিগের বক্তৃতার এক মাত্র অলঙ্কার। তাঁহাদিগের কুলীনত্ব কোন মর্ত্ত্য লোকের রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত নহে, তাহা সেই রাজার রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত, যাঁহার সিংহাসন দ্যুলোকে ও ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যখন সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ তাঁহাদিগকে আপনার সমীপবর্ত্তী করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছেন, তখন তাঁহারা কি প্রধান ব্যক্তি নহেন? যদ্যপি স্বর্গ মর্ত্ত্য বিনষ্ট হয়, তথাপি যখন তাঁহারা বিদ্যমান থাকিবেন তখন তাঁহারা কি উচ্চপদান্বিত ব্যক্তি নহেন? তাঁহাদিগেরই শুভ সাধন জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক ভূত কালের ঘটনা সকল বিহিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগেরই জন্য রাজ্য সকল উদিত, উন্নত ও বিনষ্ট হইয়াছিল এবং ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই মঙ্গল জন্য ধর্ম্ম গ্রন্থের রচিয়তারা ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই মঙ্গল জন্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা অসাধারণ কষ্ট ও নিগ্রহ সহ্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই মঙ্গল জন্য সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের কষ্টজনিত স্বেদধারা বিনির্গত হইয়াছিল। তাঁহাদিগেরই মঙ্গল জন্য তাঁহাদের নিগ্রহ-নিঃসারিত শোণিত ভূতলে পতিত

হইয়াছিল। অতএব তাঁহারা আপনাদিগকেই কখনই দীন মনে করেন না। তাঁহারা অদীনাত্মা হইয়া সংসার মধ্যে বিচরণ করেন। যখন এবম্প্রকার ধার্ম্মিক পুরুষেরা ঈশ্বরের উপাসনা কার্য্য করেন, তখন তাঁহাদিগের অশ্রুপাত রোম-হর্ষণ প্রভৃতি ভক্তির অসাধারণ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়। তাঁহারা যদ্যপি মোহবশতঃ কোন একটি ক্ষুদ্র কুকর্ম্ম করেন তাহা হইলেও তাঁহাদিগের মানসিক যাতনার আর সীমা থাকে না। প্রবল বাত্যার সময় সমুদ্র কি আন্দোলিত হয়? তাঁহাদিগের মন তখন এমনি উদ্বেল হইয়া উঠে। তাঁহারা তখন বিষাদপঙ্কে পতিত হইয়া এই আর্ত্তনাদ করেন যে, "প্রিয়তম বন্ধু তাঁহার মুখ আমার নিকট হইতে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। যখন তাঁহার প্রসাদ আমি হারাইয়াছি তখন আমার কি রহিল? 'হারায়ে জীবন শরণে জীবনে কি কাজ আমার'।" তাঁহারা অনুতাপের সময় মনের এপ্রকার উদ্বেলতা প্রকাশ করেন কিন্তু সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন সময়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে স্থিরধী। ঐ কার্য্য সম্পাদন সময়ে এপ্রকার মনের স্থিরতা তাঁহাদিগের ধর্ম্মোৎসাহ হইতেই উৎপন্ন হয়। মনের এই ভাবটী সর্ব্বোপরি প্রবল হইয়া অন্যভাব সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তাঁহাদের রাগ, দ্বেষ, লোভ, ভয়, সকলই তাঁহাদের ধর্ম্মোৎসাহের অধীন। মৃত্যু তাঁহাদিগের নিকট ভয়ানক নহে, আমোদ তাঁহাদিগের নিকট মনোহর নহে। ধর্ম্মোৎসাহ তাঁহাদের হৃদয় হইতে অধম প্রবৃত্তি এবং পক্ষপাত দূরীকৃত করে এবং তাঁহাদের চিত্তকে বিপদ ও প্রলোভনের পরাক্রমের অতীত করে। তাঁহারা পৃথিবীতে লৌহদণ্ডের ন্যায় গমন করেন। মনুষ্যের সঙ্গে

তাঁহাদের সংস্রব আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা মানবীয় ক্ষীণ ভাবের উপর, সুখ দুঃখ শ্রান্তি ও কষ্টসম্বন্ধে তাঁহারা মৃতবৎ। তাঁহারা অস্ত্র দ্বারা শঙ্কিত হয়েন না, বিঘ্ন বিপত্তি দ্বারা প্রতিহত হয়েন না। তাঁহারা ক্ষতিকে লাভ বোধ করেন, লজ্জাকে গৌরব মনে করেন, এবং মৃত্যুকে জয় জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের চিত্ত মানবীয় ক্ষীণতা বিষয়ে প্রস্তরবৎ কঠোর কিন্তু এক বিষয়ে তাহা অত্যন্ত কোমল। মনুষ্যের পাপ জন্য তাহা কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয় তাহা বর্ণনা করা যাইতে পারে না। পাপী মনুষ্যের পরিত্রাণ জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই কাতর চিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। কোন ব্যক্তি যেমন তাহার ভ্রাতার দুরবস্থার নিমিত্ত ক্রন্দন করে তেমনি পতিত মনুষ্যের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই ক্রন্দন করেন। মনুষ্যের পাপ জন্য বিলাপোক্তি তাঁহাদিগের বক্তৃতাতে সর্ব্বদাই উপলক্ষিত হয়। তাঁহারা কুসময়ে কুলোকপূর্ণ সমাজেই জন্ম গ্রহণ করেন। লোকসমাজের যে সকল দোষ ও ভ্রম সাধারণ লোক দ্বারা অনুভূত হয় না সে সকল দোষ ও ভ্রম তাঁহারা স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি দ্বারা অনুভব করেন। তাঁহাদের ভাগ্যে কেবল অপবাদ, নিন্দা ও নিগ্রহই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা নিগ্রহ প্রাপ্তিকালে নিগ্রহদাতাদিগকে মনের সহিত আশার্ব্বাদ করিয়া আপনাদিগের স্বভাবের অসাধারণ ঔদার্য্য প্রকাশ করেন। এতদ্রূপ মহাত্মাদিগের ধর্ম্মোপদেশের এত বল যে তাহা বর্ণন করা যায় না। স্বর্গীয় অগ্নি দ্বারা তাঁহাদের জিহ্বা অগ্নিময় হয়, তাঁহাদের মুখশ্রী বিদ্যুতের ন্যায় আভা ধারণ করে, বজ্রসম বলের সহিত তাঁহাদের মুখ হইতে সত্য

বিনিঃসৃত হয়। স্বয়ং বাগ্মীতা আসিয়া তাঁহাদের ওষ্ঠোপরি আবির্ভূত হন। ধর্ম্ম বিষয়ে বলিবার সময় তাঁহারা কোন ভয় দ্বারা সঙ্কুচিত হন না। তাঁহারা সকল সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন; তাঁহারা যদি অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে কে যেন তাঁহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করে। তাঁহারা সেই কার্য্য সম্পাদন জন্য বিশ্রাম-আগারের আরাম ও প্রিয়-বন্ধুদিগের মনোরম সংসর্গ পরিত্যাগ করেন। ধর্ম্মপ্রচার-প্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে নির্জনতাপ্রিয় ও নিজের প্রতি নিষ্ঠুর করে। সেই প্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে নিদ্রা হইতে বঞ্চিত করে ও পরিশ্রম বিষয়ে শ্রান্তিশূন্য করে। তাঁহারা যদি স্বভাবতঃ ভীরু ও কোমল প্রকৃতি হয়েন তথাপি তাঁহারা যেন দৈব বল দ্বারা অসাধারণ সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। বিপদ সাগর আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করে কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। তিনি কখন তাঁহাদিগের আত্মাকে অবনত ও ম্রিয়মাণ হইতে দেন না। তাঁহাদিগের কারাগারের প্রাচীরের উপর তিনি স্বর্গীয় সুখের ছবি চিত্রিত করেন। তাঁহাদিগের হৃদয়কুটীরে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ সর্ব্বদাই দীপ্তি পায়, কখনই নির্ব্বাণ হয় না। যাঁহারা ঈশ্বরের অনুচর, তাঁহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই।

বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, পূর্ব্ববর্ণিত ধর্ম্মের বিকৃতাবস্থার লক্ষণ সকল আমাদিগের জন্মভূমি ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইতেছে এবং ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন জন্য লোকের একটী প্রবল ইচ্ছাও জন্মিয়াছে এবং এই অসাধারণ কালানুযায়ী

কষ্টসহিষ্ণু লোক সকলও আমাদিগের মধ্যে উদিত হইতেছেন।

যেমন বন্যার পূর্ব্বে নদীর উপর ফেনা দৃষ্ট হয় ও বন্যার শঙ্কার উদ্রেক করে, তেমনি ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের বন্যার পূর্ব্ব চিহ্ন স্বরূপ কোন কোন মহাত্মা ব্যক্তি দ্বারা পৌত্তলিকতা পরিত্যক্ত হইয়াছে ও পরিবর্ত্তনপ্রতিপক্ষদিগের শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। যেমন বন্যার গর্জন শ্রবণ করিলে পুষ্করিণীর মৎস্য সকল সেই বন্যার জলে মিশিবার জন্য অস্থির হয়, তেমনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রচলিত হইতে থাকিবে ও ধর্ম্মপরিবর্ত্তন জনিত আন্দোলন মহাপ্রবল রূপ ধারণ করিবে, তখন পৌত্তলিকতা রূপ পঙ্কিল তড়াগে বদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী লোকেরা সেই পরিবর্ত্তনে যোগ দিবার জন্য অস্থির হইবে। যেমন বণ্যা দ্বারা আপাততঃ নানাপ্রকার হানী হয়, কিন্তু পরে যেখানে বন্যার জল তরঙ্গিত হয় সেখানে ভূমিউর্ব্বরা হইয়া শস্য পূর্ণ উদ্যান হাস্য করিতে থাকে ও শান্তি ও সচ্ছন্দতা বিরাজ করে, তেমনি ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন দ্বারা আপাততঃ অনেক লোকের কষ্ট হইবে কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা সচ্ছন্দতা লাভ করিবে। অনেকে এই রূপ বলেন যে এক্ষণে কেবল ধর্ম্ম শিক্ষা দেও; অধিকাংশ লোকে যখন নির্ম্মল ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিবে এবং কুসংস্কার হইতে বিমুক্ত হইবে, তখন দল করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিলে তাহা সহজে প্রচলিত হইবে আর কোন কষ্ট পাইতে হইবেনা। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, যে সরল চিত্ত সহৃদয় ব্যক্তি নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি সেই জ্ঞানানুসারে কার্য্য না

করিয়া কত ক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারেন ? তিনি সেই সর্ব্বদৃক্ পুরুষের দৃষ্টিতে কত ক্ষণ কপট হইয়া থাকিতে পারেন ? তিনি পুত্তলিকার উপাসনা দ্বারা আপনার প্রিয়তম ঈশ্বরকে কত ক্ষণ অবমাননা করিতে পারেন ? ইহা যথার্থ বটে যে, লোক-সমাজ-চ্যুত না হইলে তাহার অনেক উপকার করা যায়, কিন্তু স্বদেশ ও ঈশ্বর এই দুয়ের অনুরোধের মধ্যে কাহার অনুরোধ রাখা কর্ত্তব্য ? ঈশ্বরের অনুরোধ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু ঈশ্বরের এমনি নিয়ম যে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলেই দেশের উপকার আপনি আপনি হইয়া উঠে। দল করিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করায় বিষয়ে পুরাবৃত্ত সাক্ষ্য প্রদান করে না। সকল স্থানেই এক এক জন করিয়া নূতন ধর্ম্ম ও তাহার অনুষ্ঠান অবলম্বনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের লইয়া পরে দল হইয়াছিল। যত বিলম্বে অনুষ্ঠান আরম্ভ হউক না কেন, প্রথমে প্রতিপক্ষতাচরণ পাইতেই হইবে। অতএব প্রতীত হইতেছে যে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সুখসেব্য উপায় নাই। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন সাধন করিবার জন্য ঈশ্বর সহজ সুগম রাজপথ বিধান করেন নাই। যেমন গর্ভ-যাতনা ব্যতীত বালক সুন্দর দিবালোকময় পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে না, যেমন মৃত্যু যাতনা ব্যতীত মনুষ্য পারলৌকিক সুখের অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তেমনি কষ্ট ও বিঘ্ন বিপত্তি ব্যতীত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন কার্য্যের সাধন হইতে পারে না। সকল দেশেই এই রূপে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ কিছু নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত নহে। অন্যান্য দেশে ধর্ম্ম সংস্কার কার্য্য যে রূপে সম্পাদিত হই-

য়াছে ভারতবর্ষেও তাহা সেই রূপেই সম্পাদিত হইয়াছে ও হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বসন্তকূজন।

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা।

ফাল্গুন ১৭৮১ শক।

অদ্য আমরা এই সুরম্য কালে, এই সুরম্য স্থানে, ঈশ্বরোপাসনার্থে সমাগত হইয়া কি অনুপম আনন্দ লাভ করিতেছি! কি মনোহর কাল উপস্থিত হইয়াছে! এই ক্ষুদ্র গিরিস্থিত বৃক্ষ সকল নব পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুসৌরভ বিস্তার করিতেছে, বিহঙ্গগণ বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া সঙ্গীতসুধা বর্ষণ করিতেছে, বসন্ত সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া হৃদয় মধ্যে অনেক কাল অননুভূত আশ্চর্য্য আহ্লাদ-রসের সঞ্চার করিতেছে। বসন্ত ঋতু-কুলের অধিপতি; এই ঋতু-কুলের অধিপতির আধিপত্য কালে মনের অধিপতিকে মনোমন্দিরে প্রীতিরূপ পবিত্র পুষ্প দ্বারা উপাসনা করিতেছি, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? বসন্ত সকল ঋতুর প্রধান, বসন্ত অতি সুখের সময়, অতএব আপনারা সকলে একবার মনের সহিত বসন্তের প্রেরয়িতাকে ধন্যবাদ করুন। আমরা এই সামান্য সুরম্য স্থানে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া এই রূপ আনন্দ লাভ করিতেছি, কিন্তু যাঁহারা সমুদ্রে অথবা

মহোচ্চ পর্ব্বত-শিখরে, ইহা অপেক্ষা সুরম্য স্থানে, ঈশ্বরারাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা কি ভাগ্যবান্! কিন্তু আমি কি বলিতেছি! ঈশ্বর কি কেবল সুরম্য স্থানেই বর্ত্তমান আছেন,—অন্য স্থানে কি তিনি বর্ত্তমান নাই? কেবল বসন্ত ঋতুই কি তাঁহার মঙ্গলময় ভাব প্রচার করিতেছে, অন্য ঋতু কি সে ভাব সমান পরিমাণে প্রচার করে না? যে মহাত্মা ব্যক্তির হৃদয়ে সকল স্থানে সকল কালে এই সুরম্য স্থানের সন্নিহিত স্রোতস্বতীর সুনির্ম্মল সুস্নিগ্ধ প্রবাহের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়, তিনিই ধন্য। অনেকে এই স্থানে আসিয়া অলীক আমোদে দিবস যাপন করেন, কিন্তু অদ্য এই স্থানের যথার্থ ব্যবহার হইতেছে। মনোহর পুষ্পোদ্যানে দণ্ডায়মান হইয়া যদ্যপি তাঁহাকে স্মরণ না হইল, সুধাময় চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া যদ্যপি তাঁহাকে মনে না পড়িল, বসন্ত সময়ে যদ্যপি তাঁহার সৌরভ অনুভূত না হইল, তবে ঐ সকল বস্তু আমাদিগের পক্ষে বৃথা হইল। যাহারা ঐ সকল বস্তুকে কেবল ইন্দ্রিয়সুখদায়ক বলিয়া জানে, তাহারা কি দুর্ভাগ্য! তাহারা তাহাদের প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। পুষ্পভোজী কীট পুষ্পের প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য্য কি অনুভব করিবে? মনুষ্যই তাহার প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে। বসন্ত-কালে পৃথিবী রসপূর্ণা হইয়াছে, কিন্তু কবে আমাদিগের হৃদয় সেই রস-স্বরূপের প্রীতিরসে পূর্ণ হইবে? বৃক্ষগণ মুকলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুসৌরভ বিস্তার করিতেছে, কিন্তু আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য কবে স্বীয় মঙ্গলময় ভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিবে? বিন্দু বিন্দু মকরন্দ বৃক্ষ-মুকুল হইতে প্রচ্যুত হইয়া

আমাদিগের মস্তকোপরি পতিত হইতেছে, কিন্তু কবে তাঁহার পবিত্র সাক্ষাৎকারের অনুপম মকরন্দ আমাদিগের মনের উপর পতিত হইবে। কত কালে পুষ্পোদ্যানে পুষ্প-বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিবে বলিয়া আমরা পূর্ব্ব হইতে কত যত্ন পাই, কিন্তু ঈশ্বরপ্রীতির অঙ্কুর, যাহা ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষের রূপ ধারণ করিলে নিত্য কাল আমাদিগকে তৃপ্ত রাখিবে, তাহার উন্নতি সাধনে কি তত যত্ন করিয়া থাকি? ব্রহ্মপ্রীতির বর্ত্তমান ক্ষুদ্র আকার দেখিয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা কদাচ নিরাশ হয়েন না। নদীর প্রস্রবণ এমনি সঙ্কীর্ণ যে শিশু তাহা উত্তরণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সেই প্রস্রবণই ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া তীরস্থ প্রদেশ সকলকে ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্ করিয়া মহাকল্লোলসমন্বিত বেগে সমুদ্র সমাগম লাভ করে। সেই রূপ ব্রহ্মপ্রীতি প্রথমতঃ সঙ্কীর্ণ হইলেও ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া মর্ত্ত্য লোকের উপকার সাধন করত সান্দ্রানন্দ সুধার্ণবের সহিত সম্মিলিত হয়। কিন্তু ইহা যত্নসাপেক্ষ। যত্ন না করিলে তাহা কখনই হইতে পারে না। এই কঙ্করময় ভূমিতে এই অযত্নসম্ভূত বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া ফল ফুলে সুশোভিত হয়, আর প্রযত্ন সহকারে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক নানা সুকোমল ভাবের বীজ বিশিষ্ট মনুষ্যের মনোরূপ উর্ব্বরা ভূমি হইতে ঈশ্বরপ্রীতিরূপ পুষ্পলতিকার উৎপত্তি ও উন্নতি সাধনে কেন নিরাশ হইব? অতএব আমাদিগের সকলের উচিত যে ঐহিক সুখলাভের ও অ[illegible]য়ী সংসার পার সেই অভয়পদ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য

সাধনে সম্যক্ যত্নবান্ হই এবং যত্নবান্ হইতে অন্যকে সর্বদা উপদেশ প্রদান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

অদ্যকার উৎসব দিবসে মনোমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে প্রফুল্লতার হিল্লোলকে একবার স্বাধীন-রূপে সঞ্চরণ করিতে দেও। সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে গেলে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না—একবার সাংসারিক ভাবনা দূর করিয়া প্রফুল্ল হও। দিবস তোমাদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, ঋতু তোমাদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, স্থান তোমাদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, প্রকৃতি চতুর্দ্দিকে মনোহর বেশ ধারণ করিয়া প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে। যদি প্রফুল্ল না হও, তবে দিবসের প্রতি, ঋতুর প্রতি, স্থানের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি অশিষ্টাচার হইবে। প্রফুল্ল হইতে তোমাদিগকে এতই বা অনুরোধ করিতেছি কেন? বসন্তসমীরণের এমনি গুণ, নবপল্লবিত ও মুকুলিত বন ও উপবনের এমনি শক্তি, বিহঙ্গ-কূজিত সুশব্দের এমনি ক্ষমতা,ঈশ্বর স্মরণের এমনি চমৎকার প্রভাব, যে তোমারা প্রফুল্ল না হইয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে কত সহজেই আনন্দিত করেন। একটু স্থানের পরিবর্ত্তনে, একটু কালের পরির্ত্তনে, তিনি আমাদিগকে কত আনন্দই প্রদান করেন। নিকট-স্থিত নগর হইতে আমরা এখানে আসিয়া কত আনন্দই উপভোগ করিতেছি। প্রতি বৎসর শীত না যাইতে যাইতে বসন্ত-সমীরণ হঠাৎ প্রবাহিত হইয়া জীব-শরীর এতদ্রূপ প্রফুল্ল করে যে পুত্রশোকে অভিভূত ব্যক্তিও পুলকিত না হইয়া

কখনই থাকিতে পারে না। যিনি আমাদিগকে এতদ্রূপ অনায়াসে সুখী করিতে পারেন, তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর কর। মৃত্যুর পরে যে কত সহজে কত প্রকার আনন্দ তিনি প্রদান করিবেন, তাহা এক্ষণে কে বলিতে পারে? "কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।" যে সুখ-ভাণ্ডার ঈশ্বর আপনার ভক্তের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা চক্ষু দর্শন করে নাই, কর্ণও শ্রবণ করে নাই, মনুষ্যের মন কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় নাই। সে সুখ-ভাণ্ডার উপভোগ করিবার জন্য কেবল ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন আবশ্যক হয়। এমন সহজ ও সুন্দর উপায় থাকিতে আমরা যদি সে সুখ-ভাণ্ডার অধিকার করিবার উপযুক্ত না হই, তবে আমরা কি হতভাগ্য! অহোরাত্র ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য অবলোকন কর, অহোরাত্র সেই মঙ্গলময়ের "আনন্দ-জনন সুন্দর আনন" দর্শন কর, অহোরাত্র তাঁহার অমৃত সহবাসের মাধুর্য্য আস্বাদন কর, অহোরাত্র আপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর; তাহা হইলে এক দিন কি? প্রতি দিনই বসন্তের উৎসব তোমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিবে। ধর্ম্মবীর্য্যে সর্ব্বদা বীর্য্যবান থাক, ধর্ম্মোৎসাহে সর্ব্বদা উৎসাহান্বিত থাক, "দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও," সাংসারিক শোচনায় অভিভূত হইয়া আপনাকে দীন-ভাবাপন্ন ও মলিন করিও না। নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ থাকিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আনন্দ বিতরণ উদ্দেশেই জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি

সদানন্দ-চিত্ত থাকেন, তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পাদন করেন ও স্বয়ং কৃতার্থ হয়েন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সেই মঙ্গলস্বরূপ পুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তাঁহার নিত্য শান্তি হয়। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮৩ শক।

আমরা প্রতিবৎসর বসন্তকালে এই সুরম্য স্থানে ব্রহ্মো-পাসনা করিয়া কি পর্য্যন্ত না প্রীত হই! বসন্ত অতি মনোহর কাল। বসন্ত কালে ঈশ্বরের প্রেমময় ভাব চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করে; বসন্ত কালে ঈশ্বরের প্রেমমুখ আমরা বাহ্য জগতে আরো স্পষ্ট দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি বসন্ত কালে কোকিল-রব শ্রবণ করিয়াছে সে কখনই এমত বিশ্বাস করিতে পারে না যে আমাদিগের ঈশ্বর কোন নিষ্ঠুর দৈত্য। চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু হৃদয়ে অপূর্ব্ব রমণীয় ভাব সকলের উদ্রেক করিতেছে। নবজীবনপ্রাপ্ত পৃথিবী নবজীবনপ্রাপ্ত আত্মার কথা স্মরণ করিয়া দিতেছে, নব পল্লব ও কুসুম সকল সদ্যোজাগ্রৎ আত্মাতে নবোদিত ধর্ম্মভাবসকলের ন্যায় প্রতীয়মান হই-তেছে, বসন্তসমীরণ আত্মার নবজীবনোৎপন্ন আনন্দ-পবনের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। আমরা এমন সুন্দর ঋতুতে ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া সেই পরম পাতার উপাসনা করি-তেছি ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? তিনিই আমাদিগের মনে সেই ভ্রাতৃভাব প্রেরণ করিতেছেন। তিনিই বন্ধুতার স্রষ্টা, প্রীতি-রসের জনয়িতা ও আনন্দের প্রস্রবণ। তিনি আমাদিগের পরম সুহৃৎ, তিনি আমাদি গের চিরজীবন সখা। সে অমুল্য নিধি যিনি প্রাপ্ত হইয়া-ছেন তিনি সংসারের অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করেন না; তিনি তাঁহার প্রীতিসুধা পানে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন। পূর্ব্ব-

কালীন ঋষিরা নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর সুধার্ণবে অবগাহন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। এস আমরা সকলে সেই সুধা-র্ণবে গাত্র ঢালিয়া দিই—অদ্যকার উৎসব দিবস সার্থক করি। এই ধর্ম্মোৎসব যেন নিরন্তর আমাদিগের মনে বিরাজ করে; ঈশ্বরানুগ্রহে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ যে পরম পবিত্র মহৎ ধর্ম্ম এই ভাগ্যবান্ বঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার প্রসাদাৎ সকল দিবসই আমাদিগের উৎসবের দিবস। আমাদিগের উৎসবের এখন কি হইয়াছে? আমরা যত উৎকৃষ্ট লোক হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে উত্থিত হইব, ততই আমাদিগের উৎসব বর্দ্ধিত হইবে। সে উৎসবের গম্ভীরতা ও মাধুর্য্যের সহিত তুলনা করিলে সাগরের গম্ভীরতা ও সঙ্গীতের মাধুর্য্য কোথায়? সেই সুখচ্ছবি যদি আমাদিগের মনশ্চক্ষুদ সম্মুখে এখ-নই প্রতিভাত হয়, তবে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ নদী হইতে নূতন সমুদ্রে সমাগত নাবিকের ন্যায় আমাদিগের আশ্চর্য্য ভাব সমুদ্ভূত হইবে। যাহাতে আমরা সেই পরম প্রার্থনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহার উপায় আমাদিগের অবলম্বন করা উচিত। যেমন অদ্য আমরা এই গোপগিরির নিকটস্থিত সুনির্ম্মল স্রোতঃ-স্বতীতে অবগাহন করিয়া আমাদিগের গাত্র শুদ্ধ করিয়াছি, তেমনি মনের শুদ্ধতা সম্পাদনার্থে আমরা যেন যত্নবান্ হই, তাহা হইলেই আমরা সেই অমৃতধামের উপযুক্ত হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮৫ শক

আমরা যে বসন্তের উৎসবের দিবস অনেক দিন অবধি প্রতীক্ষা করিতেছিলাম অদ্য সেই দিবস উপস্থিত। অদ্য সেই সর্ব্ব-স্রষ্টাকে স্মরণ কর যাঁহার মধুর মঙ্গল মূর্ত্তি অবলোকন করিলে কোন ভয়, কোন উদ্বেগ থাকে না। অপূর্ব্ব মলয়সমীরণ তাঁহারই মঙ্গল বার্ত্তা সর্ব্বত্র বহন করিতেছে; তাঁহারই করুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া নব পল্লব ও মুকুলের রূপ ধারণ করিয়াছে। তিনি যেমন বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন তেমনি আত্মা সম্বন্ধেও বসন্ত প্রেরণ করেন। তিনি যেমন বসন্ত কালে বাহ্য জগৎকে নব জীবন প্রদান করেন তেমনি মৃত আত্মাতে ধর্ম্ম প্রবেশ করাইয়া তাহাকে নব জীবন প্রদান করেন। পাপই মৃত্যুর প্রতিকৃতি; ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন। যে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করে সে নবজীবন প্রাপ্ত হয়। বসন্তপুষ্পের ন্যায় ঈশ্বরের প্রীতিরূপ পুষ্প তাঁহার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করে; বসন্তসমীরণের হিল্লোলের ন্যায় ব্রহ্মানন্দের হিল্লোল তাঁহার আত্মাতে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করে। যেমন শীতপ্রধান দেশে তুষারঘনীভূত স্রোতঃস্বতী সকল বসন্ত সমাগমে দ্রবীভূত হইয়া মনুষ্যের মঙ্গল জন্য প্রবাহিত হয় তেমনি স্বার্থপরতারূপ তুষারে জড়ীভূত মনোবৃত্তি সকল ধর্ম্মের আবির্ভাবে ঔদার্য্য ভাব অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের হিত সাধনে ব্যস্ত হয়। বসন্ত কালে কেবল জীবিত

থাকাই যেমন সুখের প্রতি কারণ হয়, বসন্ত কালে যেমন প্রতি নিঃশ্বাসে আমরা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনায়াসে প্রাপ্ত হই, তেমনি ধর্ম্মরূপ জীবন-প্রাপ্ত মনুষ্য অযত্নসম্ভূত সহজ আনন্দ নিরন্তর উপভোগ করেন। তিনি এখানে যে জীবন ও আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, সেই জীবন ও আনন্দই পরকালে প্রাপ্ত হয়েন; কেবল তাহা তথায় উন্নত ভাব অবলম্বন করে, এইমাত্র প্রভেদ। কেবল তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া য়ায়; তাঁহার জীবন ও আনন্দ উন্নত নূতন অবস্থায় স্ফুরিত হয়। যিনি বাহ্য জগৎসম্বন্ধে আত্মাসম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন, অদ্য সেই মধুময় পুরুষকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত উপাসনা করিয়া জন্ম সার্থক কর। অদ্য সাংসারিক শোক দুঃখ বিস্মরণ পূর্ব্বক সেই সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তাকে সম্মুখস্থ করিয়া উৎসবের আনন্দে নিমগ্ন হও। যেমন মর্ত্ত্য লোকের পিতা কখন এমত ইচ্ছা করেন না যে বালক সাংসারিক চিন্তায় অভিভূত হইয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণবদন হইয়া থাকে, তেমনি আমাদিগের পরম পিতার কখন ইচ্ছা নয় যে, কেবল সাংসারিক উদ্বেগে উদ্বিগ্ন থাকিয়া আমরা কাল যাপন করি। বালক যেমন সম্পূর্ণ রূপে পিতার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তেমনি আইস আমাদিগের ভাবী সুখ দুঃখ সেই পরম পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হই। যে ব্যক্তি বালকের ন্যায় নির্ভর-ভাবাপন্ন, সরল, নির্দ্দোষ ও সদানন্দ না হইতে পারেন, তিনি ঈশ্বর হইতে অনেক দূর। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মনুষ্য, যিনি প্রৌঢ়াবস্থার অভিজ্ঞতার সহিত বালকের ঔদার্য্য ও সারল্য সংযোগ করেন। বসন্তকাল বাল্যকালের প্রতিরূপ; এক্ষণে বিষণ্ণ থাকা কখনই

উচিত হয় না। অদ্য সকলে সাংসারিক চিন্তা দূর করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হও। অদ্য ব্রহ্ম-প্রীতিরূপ সুগন্ধ মাল্য ও আনন্দ রূপ বসন্তীয় পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক বসন্তের উৎসবের কার্য্য মনের সহিত সমাধা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮৬ শক।

অদ্য আমাদিগের বসন্তীয় উৎসবের দিবস উপস্থিত। অদ্য আমাদিগকে তিন প্রকার সৌন্দর্য্য এই স্থানে আকর্ষণ করিয়াছে; বসন্তের সৌন্দর্য্য, সখ্যভাবের সৌন্দর্য্য এবং ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য। বসন্ত কালে জগতে নবজীবন ও নবরসের আবির্ভাব হয়; বন ও উপবন সকল নব পল্লব ও মুকুলকুলে পরিশোভিত হইয়া চিত্ত হরণ করে; পক্ষিগণ নূতন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তি পূর্ব্বক অবরুদ্ধ কণ্ঠ সকল পরিমুক্ত করিয়া সঙ্গীতসুধা বর্ষণ করে; অপূর্ব্ব মলয়সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে আশ্চর্য্য সুখের সঞ্চার করে। কিন্তু বসন্তের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সখ্য ভাবের সৌন্দর্য্য কি শ্রেষ্ঠ! যখন হৃদয় হৃদয়কে আকর্ষণ করে, যখন এক সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ মন অন্য সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ মনের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়, সে ভাবের সৌন্দর্য্যের নিকট বসন্তের সৌন্দর্য্য কোথায়? কিন্তু যিনি বসন্তের সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি-কর্ত্তা ও সখ্যভাবের সৌন্দর্য্যের জনয়িতা, তাঁহার সৌন্দর্য্যের কি সীমা আছে? তিনি সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ; তাঁহা হইতে সকল জ্যোতি, সকল শোভা ও সকল সৌন্দর্য্য বিনিঃসৃত হইতেছে। তিনি গুণের আকর, তিনি সৌন্দর্য্যের সাগর। ঈশ্বরের অনুপম গুণই তাঁহার সৌন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্যের সহিত চর্ম্মের সম্পর্ক নাই, সে সৌন্দর্য্যের সহিত মলার সম্বন্ধ নাই। সে সৌন্দর্য্য যে ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেছে,

তাহার আর চক্ষু ফিরাইবার সাধ্য হইতেছে না। ব্যাকুলতা-শান্তিকর ভিষক্ আছেন, কিন্তু আমাদিগের ব্যাকুলতা কোথায়? প্রেমী কে হইল যে প্রেমাস্পদ তাহার প্রতি প্রীতি-দৃষ্টি না করিলেন? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয় ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তিনি তাহার সমীপে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। ঈশ্বর যে ব্যক্তিকে স্বীয় সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপাসক দেখেন, তিনি তাঁহার মন-শ্চক্ষুর সম্মুখে আপনার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ অধিকতর প্রকাশিত করিতে থাকেন। এ অবস্থাতে সাধকগণ "উৎসবাৎ উৎসবং যান্তি সর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখম্" উৎসব হইতে উৎসবে, স্বর্গ হইতে স্বর্গে, সুখ হইতে সুখে উপনীত হয়েন। এই রূপে তাঁহার পবিত্র যৌবন বিগত হইয়া যখন তাঁহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়, তখন কি তাঁহার আনন্দের হ্রাস হয়? কখনই নয়। বরং তাহা অস্তকালীন সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় আরো গাঢ় ও পরিপক্ক হয়। বাহে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন, অন্তরে চির-যৌবন ও চির-বসন্ত, এই বাহ্য বসন্ত সেই আধ্যাত্মিক বসন্তকে উদ্দীপন করিয়া দিতেছে। যিনি বসন্তের সৌন্দর্য্যে, সখ্যভাবের সৌন্দর্য্যে ও স্বীয় সৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছেন, এস অদ্য আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার গুণ গান করত আমাদের জীবনকে সুন্দর করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

ফাল্গুন ১৭৮৭ শক।

বসন্ত ঋতু উপস্থিত, প্রাতঃসূর্য্য সমুদিত, গোপগিরি প্রফুল্লিত। আমরা এই শুভক্ষণে এককালে নূতন ঋতু, নূতন দিবস, নূতন শরীর ও মনের নূতন বীর্য্য, লাভ করিয়াছি। সকলই অভিনব ; এখন আমাদের ভক্তি-পুষ্প অভিনব রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই মঙ্গলময়ের চরণে কি অর্পিত হইবে না ? বন, উপবন, গিরি, কানন, স্রোতস্বতী, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে ; পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইয়া তাঁহার গুণ গান করিতেছে; মলয়সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার যশ প্রচার করিতেছে ; স্বয়ং বসন্ত গন্ধ-পুষ্প হস্তে লইয়া তাঁহার পূজার জন্য অগ্রসর হইয়াছে ; আমরাই কি কেবল তাঁহার উপাসনা হইতে বিরত থাকিব ? তিনিই এই নব ঋতু, নব পত্র, নব নব কলিকা প্রেরণ করিতেছেন। যিনি ব্যাধিকে আরোগ্যে, বিপদ্‌কে সম্পদে, পরাজয়কে জয়ে পরিণত করেন ; তিনিই বসন্তের প্রকাশ করেন। যিনি শীতকে বসন্তে, ব্যাধি আরোগ্যে, বিপদ সম্পদে, পরাজয় জয়ে পরিণত করেন ; তিনি কি মৃত্যুকে অমৃতেতে পরিণত করিতে পারেন না ? সেই পারলৌকিক জীবন বসন্তের ন্যায় আমাদিগের সম্বন্ধে স্ফুরিত হইবে ; বাহ্য সূর্য্য আমাদিগের সম্মুখে এক্ষণে যেরূপ দীপ্তি পাইতেছে, তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে প্রেম-সূর্য্য পরলোকে আমাদের সম্মুখে দীপ্তি পাইবেক। যে মঙ্গলময় পিতা আমাদিগকে ইহকালে ধর্ম্মাচরণের সুখের পর আবার পরলোকে এরূপ আনন্দ

প্রদান করিবেন, তাঁহার উপাসনাতে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাক। তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর; তাহা হইলে বসন্তের কুসুম অপেক্ষা তোমাদের হৃদয় মধুময় হইবে, বসন্তের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সৌন্দর্য্য তোমাদের মুখ-শ্রীতে প্রকাশিত হইবে, মলয়সমীরণ অপেক্ষা প্রফুল্লকর আত্ম-প্রসাদের হিল্লোল তোমাদের অন্তরে নিত্য সঞ্চরণ করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে ব্রহ্মোপাসনা*।

১১ ফাল্গুন ১৭৮৯ শক।

কি নিভৃত স্থান! কি শান্তিভাবে পরিপূর্ণ! মনোমধ্যে কি প্রগাঢ় শান্তি-রসের আবির্ভাব হইতেছে! এই মহা প্রাচীন তপোবনে প্রবেশকালে আমাদিগের স্বর স্বভাবতঃ মৃদু হইয়া

* মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন ব্রহ্মাবর্ত্তে স্থিত। ব্রহ্মাবর্ত্ত অর্থাৎ বিঠুর গ্রাম, কানপুরের অতি সন্নিকট। এইরূপ প্রবাদ আছে যে তথায় মহর্ষি বাল্মীকি বাস করিতেন। অদ্যাপি লোকে এক বিশেষ বন তাঁহার তপোবন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। উহার অনতীদূরে সীতা-পরিহার নামে এক স্থান আছে, লোকে বলে যে ঐ স্থানে সীতাকে লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া যান। ঐ স্থানে পরিহারমন্দির নামক একটী অপূর্ব্ব মন্দির আছে। কত রাজপরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু এই তপোবন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, কোন অত্যাচারী মুসলমান রাজা অথবা ভুস্বামী তাহা স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। উপাসনা কার্য্য দুই প্রহরের সময় তপোবনের অভ্যন্তরে পিলু বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় সম্পাদিত হইয়াছিল; এই পিলু বৃক্ষ আর্য্যাবর্ত্তের অপর দুই এক তীর্থস্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। তপোবনের বৃক্ষসকল দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে কালক্রমে তাহাদের শাখা সকল কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই বক্তৃতার অন্তর্গত কতিপয় শব্দ ও বাক্য বাল্মীকির রামায়ণ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। সেই দিবস অপরাহ্ণে নদীতীরে বাল্মীকির অক্ষয় কীর্ত্তির বিষয় বলা হয়। সেই বক্তৃতা হইতে "ভাবী ব্রাহ্ম কবি বর্ণন" এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আসিল। বোধ হইতেছে যেন, তপঃস্বাধ্যায়নিরত মহর্ষি বাল্মীকির আত্মা অদ্যাপি এখানে সঞ্চরণ করিতেছে। যখন আমরা মনে করি যে তিনি এই তপোবনে রামায়ণের প্রারম্ভে পরিকীর্ত্তিত যে অজ নির্গুণ গুণাত্মক লোকধারী পুরুষের উপাসনা করিতেন, আমরা অদ্য এখানে প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর পরে সেই নিরতিশয় মহান্ পুরুষের উপাসনা করিতেছি। যখন আমরা মনে করি যে তিনি যে ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা এখনও উপাসনা করিতেছি। যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে উপনিষদের শ্লোক সকল তিনি পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দরস পান করিতেন, সেই সকল উপনিষদের শ্লোক আমরা পাঠ করিয়া অদ্য সেই ব্রহ্মানন্দ-রস পান করিতেছি, তখন আমাদিগের মনে কি বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হয়! ইহাতে বোধ হইতেছে যে যাবৎ গিরি ও স্রোতস্বতী সকল মহীতলে স্থিতি করিবে, তাবৎ ব্রহ্ম নাম, তাবৎ প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম এই ভারতমণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে। যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে সকল গভীর মহোচ্চ সত্য-ভাব-প্রতিপাদক শব্দ আমাদিগের প্রাচীন ঋষিরা হিমবৎ গুহাদি হইতে নিঃসারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই সকল শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা এখনও ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি, তখন স্বদেশ-প্রেমাগ্নি আমাদিগের হৃদয়-মধ্যে কিরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। হে ব্রাহ্মগণ! ইহা তোমাদিগের পৈতৃক ধন; এই পৈতৃক ধনকে তোমরা কখন অবহেলা করিও না। এই পৈতৃক ধনের সাহায্য লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে অচিরাৎ

ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক জয়পতাকা ভারতরাজ্যে উড্ডীন হইবে। ঈশ্বর-স্বরূপ-প্রতিপাদক এরূপ বাক্য অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদিগের দেশের বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে যেমন বৈকুণ্ঠের কথা আছে, তেমনি অন্য অন্য জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ আছে যে, পরমেশ্বর সর্ব্ব স্থান অপেক্ষা এক বিশেষ স্থানে অধিকতর প্রকাশমান আছেন। উপনিষদে ঈশ্বর-স্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ হীন ভাব দৃষ্ট হয় না। উপনিষৎকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর "বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্।" ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ ও মঙ্গলস্বরূপ, কিন্তু সৃষ্ট মনের গুণ সকল তাঁহাতে কিছুই নাই। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর "অমনোঽতেজস্কমপ্রাণ-মমুখমমাত্রম্" "তিনি মন রহিত, তেজ রহিত, প্রাণ রহিত, মুখ রহিত, উপমা রহিত"। এরূপ মহোচ্চ ভাবে অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-বক্তা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। "সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই সকল অপ্রমেয় গভীর ভাবপূর্ণ বাক্য যাঁহারা উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সেই সকল বাক্য-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের প্রতি এমত প্রীতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যাহা অন্য লোকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহারা কি মহাত্মা ছিলেন! সেই সকল শান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি মহাত্মাদিগের যে দোষ থাকুক না কেন, তাঁহাদিগের কতকগুলি অসাধারণ গুণও ছিল। তাঁহাদিগের চারটি গুণ অনুকরণ করিবার যোগ্য।

প্রথমতঃ, ঋষিরা ঈশ্বর-গত-প্রাণ ও ঈশ্বর-গত-চিত্ত

ছিলেন ; তাঁহারা পরমাত্মাতে ক্রীড়া ও পরমাত্মাতে রমণ করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সম্পাদনে অতীব যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বর-স্মরণ নিশ্বাসপ্রশ্বাসবৎ সহজ ও স্বভাব-সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগের এই রূপ যোগ সম্পাদনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। পরমাত্মার সহিত সকল বস্তুর স্বাভাবিক যোগ আছে ; তিনি যদি আপনাকে সকল বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া লয়েন, তাহা হইলে এখনই সকল বস্তু বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মার আত্মার সঙ্গে আত্মারও স্বভাবতঃ নিগূঢ় যোগ আছে। পরমাত্মা যদি জীবাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া লয়েন, তাহা হইলে জীবাত্মা এখনই বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়। সচরাচর যাহাকে যোগ বলে, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার যে স্বাভাবিক যোগ আছে, তাহা উজ্জ্বল রূপে সর্ব্বদা অনুভব করা। কিন্তু সেই রূপ যোগ অভ্যাস করিতে গিয়া যেন আমাদিগের অন্যান্য মহান্ কর্ত্তব্য সকল বিস্মৃত না হই। আমাদিগের মনে যেন এই সত্য সর্ব্বদা জাগরূক থাকে যে সংসারই সমাধির পরীক্ষাক্ষেত্র। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন কালে যদি ঈশ্বর-স্মরণ আমাদিগের মনে প্রদীপ্ত থাকে, তবে তাহাই যথার্থ যোগ। এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম ঋষিরা যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য, "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্টঃ" "যিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, যিনি পরমাত্মাতে রমণ করেন ও সৎক্রিয়ান্বিত হয়েন, তিনি ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

দ্বিতীয়তঃ, ঋষিদিগের ন্যায় আমাদিগের শান্তপ্রকৃতি হওয়া কর্ত্তব্য। শান্ত সমাহিত না হইলে ঈশ্বর-স্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাত হয় না। আমাদিগের দুরন্ত দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন না করিলে আমরা কখনই ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইব না। যদি আমরা প্রবৃত্তি-স্রোত দ্বারা সর্ব্বদা নীয়-মান হই, তবে আমরা ঈশ্বরের অধীন কি রূপ হইতে পারি? ঋষিরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, শান্ত সমাহিত না হইলে কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
না শান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈন মাপ্নয়াৎ॥"

ঋষিরা ঈশ্বরকে প্রিয় রূপে উপাসনা করিতেন, কিন্তু শান্ত রূপে উপাসনা করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের অসামান্য প্রীতি ছিল। তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ধন মান সকলই পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরকে শান্ত রূপে উপাসনা করিতেন। তাহারা বলিয়া গিয়াছেন "প্রিয়মুপাসীত" কিন্তু "শান্ত উপাসীত"। ইহা যথার্থ বটে যে প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি অত্যন্ত উষ্ণ রূপ ধারণ করে; এমন কি উপাসককে উন্মত্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু যতই প্রীতি প্রগাঢ় ও পরিপক্ক হয়, ততই তাহা উষ্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব ধারণ করে। প্রিয় পত্নীর সহিত নব প্রণয় কালে প্রীতি কি উষ্ণরূপ ধারণ করে? কিন্তু যতই তাঁহার প্রতি প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যতই তাহা কাল সহকারে প্রগাঢ় ও পরিপক্ক হইতে থাকে, ততই তাহার উষ্ণতা তিরোহিত হয়। বন্ধুর প্রতি প্রীতিও তদ্রূপ জানিবে। অভিনব প্রীতি একরূপ; পরিপক্ক

প্রীতি অন্যরূপ। ঈশ্বর শান্ত-স্বরূপ; যদি আমাদিগের প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অনুগত করা ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য হয়, তবে শান্ত-স্বরূপ ঈশ্বরকে শান্ত ভাবে উপাসনা করা বিধেয়। শান্ত ভাবে সর্ব্বদা ঈশ্বরের মাধুর্য্যের গাঢ় আস্বাদনই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা। কোন ঋষি এই রূপ উক্তি করিয়াছেন যে,—

"নিস্তরঙ্গোঽতিগম্ভীরঃ সান্দ্রানন্দসুধার্ণবঃ।
মাধুর্য্যৈকরসাধার এক এবাস্তি সর্ব্বতঃ॥"

"ঈশ্বর নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর নিবিড় আনন্দস্বরূপ, সুধা-সমুদ্র, মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার ও সর্ব্বস্থানব্যাপী।" যাঁহার হৃদয় হইতে এই শ্লোক নিঃসৃত হইয়া ছিল, তিনি কি রূপ ঈশ্বর-প্রেমী না ছিলেন। "ঈশ্বর সুধাসমুদ্র ও মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার" যিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরের মাধুর্য্য ও শান্তি কি রূপ আস্বাদন না করিয়া-ছিলেন। যে মহর্ষি এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বশিষ্ঠ; তিনি কত বার এই তপোবনে আগমন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির সঙ্গে ব্রহ্মপ্রসঙ্গ করত ব্রহ্মানন্দপীযূষ পান করিয়াছিলেন; আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও এখানে সেই প্রসঙ্গ করত সেই পীযূষ পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

তৃতীয়তঃ, মহর্ষিরা যশস্পৃহা-শূন্য ছিলেন। এবিষয়ে তাঁহা-দিগের অনুকরণ করা অতীব কর্ত্তব্য। আমরা সংবাদ পত্রে কোন প্রস্তাব লিখিলে, আমরা সেই প্রস্তাবের লেখক ইহা লোককে জানাইবার জন্য কতই ব্যগ্র না হই, কিম্বা বক্তৃতা করিয়া প্রশংসা-সূচক যথেষ্ট করতালি প্রাপ্ত না হইলে আমরা কতই ক্ষুণ্ণ না হই, কিন্তু মহর্ষিরা এই রূপ যশোলোলুপ ছিলেন না,

তাঁহারা আপনাদিগের নাম না দিয়া কতই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কত ধর্ম্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় আছে, যাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার কোন নাম নাই। মহর্ষিরা যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না, তাঁহারা অস্থায়ী যশের জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, জগতের মঙ্গল সাধন হইলেই তাঁহারা সন্তোষ লাভ করিতেন। কিসে জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন হয়, এই বিষয়ে তাঁহাদিগের ভ্রম ছিল; ভ্রম-শূন্য মনুষ্য কোথায় আছে? কিন্তু জগতের মঙ্গল সাধনই তাঁহাদিগের কার্য্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

চতুর্থতঃ, ঋষিরা আড়ম্বর-প্রিয়তা-শূন্য ছিলেন। তাঁহাদের ব্রহ্মোপাসনায় আড়ম্বর ছিল না। ব্রহ্মোপাসনায় আড়ম্বর যত বৃদ্ধি পায়, ততই আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য না থাকিয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি লোকের মনোযোগ বর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করিয়া তাঁহার মাধুর্য্য ক্রমাগত আস্বাদন করার সঙ্গে বাহ্যাড়ম্বর সঙ্গত হয় না।

ঋষিদিগের এই সকল গুণ অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহাদিগের দোষ অনুকরণে যেন আমরা প্রবৃত্ত না হই; শান্তভাব অবলম্বন করিতে গিয়া লোক-সমাজের প্রতি আমাদিগের মহান্ কর্ত্তব্য সকল যেন আমরা বিস্মৃত না হই। ঋষিরালোকসমাজ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, যেমন ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে হইবে, তেমনি তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনও করিতে হইবে। এই দুই-

এর সমন্বয় অতি দুষ্কর কার্য্য, কিন্তু তাহা অবশ্য আমাদিগকে সম্পাদন করিতেই হইবে।

হে নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর শান্তি-সমুদ্র! হে নিবিড়-আনন্দ-স্বরূপ! হে সুধা-পারাবার! হে মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার! তোমার প্রতি আমাদিগের মনকে আকর্ষণ কর, যাহাতে আমরা তোমার সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সম্পাদন করিতে পারি, যাহাতে তোমার মনন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় নিয়ত সম্পাদিত হইয়া সহজ ও আমাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, এমত ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান কর। হে "শান্ত শিব অদ্বৈত!" আমাদিগের মনে অপার শান্তি প্রেরণ কর, দুরন্ত ইন্দ্রিয় সকল আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, আমাদিগকে রক্ষা কর। ঋষিদিগের বলবৎ স্কন্ধের উপর তুমি অপেক্ষাকৃত লঘুভার অর্পণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমাদিগের ক্ষীণ স্কন্ধের উপর তুমি অতীব গুরুভার অর্পণ করিয়াছ। কি রূপে তোমার প্রতি প্রীতি ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনের সমন্বয় সম্পাদন করিব এই চিন্তাতে আমরা আকুল হইতেছি। এক এক বার সংসারের ভীষণ তরঙ্গ দেখিয়া যখন আমরা ভয়েতে ম্রিয়মাণ হই তখন বোধ হয় যে ঋষিরা সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া একপ্রকার ভালই করিতেন; কিন্তু লোক-সমাজের প্রতি আমাদিগের মহান্ কর্ত্তব্য যখন স্মরণ করি, তখন লোক-সমাজের দিকে আমাদিগের মন অতি-শয় হেলিত হয়। হে নাথ! আমরা বিষম শঙ্কটে পতিত হইয়াছি; আমাদিগের ক্ষীণ স্কন্ধ এ দুঃসহ ভার সহ্য করিতে অক্ষম হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের স্কন্ধকে কেন আমরা ক্ষীণ

মনে করিতেছি ? যখন তুমি আমাদিগের প্রতি ঐ ভার অর্পণ করিয়াছ তখন অবশ্য আমাদিগকে উপযুক্ত বল প্রদান করিবে। আমাদিগের চিত্ত যেন সর্ব্বদা তোমাতে সমর্পিত থাকে। দিগ্ যন্ত্রের শলাকা যেমন উত্তর মুখে সর্ব্বদা অবস্থিত থাকে, সেই রূপ আমাদিগের আত্মা যেন সর্ব্বদাই তোমার দিকে অভিমুখীন থাকে। হে জীবন-সমুদ্রের ধ্রুবতারা! তোমার জ্যোতি দর্শন করিয়া জীবন-সমুদ্রে যেন আমরা পোত পরিচালনা করিতে সমর্থ হই। যদি পোতের কম্পিত ভাব বশতঃ সেই জ্যোতি আমরা জীবন-সমুদ্রের উপর কম্পিত ভাবে দর্শন করি, তথাপি তাহা যেন কখন আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহি-র্ভূত না হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভাবী ব্রাহ্ম কবি বর্ণন।

"বাল্মীকির অক্ষয়কীর্ত্তি" এই শিরস্কযুক্ত বক্তৃতার উপসংহার অংশ *।

হা! কবে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বাল্মীকির ন্যায় অসাধারণ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন মহাকবি উদিত হইবেন! বাল্মীকি রূপ কোকিল কবিতা-শাখায় আরূঢ় হইয়া রাম, রাম, এই মধুরাক্ষর কুজন করিয়াছিলেল। আমাদিগের কবি কবিতা-শাখায় আরূঢ় হইয়া তাহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে মধুর ব্রহ্ম নাম কূজন করিবেন। তিনি কোন মর্ত্ত্য রাজার মহিমা সংকীর্ত্তন করিবেন না, তিনি সেই পরম পুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিবেন, যিনি "রাজগণরাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবনপালক প্রাণারাম"। কেবল অযোধ্যা কিম্বা দাক্ষিণাত্য কিম্বা সিংহলদ্বীপ তাঁহার বর্ণনাক্ষেত্র হইবে না, অসীম বিশ্বরাজ্য তাঁহার বর্ণনাক্ষেত্র হইবে। তিনি বাল্মীকির ন্যায় সত্য ঘটনার সঙ্গে অলীক কল্পিত ঘটনা সকল বিমিশ্রিত করিয়া বর্ণনা করিবেন না, তিনি কেবল সত্যই বর্ণনা করিবেন। গ্রহনীহারিকা হইতে এখনও কিরূপ গ্রহ নক্ষত্রের উৎপত্তি হইতেছে, সূর্য্য আর এক দূরস্থ সূর্য্যকে কিরূপ প্রদ-

---

* এই বক্তৃতা মৎপ্রণীত "বিবিধ প্রবন্ধ" নামক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

ক্ষিণ করিতেছে, উত্তপ্ত ধাতুময় পিণ্ড হইতে পৃথিবী কি রূপে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তরে উপন্যাস রচকের কল্পনা শক্তির অতীত কি কি অদ্ভুত পদার্থ সকল নিহত রহিয়াছে, অবনীমণ্ডলের উপরিভাগে কি কি আশ্চর্য্য পদার্থ সকল আছে, এক কেন্দ্র হইতে আর এক কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত মহাসমুদ্রের গর্ভে কি কি চমৎকার জীব জন্তু ও উদ্ভিদ সকল আছে, তিনি অলৌকিক কবিত্ব শক্তি সহকারে এই সকল বর্ণনা করিবেন। তিনি দেশ ভেদে কাল ভেদে ঈশ্বরের অসীম রচনা সকল অবিনশ্বর কবিতাতে কীর্ত্তন করিবেন। তিনি যেমন নৈসর্গিক পদার্থ সকল বর্ণনা করিবেন তেমনি পুরাবৃত্তে বিবৃত ঘটনা সকলেও ঈশ্বরের হস্ত আমারদিগকে সন্দর্শন করাইবেন। তিনি এই সকল বিষয় বর্ণনা কালে এই রূপ মধুর হিতোপদেশ প্রদান করিবেন যে, লোকের মন তাহা শ্রবণ করিয়া একবারে বিমুগ্ধ হইবে। কখন বা বজ্রের ন্যায় তাঁহার কবিতা তেজস্বী ও গম্ভীরস্বন হইবে; কখন বা সুমন্দ মারুত-হিল্লোল-স্পন্দিত গোলাবের ন্যায় তাহা সুললিত হইবে। তিনি প্রকৃতি রূপ বীণা যন্ত্র বাদন করিয়া এইরূপ গান করিবেন যে মর্ত্ত লোক স্তব্ধ হইয়া শুনিবে, বোধ হইবে যেন কোন স্বর্গলোক বাসী দেব পুরুষ গান করিতেছেন। হা! এমন কবি কবে আমাদিগের মধ্যে উদিত হইবেন? জগদীশ্বর আমাদিগের এই প্রত্যাশা কোন দিন অবশ্য পূর্ণ করিবেন।

শরচ্চন্দ্রালোকে ব্রহ্মোপাসনা।

মেদিনীপুর।

ভাদ্র ১৭৮৮ শক।

(চন্দ্রগ্রহণের পর উপাসনায় ব্যক্ত)

বাহিরে শারদীয় পূর্ণ-চন্দ্রের উদয় ; ভিতরে সেই প্রেম পূর্ণ-চন্দ্রের উদয়। সেই প্রেম-পূর্ণ-চন্দ্রকে দর্শন করিলে রোগ, শোক, বিষাদ কোথায় পলায়ন করে। সেই ব্যক্তি যথার্থ শূর, যিনি সাংসারিক বিপদকে অতিক্রম করিয়া সেই শুধাংশুর জ্যোতিতে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করেন। বাহিরে পূর্ণ-চন্দ্র ইতি-পূর্ব্বেই রাহুগ্রস্থ হইয়া মলিন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া নব জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে। সেই রূপ আমাদের আত্মা কখন কখন পাপ-রাহু-গ্রস্ত হইয়া মলিন হয়, পুনর্ব্বার ঈশ্বরপ্রসাদে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হয়। সাবধান, যেন পাপ-রাহু দ্বারা আমাদের আত্মা আক্রান্ত না হয়। সংসারের সুখ দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুখ দুঃখ আমাদের অধীন নহে ; কিন্তু আমাদিগের আত্মা আমাদিগের অধীন। আমাদের আত্মাকে হয় আমরা পবিত্র রাখিতে পারি কিম্বা পাপ-পঙ্কে কলঙ্কিত করিতে পারি। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের জ্যো-তিতে জ্যোতিষ্মান্ থাকে, সেই রূপ আমাদিগের আত্মা সেই

পরমাত্মার আলোকে উজ্জ্বল হয়, নতুবা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। যতক্ষণ পাপরূপ রাহু সেই আলোকের বিচ্ছেদ সাধন করে ততক্ষণ আমাদের আত্মা নিষ্প্রভ থাকে। পাপ হইতে পরিত্রাণ হইলেই আমরা ঈশ্বরের আলোক স্বভাবতঃ পাইয়া কৃতার্থ হই। আমরা যেন সর্ব্বদা এই চেষ্টা করি যে যেমন মনুষ্য এই শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোতিতে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দ লাভ করে সেইরূপ আমরা সেই আধ্যাত্মিক প্রেম-শশীর কিরণে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া তদপেক্ষা অসংখ্যগুণে শ্রেষ্ঠতর আনন্দ উপভোগ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রহ্মস্তোত্র।

আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ।

পৌষ ১৭৮৯ শক।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগের প্রতি যে সকল করুণার চিহ্ন অহরহঃ বর্ষণ করিতেছ তাহার জন্য আমরা একান্তমনে তোমাকে কৃতজ্ঞতাপুষ্প প্রদান করিতেছি। সকল প্রকার নির্দোষ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। দর্শন-জনিত সুখজন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সুন্দর দিবালোক যাহা স্বীয় মনোহর আলিঙ্গন দ্বারা সমস্ত জগতকে কৃতার্থ করে তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। সুরম্য চন্দ্রালোক যাহা সজন নগর ও বিজন গহনকে কবিত্ব ভাবে ভূষিত করিয়া রমণীয় করে, তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। রত্ন-মণি-খচিত অম্বর দর্শন জনিত সুখ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। প্রাতঃকালে শিশিরবিন্দু রূপ মুক্তামালাধারিণী কুসুম-কুন্তলা ধরণীকে দর্শন করিয়া যে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি, তজ্জন্য আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প প্রদান করিতেছি। নয়ন-রঞ্জন আরক্ত উষা জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ললাটে একটীমাত্রতারারত্নধারিণী গোধূলীর মধুর ম্লান সৌন্দর্য্য জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। বসন্তকালের নব পত্র, নব দ্রুম ও নব নব কলিকা জন্য

ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শরৎকালের হরিত বর্ণ শস্য ক্ষেত্রের মনোহর লহরী-লীলা দর্শন জনিত সুখ জন্য কৃতজ্ঞ হইতেছি। মনুষ্য-রচিত শিল্পসৌন্দর্য্য জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দর্শনজনিত সুখ ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সুখ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। অমৃত ফলের আস্বাদ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উদ্যান ও উপবনের প্রাণ-আহ্লাদকর সৌরভ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। বীণা বেণু ও মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি ও হৃদয়-দ্রবকারী সঙ্গীত স্বর জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নিদাঘ কালের মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। সকল প্রকার নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়-সুখ জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প প্রদান করিতেছি। ইন্দ্রিয়-সুখ অপেক্ষা অসংখ্য গুণে উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনিত সুখ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নভো-মণ্ডলে উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ নিয়োগ করত তোমার উজ্জ্বল ঐশ্ব-র্য্যের তত্ত্ব আমরা পর্য্যালোচনা করিয়া যে মহদানন্দ প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তরু গুল্ম লতায় প্রদর্শিত তোমার শিল্প-নৈপুণ্য আলোচনা করিয়া যে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তর সকলেতে তোমার হস্ত-লিখিত মহাকাব্য পাঠ করিয়া যে অদ্ভুত আনন্দ প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মনোরাজ্যে পরিব্যক্ত তোমার আশ্চর্য্য সুসূক্ষ্ম-কৌশল-বর্ণনা-কারী মনো-বিজ্ঞান পাঠ করিয়া যে বিস্ময়-রস উপভোগ করি, তজ্জন্য

আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। পুরাবৃত্তে মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া যে প্রভূত আনন্দ প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার মহিমা গান করিতেছি। সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে যে আনন্দ প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনিত সুখ হইতে অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মামৃত পান দ্বারা, আমরা কি প্রগাঢ় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করি! পরোপকার-জনিত সুখ কি মধুর! নিরন্নকে অন্ন দান দ্বারা আমাদিগের ভোজন-সুখ কতই না বর্দ্ধিত করি! নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করিয়া তুমি যে সকলের আশ্রয়, তোমার মঙ্গল স্বরূপ কতই না স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই! অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিকে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া আনন্দ-সাগরে আমরা কতই না ভাসমান হই! এ সকল পরম পবিত্র সুখ জন্য তোমাকে প্রণত ভাবে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প উপহার প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। এ সকল সুখের জন্যও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। তোমাতে নির্ভর করিয়া, তোমাতে আত্মা অর্পণ করিয়া যে বাক্যের অতীত সুখ প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য আমরা কি প্রকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব! আমাদিগের কি ক্ষমতা যে, সেই স্বর্গীয় অলৌকিক সুখের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি এক এক বার বিদ্যুতের ন্যায় আমাদিগের মনে প্রতিভাত হইয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাহাকে প্লাবিত কর, ইচ্ছা হয়, সেই আনন্দ আমরা দিবা নিশি আস্বাদন করি; কিন্তু আমাদিগের অপবিত্রতা সেই আনন্দকে উপভোগ

করিতে দেয় না। কতবার এইরূপ ইচ্ছা হয়, তোমার পথের একান্ত পথিক হই, কিন্তু পাপ মতির বশতাপন্ন হইয়া আমরা তোমা হইতে দূরে পতিত হই। নাথ! আমাদিগের এ প্রকার দুর্গতি কত দিন থাকিবে? কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। পরমেশ! পাপ তাপে জর্জ্জরীভূত হইয়া পতিতপাবন যে তুমি, তোমার নিকট পলায়ন করিতেছি। পক্ষি-শাবক যেমন বিপদে পতিত হইলে মাতার নিকট আশ্রয় লইবার জন্য পলায়ন করে, আর সেই মাতা যেমন পক্ষ বিস্তার করিয়া তদ্দ্বারা সেই শাবকগণকে আশ্রয় প্রদান করে, সেই রূপ তুমি আমাদিগকে স্বীয় মঙ্গলময় পক্ষের আশ্রয় প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

মাতৃশ্রাদ্ধকালে প্রার্থনা।

কলিকাতা।

২১শে আশ্বিন রবিবার ১৭৮৯ শক।

মাতার ন্যায় কোমল বন্ধু জগতে আর নাই। মাতা সেই পরম মাতার স্নেহময়ী প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ। পিতা সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, মাতা কিন্তু তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পুত্র পিতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মাতারকোমল অঙ্কে আশ্রয় লাভ করে। এমন প্রিয় বস্তুর বিয়োগ হইলে সকলেই শোকাকুল হয়। কিন্তু এতদ্রূপ বিয়োগে অনেক ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারককে বিশেষ দুঃখিত হইতে হয়। তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য, স্বদেশের জন্য মাতার মনে ক্লেশ প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন। মাতা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দারুণ মনোব্যথায় ব্যথিত হয়েন। যেখান হইতে তাঁহারা চিরকাল প্রিয় ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, সেখান হইতে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। কোথায় সন্তান তাঁহাকে সুখে রাখিবে, তাহা না হইয়া সে তাঁহাকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে। কোথায় তিনি প্রত্যাশা করেন যে, লোকে তাঁহার সন্তানকে প্রশংসা করিবে, তাহা না হইয়া তাহাকে লোকের নিন্দাভাজন হইতে দেখিয়া তিনি দুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয়ে চিরকাল যাপন করেন। হে মাত! ধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের হিত সাধন জন্য তোমার মনে কতই না

ক্লেশ প্রদান করিয়াছি ! তোমার কোমল মনকে এত যন্ত্রণা দিয়াছি যে, তুমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলে ! তোমার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিল ; তুমি যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করিতে, সেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ আমাকে করিতে দেখিয়া তোমার মন কি ভয়ানক আঘাত না প্রাপ্ত হইয়াছিল। তুমি যখন আমার বাল্যাবস্থায় আমাকে তোমার মস্তকের উপর স্থাপন করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে, তুমি কি তখন মনে করিয়াছিলে যে, আমি তোমার স্নেহের এইরূপ প্রতিশোধ দিব ? যে পুত্র দ্বারা, তুমি মনে করিয়াছিলে, বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহারই দ্বারা বংশের উপর কলঙ্ক পতিত হইল। যে পুত্রকে তুমি এইরূপ মনে করিয়াছিলে যে, সে লোকের প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়া তোমার মনকে আহ্লাদে নৃত্যমান করিবে, সেই পুত্র লোকের নিন্দা-ভাজন হইয়া তোমার মনকে দারুণ ক্লেশ প্রদান করিল। যে পুত্রের জন্য তুমি লোকের আদৃতা হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলে, তাহার জন্য তুমি লোকের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলে। এই কি তোমার সুকোমল স্নেহের প্রতিক্রিয়া হইল ? তুমি মনের খেদে এ পর্য্যন্ত কাতর উক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলে যে কি কালসর্প আমার উদরে আমি ধারণ করিয়া-ছিলাম। কিন্তু হে মাতঃ! তুমি এক্ষণে পরলোকবাসী হইয়া যে উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়াছ, সেই জ্ঞান সহকারে তুমি কি এখন আমাকে ক্ষমা করিতেছ না ? ক্ষমা করা দূরে থাকুক, তুমি কি আমার কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া আহ্লাদিতা হইতেছ না ? আমার বোধ হইতেছে যেন তোমার আত্মা এই-স্থানে উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিতেছে। তোমার মনে এত দারুণ কষ্ট প্রদান করিয়াছি, তথাপি তোমার স্নেহের ন্যূনতা হয় নাই। তুমি তোমার শেষ পাড়ার সময় নিজের ক্লেশের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমার হিতকর কার্য্য সাধনে ব্যস্ত ছিলে ; সেই পীড়ার সময় আমি ভাল খাইব বলিয়া, আমার পুনঃপুনঃ নিষেধ বাক্য না শুনিয়া আমার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করার কথা যখন আমার মনে হয়, তখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন সুকোমল স্বর্গীয় স্নেহ কি আর দেখিতে পাইব ? আমার প্রতি এরূপ স্নেহের দৃষ্টান্ত দেখা জন্মের মত ফুরাইল ? এখন কতই চিন্তা আমার মনকে আকুলিত করিতেছে, তোমার প্রতি কতই যত্নের ত্রুটি স্মরণ হইতেছে, কতই শুশ্রূষার ন্যূনতা মনে পড়িয়া যন্ত্রণা-রূপ পেষণীযন্ত্রে আমার চিত্তকে নিপীড়িত করিতেছে। মা ! আর কি তোমার সহিত দেখা হইবে না যে, সেই সব যত্নের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিব ? আমার হৃদয় বলিয়া দিতেছে যে তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, যে তুমি পুনরায় আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিবে।

হে বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বর! তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় আমার স্নেহময়ী মাতা এ লোক হইতে অবসৃত হইলেন। তোমার এই শুভ সংকল্প সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে আর আমরা তেমন স্নেহপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না। তেমন স্নেহগর্ভ আহ্বান আর শুনিতে পাইব না। আমরা এ জন্মের মত সে অভয় ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলাম। তিনি তোমার মঙ্গল ভাবের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার ভাব

দেখিয়াই তোমার মাতৃভাব উপলব্ধি করিয়াছি। তিনি আমাদের সুখে সুখী হইতেন, আমাদের দুঃখে দুঃখ ভোগ করিতেন, আমাদের রোগে রুগ্ন হইতেন, এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেন। এক্ষণে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি তাঁহার সেই কোমল আত্মাকে আপনার ক্রোড়ে রক্ষা কর। তাঁহাকে সংসারের পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার শান্তি-নিকেতন লইয়া যাও। আমাদের কৃতজ্ঞতা যেন চিরকাল তাঁহার প্রতি জাগরিত থাকে। তোমার প্রসাদে আমাদের এই বংশ যেন তোমার ধর্ম্ম পথে চিরকাল অবস্থান করে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী মুলতান।—তাল একতালা।

সকলি তাঁহারি কৃপায়,
ভাল মন্দ ভাব কেবল নিজ মূঢ়তায়।
দুঃখ-বেশ সুখ ধরে,
জীব না চিনিতে পারে,
সতত আছে তাঁহার মঙ্গল ছায়ায়॥ *

রাগিণী পরজ।—তাল চৌতাল।

তোমারি মহিমা অপার, নাথ! বলা নাহি যায়,
তুমি অগম, অগোচর, নিরঞ্জন, নিরাকার।
সকল দেব সমস্বরে, সদা যশ ঘোষণা করে,
তবুও না পারে করিতে অন্ত তাহার॥

* এই গীতের প্রথমাংশ একটি বন্ধুর বিরচিত।

রাগিণী বাগেশ্রী।—তাল আড়াঠেকা।

জেনেছি নাথ! তুমিই পশিছ অন্তরে আমার,

আপন সুগন্ধ গুণে আপনি পড়েছ ধরা।

হৃদয় ধামে নিলীন হতেছ, সখা!

কৃতার্থ করিয়ে অধীনে॥

রাগিণী বেহাগ।—তাল কাওয়ালি।

কি মধুর বেণু রব লাগিছে শ্রবণে

নির্জন নিস্তব্ধ এই তামস নিশীথে!

এমতি লাগয়ে হিয়ে বিভু আহ্বান,

ধন জন পলায়ন করয়ে যখন,

বিপদ আঁধার আসি ঘেরয়ে চৌদিকে॥

সম্পূর্ণ

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

রাজনারায়ণ বসুর
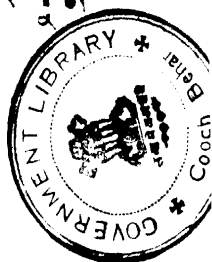
বক্তৃতা।

প্রথম ভাগ।

তৃতীয়বার সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১৭৯৩ শক।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এই সকল বক্তৃতা কলিকাতা ও মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম-সমাজে পঠিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল; এক্ষণে তাহা একত্র সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। ইহা দ্বারা একটী ব্যক্তিরও যদি ধর্ম্মে মতি ও ঈশ্বরে শ্রদ্ধা উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।

মেদিনীপুর,
১৭৮৩ শক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

ঈশ্বরোপাসনা ও চরিত্র সংশোধনের কর্ত্তব্যতা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১৯ শ্রাবণ ১৭৬৮।

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।
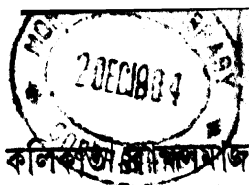
এই বৃহৎ ও বিচিত্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলে ইহা দেদীপ্যমান প্রতীতি হইবে, যে ঈশ্বরের দয়ার আর শেষ নাই—ক্ষমার আর পার নাই। দেখ এক শরীর বিষয়ে অহোরাত্র আমরা কত নিয়ম ভঙ্গ—কত অত্যাচার করিতেছি, যাহা আমারদিগের নিকটে অত্যাচারই বোধ হয় না, অথচ আমরা কত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। যিনি এই শরীর-বিষয়ক নিয়ম ভঙ্গ না করেন—যিনি আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা প্রভৃতি তাবৎ শারীরিক কার্য্য উপযুক্ত মত সম্পন্ন করেন, তিনি অতি অপূর্ব্ব সুখাস্বাদন করেন। শরীরের স্বচ্ছন্দতা থাকিলে সুখ আপনা হইতে উপস্থিত হয়। রাজা যদ্যপি হীরক-রচিত সিংহাসনোপবিষ্ট হয়েন, আর সুগন্ধ-পুষ্প-বিস্তৃত কোমল শয্যোপরি শয়ন করেন, তথাপি চিররোগী হইলে তাঁহার তদ্দ্বারা সুখের সম্ভাবনা কি? যে সুস্থ-কায় কৃষক সমস্ত দিবস পরিশ্রম পূর্ব্বক কেবল শাকান্ন আহার করত পর্ণ-কুটীরে কাল যাপন করে, তাহার সুখের নিকটে সে রাজার সুখ কোথায় থাকে? হা! জগদীশ্বরের করুণার কি সীমা আছে? তাঁহার নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক কর্ম্মে তিনি বিচিত্র সুখ সংযোগ করি-

য়াছেন। দিবারম্ভে মুখপ্রক্ষালন, স্নান, ব্যায়াম প্রভৃতি সমস্ত নিত্য কর্ম্ম যথানিয়মে সম্পন্ন করিলে প্রফুল্লতার হিল্লোলে শরীর কি রূপ আর্দ্র হয়! কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে চিত্তে কি হর্ষের উদ্ভব হয়! প্রভুর বদনে সন্তুষ্টির চিহ্ন-স্বরূপ ঈষৎ হাস্য অবলোকন করিলে ভৃত্যের মনে কি আহ্লাদ উপস্থিত হয়! মনোযোগী ছাত্র স্বীয় আচার্য্যের হস্ত নিজ মস্তকোপরি স্থিত দেখিলে আপনার পরিশ্রমকে কিরূপ সার্থক বোধ করে! বিদ্যা-ভ্যাস ও জ্ঞানানুশীলনে যে ব্যক্তি নিমগ্ন হয়েন, তন্নিষ্পন্ন সুখের পরিবর্ত্তে জগৎ সংসারের ঐশ্বর্য্য লইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মনিষ্ঠ পরোপকারী পুণ্যাত্মা ব্যক্তি আনন্দ-মারুত মধ্যে চির জীবন যাপন করেন। গঙ্গা যেমন চিরকাল গোমুখী হইতে নির্গতা হইতেছে, তাঁহার মন হইতে তদ্রূপ নির্ম্মল সুখ ক্রমাগত উৎপন্ন হইতে থাকে। ইতর ব্যক্তির হৃদয়ে তাহার অনুরূপ সুখ কি কখন উদিত হইতে পারে? স্নেহ-শূন্য মিথ্যা-প্রমোদ-দায়িনী গণিকাসক্ত পুরুষের রসোল্লাস হইতে এ সুখ যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা অনুধাবন করা অনেকের সুকঠিন। পরমেশ্বর কেবল এই সকল আবশ্যক ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সুখ সংযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত নহেন, তিনি অনায়াস-লভ্য বিবিধ সুখের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীকে মনোহর করিয়াছেন। কোন স্থানে বিচিত্র পুষ্পোদ্যানের সুসৌরভ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। কোন স্থানে বিহঙ্গ-কুজিত সুশব্দ কর্ণ-কুহরে অনবরত সুধা বর্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে নবীন দূর্ব্বাময় ক্ষেত্র রমণীয় শ্যাম বর্ণ দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়কে স্নিগ্ধ করিয়া তৃপ্ত করিতেছে। কুত্রাপি বা নির্ম্মল সরোবরস্থিত অরবিন্দ রূপলাবণ্য দ্বারা চিত্ত হরণ

করিতেছে। কিন্তু পৃথিবীময় এই সকল বিস্তীর্ণ সুখের দ্বারাও পরমেশ্বরের কৃপা তাদৃশ ব্যক্ত হয় না, যাদৃশ আমাদিগের দুঃখাবস্থাতে তাহার উপলব্ধি হয়। যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপদের দ্বারা আবৃত হই—যখন সকলে আমারদিগকে পরিত্যাগ করে, তখন তিনি পরিত্যাগ করেন না; তিনি তৎকালে আমাদিগের মনে তিতিক্ষাকে প্রেরণ করেন, যাহার সাহায্যে আমরা সমুদায় দুঃখকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই। হা! আমরা এই স্থানে—এই পৃথিবীতে কি করিতেছি? আমাদিগের এমত পাতা, এমত সুহৃৎ, এমত বন্ধুকে ভুলিয়া রহিয়াছি। আমরা আমারদিগকে স্বয়ম্ভু—এই দেহকে নিত্য জ্ঞান করিয়া কাল ক্ষেপণ করিতেছি! এমত করুণাকরকে একবার ভ্রমেও স্মরণ করি না! এই পৃথিবীতে কাহারও কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলে তাহার প্রতি আমরা কত কৃতজ্ঞ হই, কিন্তু যাঁহার করুণা-স্রোতে আমরা অহর্নিশি সন্তরণ করিতেছি, যাঁহা হইতে আমরা জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহাতে আমরা জীবিতবান্ রহিয়াছি, যাঁহার দ্বারা আমরা তাবৎ সুখ সম্পত্তি লাভ করিতেছি, তাঁহাকে স্মরণ না করা কি বুদ্ধিমান্ জীবের উচিত? এই মনুষ্যলোকে সাধারণ অপেক্ষা জ্ঞান যাঁহার কিঞ্চিৎ অধিক থাকে, তাঁহার প্রতি আমরা কত অনুরাগ প্রকাশ করি, কিন্তু যিনি জ্ঞান-স্বরূপ, যাঁহার জ্ঞানের অন্ত নাই, তাঁহাতে অনুরাগ করা কি এককালেই উচিত নহে? কোন সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে কত প্রেমের উদয় হয়; কিন্তু যিনি সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য রূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার প্রতি যাহার প্রেম না হয়, সে কি মনুষ্য? বন্ধু যিনি নেত্রা-

জনের ন্যায় প্রিয় হয়েন, তাঁহার সহিতও বিচ্ছেদ হইবে। স্ত্রী কিম্বা পুত্র বা অমাত্য কোন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায়। রমণীয়া বারাঙ্গনা যাহার মোহে পুরুষ মুগ্ধ হইয়া থাকে, এবং যাহার উদ্দেশে যশ, বীর্য্য, প্রজ্ঞা, ধর্ম্ম তাবৎকে নষ্ট করে, সে এই জীবিত, এই মৃত। যে প্রিয়বস্তু—যে বন্ধুর সহিত আমারদিগের নিত্য সম্বন্ধ, যিনি "স এবাদ্য স উশ্বঃ" অদ্য যেমন কল্য তেমন, তাঁহার সহিত প্রীতি হইলে আর বিচ্ছেদের শঙ্কা নাই। যিনি পরমাত্মার সহিত প্রীতি করেন, তিনি আর অন্য কোন বস্তুতে তৃপ্ত হয়েন না। তিনি অন্য সকল কথা ত্যাগ করিয়া কেবল আপনার প্রিয়তমের সাক্ষাৎ-কারে আনন্দিত থাকেন। যিনি আত্মার সহিত ক্রীড়া করেন, তিনি কি কোন অলীক লৌকিক ক্রীড়াতে আসক্ত থাকিতে পারেন? যিনি আত্মার সহিত রতি করেন, তিনি কি কোন অলীক ঐহিক বিষয়ুক্ত রতিতে প্রমত্ত হইতে পারেন? তিনি এতদ্রূপ অলীক ক্রীড়া ও বিষয়ুক্ত রতিতে কেন মগ্ন হইবেন? তাঁহার কি সুখের অভাব আছে? তিনি সর্ব্ব স্থান হইতে, সর্ব্ব বস্তু হইতে সুখ নিষ্ক্রমণ করেন। তাঁহার নিকটে এই পৃথিবীই ব্রহ্ম-লোক হয়, "এষব্রহ্মলোকঃ"। তিনি এই স্থানেই ব্রহ্মকে ভোগ করেন, "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"। ব্রহ্ম যে ব্যক্তির প্রিয় হয়েন, তিনি কাহাকেও ভয় করেন না, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে ভয়ানক হয় না, বরঞ্চ তিনি মৃত্যুর সহিত লীলা করেন। যদি কদাচিৎ কোন ঘোরান্ধ রজনীতে তিনি নৌকারূঢ় থাকেন, যখন প্রবল পবনোত্থিত তরঙ্গ ভয়ানক শৃঙ্গযুক্ত হইয়া উঠে, এবং আকাশে মেঘ-সকল বিদ্যুৎকে বিদ্যোতন করত

ভীষণ শব্দ করে, তখনও "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন" আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া তিনি কোন মতে ভয় প্রাপ্ত হয়েন না। যিনি পরমেশ্বরের সহিত এইরূপ ক্রীড়া করেন, এইরূপ রতি করেন, এবং ক্রিয়াবান্ হয়েন, সকল পাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া পরোপকার প্রভৃতি সৎকার্য্য বিশিষ্ট হয়েন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ—তিনিই কালে মুক্তি লাভ করেন।

"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

৯ পৌষ ১৭৬৮ শক।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন।

সত্য কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

প্রীতি পূর্ব্বক সেই পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপে আপনার আত্মাকে অর্পণ করা এবং তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা তাঁহার মুখ্য উপাসনা হইয়াছে। যাঁহা হইতে আমরা তাবৎ আনন্দ লাভ করিতেছি, আর যিনি তাবৎ পৃথিবীকে আমাদিগের নিমিত্ত বিচিত্র ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাকে ক্ষণেকের নিমিত্ত স্মরণ করা আমাদিগের মধ্যে অনেকে ভার বোধ করেন। যথার্থ বিবেচনা করিলে পরমেশ্বরের উপাসনা কোন ভার নহে। যখন সুগন্ধ রূপলাবণ্যবিশিষ্ট কোন মনোহর পুষ্প নিজ হস্তে রাখিয়া তাহার স্রষ্টার নাম ভক্তির সহিত উচ্চারণ করি, তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য রক্তিমবর্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার আহ্লাদ-জনক কিরণ-সকলকে শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাময় ক্ষেত্রো-পরি বিস্তীর্ণ করিতে থাকেন, তখন যদ্যপি মনের সহিত কহি যে হা! ঈশ্বরের কি বিচিত্র শক্তি! তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। যাহার তুষারাবৃত শৃঙ্গ গগন স্পর্শ করিয়াছে, এমত

কোন বৃহৎ ও উচ্চ পর্ব্বত দর্শন করিয়া মন তাহার ন্যায় উচ্চ হইয়া যখন জগদীশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করে, তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। প্রখর ক্ষুধার পর আহার কালীন প্রত্যেক গ্রাসে শরীর যখন তৃপ্ত হইতে থাকে, সেই সময়ে পরমেশ্বরের নিকটে স্বভাবতঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই তাঁহার উপাসনা হয়। পরমেশ্বরের উপাসনায় যে কি সুখ, তাহা যিনি যথার্থ রূপে উপাসনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন। ঈশ্বরের শক্তি ও করুণার চিহ্ন চতুর্দ্দিকে দেখিয়া যাঁহার চিত্ত অত্যাশ্চর্য্য হইয়া কৃতজ্ঞতারসে মগ্ন হয়, তিনিই জানেন যে ব্রহ্মোপাসনার কি সুখ। এতদ্রূপ উপাসকের চিত্ত হইতে আনন্দের উৎস ক্রমাগত উৎসারিত হইতে থাকে, সে আনন্দ কোন প্রকারে ক্ষীণ হয় না। যদিও কোন ধন-গর্ব্বিত ব্যক্তি তাঁহাকে অনাদর করেন, তথাপি তিনি ম্লান হয়েন না। যিনি সকল সম্রাটের সম্রাট্, যাঁহার পদতলে পৃথিবীস্থ প্রতাপান্বিত ভূপতিদিগের এবং স্বর্গস্থিত মহিমান্বিত দেবতাদিগের শোভনতম মুকুট নত হইয়া রহিয়াছে, তিনি তাঁহার বন্ধু, অতএব তিনি ক্ষুদ্র ধনীর ক্ষুদ্র দর্পের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কেন করিবেন? সমূহ দুঃখ দ্বারা আবৃত হইলেও যথার্থ ব্রহ্মোপাসক তাঁহার প্রিয়তমের সহবাসে সন্তুষ্ট থাকেন।

যে প্রেমাস্পদ পরম পুরুষ এতদ্রূপ নিয়ম-সকলের মধ্যে আমারদিগকে স্থাপিত করিয়াছেন, যাহা প্রতিপালন করিলে সুখের আর সীমা থাকে না; আর যিনি পৃথিবীস্থ তাবৎ সুখ প্রদান করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই, যিনি আমারদিগের মনে এমত আশা গাঢ় রূপে স্থাপিত করিয়াছেন, যে এ লোক

অপেক্ষা অন্য অন্য লোকে অধিক আনন্দ লাভ করিতে পারিব, আর যিনি সেই আশা অবশ্যই সার্থক করিবেন, হা! তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল না, আর যিনি ইহলোকে অল্প উপকার করেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল। বন্ধুর প্রতি যদি প্রীতি প্রকাশ না করা উচিত হয় না, পিতার প্রতি যদি ভক্তি না করা উচিত হয় না, এবং মাতার প্রতি যদি কৃতজ্ঞতা না করা উচিত হয় না, তবে যিনি আমারদিগের এক কালে পিতা, মাতা ও বন্ধু হয়েন, তাঁহাকে দিন দিন বিস্মৃত হইয়া থাকা কি উচিত হইল?

ব্রহ্মোপাসনার এক অঙ্গ তাঁহার প্রতি প্রীতি, আর এক অঙ্গ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। প্রথম অঙ্গ যথার্থ রূপে সম্পন্ন হইলে অপরাঙ্গ আপনা হইতেই উত্তম রূপে সম্পন্ন হয়। সর্ব্ব-মঙ্গলালয় পরম পবিত্র পরমাত্মাতে যাঁহার নিষ্ঠা আছে, যিনি জানেন যে পৃথিবীর আমোদ স্থায়ী নহে, যিনি সংসারকে অনিত্য জানিয়া কেবল পরমেশ্বরকে নিত্য জ্ঞান করেন, এবং যিনি ঈশ্বরকে আপনার সন্নিকটে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখেন, তিনি কখন পাপ মোহে মুগ্ধ হয়েন না, তিনি কখন পাপের বিষ-পূরিত মধুরাবৃত কোমল স্বরে প্রবঞ্চিত হয়েন না, তিনি তাঁহার কর্ম্ম ও বাক্য ও মন প্রত্যেক ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন।

অলীক-সুখাসক্ত যুবকেরা কহেন যে মনুষ্যের বৃদ্ধাবস্থা ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তে, আর যৌবনাবস্থা কেবল আমোদ প্রমোদের নিমিত্তে হইয়াছে; কিন্তু তাহারা বিবেচনা করে না, যে ইন্দ্রিয় সকল যখন নিস্তেজ হয়, ও মনের বৃত্তি সকল যখন

দুর্ব্বল হয়, এবং মৃত্যু-মুখে পতিত হইবার আর বড় অপেক্ষা থাকে না, তখন সম্যক্ রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানের কি সম্ভাবনা? হে পরমাত্মন্! যে বিষম কালে রিপু সকল সম্পূর্ণ রূপে প্রবল ও তেজস্বী হয়, যে কালে সকল রিপুর প্রধান হইয়া কাম রিপু প্রচণ্ড জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তাবৎ শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে, সেই কালে যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া এবং মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া তোমার নিয়ম প্রতিপালন করে, সেই সাধু যুবা, সেই ব্যক্তিই ধন্য। হা! এমত ব্যক্তি কোথায় যিনি যৌবনের প্রারম্ভে কহিতে পারেন যে আমার খ্যাতি কেবল ধর্ম্মপথে যেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করে? আর এমত ব্যক্তি কোথায় যিনি এই বাক্য চিরকাল পালন করিতে পারেন? যদ্যপি এমত ব্যক্তি কেহ থাকেন, তবে তিনিই সাধু আর তিনিই ধন্য!

অলীক-সুখাসক্ত যুবকেরা ব্রহ্মপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বোধ করে, কারণ তাহাদিগের ন্যায় কুৎসিত আমোদ তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। এতদ্রূপ যুবকেরা জ্ঞাত নহে যে, যে আনন্দ অনেক ব্যয় ও নানা কষ্টে তাহারা প্রাপ্ত হয়, তদপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর আনন্দ সেই ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তির বদনে সর্ব্বদা প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে; তাহারা জ্ঞাত নহে যে, তাঁহারা বহু-মূল্য ইন্দ্রিয়-সুখদ দ্রব্য সেবাতে যৎকিঞ্চিৎ যে অস্থায়ী আমোদ প্রাপ্ত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে স্থায়ী ও অনায়াস-লভ্য আমোদ, সামান্য বস্তু মধ্যে থাকিয়া—ঈশ্বরের সামান্য সৃষ্টি দেখিয়া, সেই ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন। হে পাপাসক্ত ব্যক্তি! এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখ

যে পুণ্যেতে সুখ সঞ্চয় হয় কি না? পরীক্ষা করাতে কোন হানি নাই; পরীক্ষা করিলে জানিতে পারিবে যে পুণ্যের কি মনোহর স্বরূপ। হে পুণ্য! তোমার নিধূর্ত সৌন্দর্য্য যে স্পষ্টরূপে দেখিয়াছে, সে তোমার প্রেমে মগ্ন হয় নাই, এমত কখনই হইতে পারে না। প্রবল পবন প্রহার দ্বারা কুপিত জলধির গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া কোন ব্যক্তি ভূমি প্রাপ্ত হইলে যেরূপ সুখী হয়েন, তদ্রূপ পাপের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে পুণ্যের সহিত তাঁহার উত্তরোত্তর যত সহবাস হইতে থাকে, ততই তাঁহার যে রূপ সুখের বৃদ্ধি হয় তাহা বর্ণনার অতীত। যাঁহার মন ঈশ্বরে বিশ্রাম করে, পরোপকারে রত থাকে ও সত্যের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্নবান্, সেই ব্যক্তির নিকটে এই পৃথিবীই স্বর্গতুল্য হয়; তিনি কালে মুক্তি লাভ করেন, কালে সমস্ত বিশ্ব তাঁহার ঐশ্বর্য্য হয়, তিনিই কালে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মের সহিত বাস করেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কলিকাতা সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ ১৭৭১।

উপাসিতব্যম্।

কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন যে যখন বিপদ কি অন্য কোন সময়ে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা সিদ্ধ করিতে তিনি আপনার অখণ্ড নিয়ম-সকল কখন উল্লঙ্ঘন করেন না, আর যখন কোন পৃথিবীস্থ রাজার ন্যায় স্তুতি বন্দনা তাঁহার তুষ্টিকর হয় না, তখন তাঁহার উপাসনার আবশ্যকতা কি? এরূপ আপত্তি-কারকেরা বিবেচনা করেন না যে যদ্যপি ঈশ্বরোপাসনার প্রতি কোন সাংসারিক কামনার সাফল্য নির্ভর করে না বটে, তথাপি তাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি মঙ্গল অভিপ্রায়ে প্রাকৃতিক সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, যিনি জল বায়ু আলোক প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সকল এমত প্রচুর রূপে দিয়াছেন যে সে সকল মূল্য দিয়া আহরণ করিতে হয় না, যিনি মনের ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্ত জ্ঞানের নিয়োগ করিয়াছেন, যিনি ভাবি বালকের পোষণ নিমিত্ত মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করেন, যিনি কি পুণ্যবান্ কি পাপী, কি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ কি নাস্তিক, সকলকেই উপজীবিকা বিতরণ করিতেছেন, আর পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলেও এবং প্রভুর কোপে জীবিকাচ্যুত হইলেও যিনি বাস

ও জীবিকা প্রদান করিতে ক্ষান্ত না হন, হা! তাঁহার প্রতি কি কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণ করা কি উচিত বোধ হয় না? যখন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে হইল, তখন পিতা, পাতা ও বন্ধু স্বরূপে তাঁহার প্রতি আমারদিগের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাও সাধন করিতে হইবে। "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।" "পরমেশ্বর আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরাও যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি।" হে অকৃতজ্ঞ পুত্রেরা! তোমারদিগের পিতাকে তোমরা স্মরণ না কর, তাঁহার প্রতি তোমরা শ্রদ্ধা না কর, কিন্তু তিনি তোমারদিগের প্রতি যেরূপ করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা বর্ষণ করিতে তিনি ক্ষান্ত থাকিবেন না।

পরমেশ্বরের উপাসনা কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে, তাহা অত্যন্ত আনন্দ-জনক। জগদীশ্বর যত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই এক নিয়ম যে ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিলে অত্যন্ত সুখোৎপত্তি হয়। বোধাতীত সুকৌশল-সম্পন্ন মহৎ বিশ্বকার্য্য আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, করুণা উপলব্ধি করা যে কি আনন্দ-জনক তাহা বাক্য-পথের অতীত। সে সুখ যে ব্যক্তি যথার্থরূপে আস্বাদন করেন, তাঁহার নিকট পৃথিবীর বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ও শোভনতম মুকুট-সকল তুচ্ছ বোধ হয়। যখন মন ঈশ্বরের কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া তাঁহার মহিমা স্বভাবতঃ এইরূপ কীর্ত্তন করে যে "হে পরমাত্মন্! তোমার মঙ্গলানন্দোৎপন্ন এই বিচিত্র জগৎ কি আশ্চর্য্য রচনা! কি নিরুপম কৌশল! কি অনন্ত ব্যাপার! ভূরি ভূরি গূঢ় কার্য্য সহিত এই এক ভূলোকই কি প্রকাণ্ড পদার্থ! এই ভূমণ্ডল

অপেক্ষা অতুল পরিমাণে বৃহত্তর কত অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য লোক গগনমণ্ডলে বিস্তৃত রহিয়াছে! অন্ধকার রজনীতে ঘনবর্জ্জিত আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র-গহন কি অগণ্যরূপে প্রকাশ পায়! নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, সূর্য্যের পর সূর্য্য! এমত সূর্য্য-সকলও আছে, যাহারদিগের রশ্মি নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে অদ্যাপি আসন্ন হইতে পারে নাই! হে জগদীশ্বর! তোমার শক্তি বাক্য মনের অগোচর! এমত ব্রহ্মাণ্ড তুমি এক কালে সৃজন করিলে, তুমি চিন্তা করিলে আর এ সমস্ত তৎক্ষণাৎ হইল! তোমার জ্ঞানের কথা কি কহিব? যখন এক বৃক্ষপত্রের রচনা আমরা এক্ষণ পর্য্যন্তও সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে পারি নাই, তখন আমরা তোমার জ্ঞান-সমুদ্র সন্তরণ দ্বারা কি প্রকারে পার হইব? দিবা রাত্রি ও ষড়্‌ ঋতুর কি সুচারু বিবর্ত্তন! পঞ্চভূতের পরস্পর সামঞ্জস্য কি চমৎকার নিয়ম! জীব-শরীর কি পরিপাটি শিল্পকার্য্য! মনুষ্যের মন কি নিগূঢ় কৌশল! তুমি সৃষ্টির সময়ে যে সকল নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিলে, অদ্যাপি সেই সকল নিয়ম দ্বারা জগতের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে; প্রথম দিবসে তোমার সৃষ্টি যেরূপ মনোহর-দর্শন ছিল, অদ্যাপি তাহা সেইরূপ মনোহর-দর্শন রহিয়াছে। মহৎ তোমার কীর্ত্তি, জগদীশ্বর! অনন্ত তোমার মহিমা! কোন্ মন তোমাকে অনুধাবন করিতে পারে? কোন্ জিহ্বা তোমাকে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়?" যখন ঈশ্বরের কার্য্য আলোচনা করিয়া মন এ প্রকারে আপনা হইতেই সেই পরম পাতার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে, তখন সে কি বিপুল ও বিমলানন্দ সম্ভোগ করে! যাঁহার করুণারূপ পূর্ণচন্দ্র আমারদিগের সকলের প্রতি

সমানরূপে কিরণ বর্ষণ করিতেছে, যিনি ইহকালে মঙ্গল বিতরণ করিয়া পরকালে ক্রমে অধিকতর মঙ্গল বিতরণ করিবেন, যিনি অবশেষে আমারদিগকে এক আনন্দ-পরিচ্ছদ প্রদান করিবেন যাহা কখনই জীর্ণ হইবে না, তাঁহাকে প্রীতি-রূপ পুষ্প দ্বারা পূজা না করিয়া আর কাহার পূজা করিব? কর্ত্তব্য কর্ম্ম অথচ পরমোৎকৃষ্ট আনন্দ-জনক ব্রহ্মোপাসনা সুচারুরূপে সম্পাদন করা, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যাহাতে উত্তরোত্তর গাঢ় হয়, তাঁহার প্রত্যক্ষ ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্থায়ী হয়, এমত অভ্যাস করা জীবনের মুখ্য কর্ম্ম হইয়াছে। প্রতীতি হইতেছে যে পরমেশ্বর যে নিত্য পূর্ণ সুখের অবস্থা আমারদিগকে প্রদান করিবেন তাহার সুখ কেবল এই সুখ। হে পরমাত্মন্! প্রীতি-পূর্ণ মনের সহিত তোমার আলোচনার সময়ে যে সুস্নিগ্ধ সুনির্ম্মল মহদানন্দ দ্বারা চিত্ত কখন কখন প্লাবিত হয়, তোমার নিকটে এই প্রার্থনা যে সেই আনন্দই তুমি চিরস্থায়ী কর, তাহা হইলে আমি পরিত্রাত ও কৃতার্থ হইলাম।

কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনাতে এ প্রকার আনন্দ প্রতিভাত হয় না, এ প্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যদ্যপি সেই উপাসনার এক প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন না হয়। যেমন রাজার নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া তাঁহাকে কেবল অভিবাদন করিলে তাঁহার নিকট তাহা গ্রাহ্য হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে সে উপাসনা তাঁহার গ্রাহ্য হয় না। অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে ঈশ্বর-জ্ঞান তাহাতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় না। "জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।"

ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে এক্ষণে অনেকের দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞান কোন আমোদ-জনক বিদ্যার ন্যায় অলোচিত হইয়া থাকে, কার্য্যের সময় তাহা কিছুই প্রকাশ পায় না। হে পাপাসক্ত ব্যক্তি! নরক-স্বরূপ তোমার মনের সহিত সেই পরিশুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে কি প্রকারে তোমার ভরসা হয়? সুমধুর স্বরে অতি পরিপাটী রূপে বেদ পাঠই কর, আর ভূরি ভূরি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্লোক কণ্ঠস্থই থাকুক, আর সুচারুরূপে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের সন্দেহ সুতর্ক দ্বারা নিরাকরণই কর, তথাপি অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে? বরঞ্চ পরমেশ্বর অজ্ঞ পাপী অপেক্ষা বিদ্বান্ পাপীর প্রতি অধিক রুষ্ট হয়েন। অন্ধ ব্যক্তি কূপে পতিত হইয়া থাকে; চক্ষু থাকিতে কূপে পতিত হইলে কোন প্রকারে ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না। বিদ্বান্ পাপী অপেক্ষা অজ্ঞ সাধু মহত্তর ব্যক্তি। হে বিদ্বান্! আমি মানিলাম যে তুমি বিবিধ শাস্ত্রে অতি ব্যুৎপন্ন, জ্ঞানোপদেশ প্রদানে অতি দক্ষ, নানা শাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি সমীচীন শ্লোক-সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে আশ্চর্য্যে স্তব্ধ করিতে পার, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার চরিত্র শোধন না কর, তোমার ব্যাখ্যাত উপদেশ-সকল কার্য্যেতে পরিণত না কর, সে পর্য্যন্ত তুমি কেবল এক গ্রন্থবাহক চতুষ্পদ তুল্য। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। পরমাত্মা ইন্দ্রিয়-লোল ব্যক্তি দ্বারা কখন লব্ধ হয়েন না। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ"। অশান্ত অসমাহিত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। ঈশ্বরের নিয়ম কি

সুচারু, কি সুখাবহ! মন রিপু-সকল বশে রাখিয়া ও হিতৈষণা দ্বারা আর্দ্র থাকিয়া কি সুস্থ ও প্রফুল্লতা দ্বারা, জ্যোতিষ্মাণ থাকে! ইন্দ্রিয় নিগ্রহে, চরিত্র শোধনে প্রথম অনেক কষ্ট হয় বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহজ হইয়া পরিশেষে অপর্য্যাপ্ত সুখ-লাভ হয়। অদ্য তুমি নিত্য আচরিত কুকর্ম্ম হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া নিবৃত্ত হও, কল্য নিবৃত্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে; এইরূপ তুমি ক্রমে পাপরূপ পিশাচীর দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। ধর্ম্মাচল আরোহণ করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু তাহাতে আরোহণ করিলে শান্তির সুমন্দহিল্লোলসেবিত পরমোৎকৃষ্ট আনন্দ-কুঞ্জে অবস্থিতি করত মুমুক্ষু ব্যক্তি কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হয়েন তাহা বর্ণনাতীত। ইহা নিঃসন্দেহ যে সেই আনন্দের স্বরূপ যদি এক বার পাপাত্মা ব্যক্তির মনে প্রতিভাত হয়, তবে সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে বিরত হইতে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হয়। ধর্ম্ম কি রমণীয় পদার্থ! ধর্ম্মের কি মনোহর স্বরূপ! "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, ধর্ম্মাৎ-পরং নাস্তি" ধর্ম্ম সকলের পক্ষে মধু-স্বরূপ, ধর্ম্ম হইতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। "হে পরমাত্মন্! মোহ কৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্মপালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কলিকাতা সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

---

১১ মাঘ ১৭৭২ শক।

মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে তিনি মধ্যে মধ্যে আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েন। কত দূর আমি পাপ হইতে বিরত হইয়াছি; কত দূর আমার ধর্ম্মপথে মতি হইয়াছে; কত দূর পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি জন্মিয়াছে; এই প্রকার আত্ম-জিজ্ঞাসা অত্যন্ত আবশ্যক। যখন বিষয় কর্ম্মের বিরাম হয়, যখন আমোদ-কোলাহল শ্রুত হয় না, তখন নির্জনে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে আমার জীবন এত অধিক গত হইল কিন্তু মনুষ্য-নামের কত দূর উপযুক্ত হইলাম, মন কত দূর পরিষ্কৃত হইল, সম্মুখে যে অশেষ নিত্য কাল রহিয়াছে, তাহার নিমিত্তে কি সম্বল করিলাম! দেখা যাইতেছে যে সাংসারিক বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিলে সে প্রীতির সার্থকতা হয় না। যাঁহার গুণবতী প্রিয়তমা ভার্য্যার বিয়োগ হইয়াছে, কিম্বা যিনি সাংসারিক দুঃখকে নিরাশ করিবার একমাত্র উপায়-স্বরূপ প্রিয়তম বন্ধুকে হারাইয়াছেন, কিম্বা বৃদ্ধাবস্থার যষ্টি-স্বরূপ যাঁহার উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তিনিই জানিয়াছেন যে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ক্ষণ-ভঙ্গুর পদার্থের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিবার সার্থকতা কি? হা! আমরা এখনও পর্য্যন্ত কি

নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? নিত্য কালের তুলনায় এই জীবন কি পল মাত্র নহে? ঐহিক ঐশ্বর্য্যের সহিত কি পরম পুরুষার্থের তুলনা হইতে পারে? হে কর্ম্মদক্ষ পুরুষ! আমি স্বীকার করিলাম যে বিষয় কর্ম্মে তুমি অতি সুচতুর, কিন্তু যে চতুরতার ফল নিত্যকাল পর্য্যন্ত উপভোগ করিবে, সে চতুরতা কত দূর আয়ত্ত করিলে? হে বিদ্বান্! আমি স্বীকার করিলাম যে তুমি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা আপনার চরিত্রকে পবিত্র করা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা আপনার মনকে পরব্রহ্মের প্রিয় আবাসস্থান করা যায়, সে বিদ্যাতে তোমার কত দূর ব্যুৎপত্তি হইয়াছে? পাপ প্রবেশ সময়ে আমারদিগের সতর্ক হওয়া উচিত; ইন্দ্রিয় নিগ্রহে—চরিত্র শোধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া উচিত; প্রত্যহ আত্ম-জিজ্ঞাসা করা, আত্ম-সংবাদ লওয়া উচিত; পূর্ব্বকৃত পাপ সকলের নিমিত্তে অনুতাপ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করা আমারদিগের আবশ্যক, যে তিনি পাপাদিগের পক্ষে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক হয়েন; যে যদ্যপি আমরা পূর্ব্বকৃত পাপ জন্য অনুতাপ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত না হই, তবে আমারদিগের আর নিস্তার নাই। "হে পরমাত্মন্! তোমার আজ্ঞা অন্যথা করিয়া পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার শাস্তিভয়ে কোথায় পলায়ন করিব? গুহা কি গহ্বরে, কাননে কি সমুদ্রে, কি পরলোকে, সর্ব্বত্র তোমার রাজ্য, সর্ব্বত্রই তোমার শাসন বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল তোমার করুণার উপর—তোমার মঙ্গল-স্বরূপের উপর আমার নির্ভর, পাপ তাপ হইতে আমার মনকে মুক্ত কর, এমত পাপা-

চরণ আর করিব না।" এই প্রকার অনুতাপ করিলে এবং ভবিষ্যতে পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে করুণা-পূর্ণ পরম পিতা আত্ম-প্রসাদ রূপ অমৃতরস সেই ব্রণক্লিন্ন চিত্তোপরি সিঞ্চন করেন। নিষ্পাপ হওয়া, চরিত্র শোধন করা মহৎ কর্ম্ম হইয়াছে। নিষ্পাপ না হইলে—চরিত্রকে পবিত্র না করিলে, ব্রহ্মেতে মনের প্রীতি হয় না, সুতরাং সেই পরম সুখ লাভ হয় না, যেখানে "নবাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ" যে সুখ মনেতে অনুভব করা যায় না, যে সুখ বাক্যেতে বর্ণনা করা যায় না, যে সুখ প্রাপ্তি সকল কামনার শেষ হইয়াছে। অতএব, হে ব্রাহ্ম-সকল! তোমরা আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিয়া কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হও এবং আপনার মনকে পবিত্র করিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের সহবাসী হইবার উপযুক্ত হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

৬ ভাদ্র ১৭৭৫ শক।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত

প্রীতি কি রমণীয় বৃত্তি! এই উৎকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থতা কোন মর্ত্ত্য পদার্থ দ্বারা হয় না। অতএব মন স্বভাবতঃ তাঁহারই প্রতি ধাবিত হয়, যাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, যিনি পূর্ণ ও পরিশুদ্ধ, যিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। যখন আমরা বিবেচনা করি যে যিনি নিত্য ও নির্ব্বিকল্প, পরিশুদ্ধ ও পরাৎপর, তিনিই আমারদিগের জীবনের কারণ ও সকল সুখদাতা, তিনিই আমারদিগের পিতা ও সুহৃৎ, তিনিই প্রত্যেক শ্বাস ও প্রশ্বাসে আমারদিগের উপকার করিতেছেন, তিনিই শিশু সন্তানের রক্ষার এক মাত্র উপায়-স্বরূপ মাতার মনে প্রগাঢ় স্নেহ স্থাপন করিয়াছেন, তিনি কি পুণ্যবান্ কি পাপী সকলেরই পালনার্থ তৃষিত মেদিনীর উপর অমৃতরূপ বারিধারা বর্ষণ করেন, তিনিই সকল প্রীতির প্রস্রবণ, তিনিই প্রেমস্বরূপ; তখন মন তাঁহারই প্রতি প্রীতিপ্রবাহ প্রবাহিত করিতে স্বভাবতঃ অগ্রসর হয়। যখন সুখ কেবল প্রীতিতেই আছে, তখন যিনি সকল পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার প্রতি প্রীতিতে অত্যন্ত সুখ, তাহার সন্দেহ নাই; অতএব তাঁহাকে একান্ত প্রীতি করা কি পর্য্যন্ত না কর্ত্তব্য হইয়াছে। ইহা যথার্থ বটে যে পুত্র ও

বিত্তের প্রতি প্রীতি ঈশ্বরের নিয়মানুগত, কিন্তু এ সত্য যেন সর্ব্বদা আমারদিগের মনে জাগরূক থাকে যে পুত্র ও বিত্ত হইতে অনন্ত গুণে এক প্রিয় পদার্থ আছেন, যিনি আমারদিগের পরম বন্ধু, যিনি শোভা ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত সমুদ্র ও কেবল যাঁহার সহিত সহবাসের ভূমা সুখ মনের অনন্ত আশাকে পূর্ণ করিতে পারে, আর যিনি আমারদিগের পরা গতি হয়েন।

ঈশ্বর-প্রীতির লক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম নিষ্ঠা। ঈশ্বরকে পিতা মাতা সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার উপাসনায় কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হওয়া, তাঁহার সহিত সহবাস ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্ত হইতে না পারা, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহা ব্যতীত আর অন্য কিছু প্রার্থনা না করা, তাঁহাকে পাইবার জন্য সতৃষ্ণ হওয়া ঈশ্বর-প্রীতির যথার্থ লক্ষণ হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি কেবল কৃতজ্ঞ হইলে যে তাঁহাকে প্রীতি করা হইল এমত নহে; প্রীতি কৃতজ্ঞতা হইতে উচ্চ ও ব্যাপকভাব। এইং ভাবে কৃতজ্ঞতা ভুক্ত আছে; এই ভাব প্রকৃত ধর্ম্মের জীবন-স্বরূপ হইয়াছে। যাঁহার মন সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরেতে অর্পিত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার নিকট তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে মহান্ আনন্দ অনুভব হয়, যাঁহার বিশুদ্ধ চিত্ত হইতে অন্তঃস্ফূর্ত্ত্য ঈশ্বর-গুণ-কীর্ত্তন সর্ব্বদা উদ্ভূত হইতে থাকে, যাঁহার মন তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বরের নিকট অহর্নিশি সঞ্চরণ করে ও তাঁহাতে রমণ করে; তাঁহাকেই পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বলা যায়। সর্ব্বদা তাঁহার প্রসঙ্গ করিতে তিনি অত্যন্ত ইচ্ছু, কারণ তাঁহার সকল ক্রীড়া ও সকল আমোদ, সকল রতি ও সকল সুখ, সেই এক স্থানে একত্রীভূত হইয়াছে। সাংসারিক

গুরু বিপদও তাঁহার মনকে তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, কারণ তিনি সেই পদার্থ পাইয়াছেন, যাহা লাভ করিলে অপর লাভ লাভ জ্ঞান হয় না, যাঁহাতে স্থিত থাকিলে গুরু দুঃখও মনকে বিচলিত করিতে পারে না।

যাঁহার প্রিয় ঈশ্বর, ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎও তাঁহার প্রিয়; যাঁহার প্রীতি ঈশ্বরেতে স্থাপিত হয়, তাঁহার প্রীতি অতি বিশুদ্ধ হইয়া সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত হয়। যেখানে অন্য লোকে ধনের বা যশের বা মানের বা সাংসারিক সুখের নিমিত্ত কর্ম্ম করে, তিনি সেখানে কেবল তাঁহার উদ্দেশেই কার্য্য করেন। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যই তাঁহার প্রিয়কার্য্য, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই তাঁহার লক্ষ্য।

সাধুসঙ্গ ঈশ্বর-প্রীতির দ্রঢ়য়িতা। ঈশ্বর-প্রীতি মনেতে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য সর্ব্বদা সেই সঙ্গে থাকা উচিত, যেখানে তাঁহার কথা সর্ব্বদা উপস্থিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন, ব্রহ্মপ্রীতির উদ্দীপন, সাধু সঙ্গ ব্যতীত আর কি প্রকারে হইতে পারে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" সঙ্গের গুণ এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না। কোন মনুষ্যের সঙ্গীকে জানিলে বলা যাইতে পারে যে সে কি প্রকার মনুষ্য। যখন সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ নিকেতনে প্রত্যাগমন করিলে সেই সঙ্গের অভাবে মনে ক্ষোভ উপস্থিত হইবে, তখন নিশ্চয় জানিবে যে তোমার কল্যাণ হইবার পথ হইয়াছে। সাধুসঙ্গে পরম রমণীয় অপরিসীম আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে সাধু ব্যক্তির অধিষ্ঠান-রূপ পূর্ণচন্দ্র উদয়, যেখানে ঈশ্বর-মহিমা-বর্ণন রূপ শ্রবণ-মনোহর সঙ্গীত শ্রুত হইতে

থাকে, যেখানে আমাদিগের প্রকৃত স্বদেশের সুমন্দ সুগন্ধ সমীরণের আভাস প্রভাহিত হইতে থাকে, সেখানে সুখের অভাব কি ?

ঈশ্বর-প্রীতির ফল ঐহিক ও পারত্রিক সুখ। প্রিয়তমের জগতে কি ভয় ও কি দুঃখ, এমত মনে করিয়া ঈশ্বর-প্রেমী সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকেন। সকলেই প্রীতি-স্বরূপ পদার্থের কার্য্য জানিয়া তিনি জগৎকে নিরন্তর প্রীতির নয়নে দেখেন; তিনি জগৎকে কি অনির্ব্বচনীয় দৃষ্টিতে দেখেন তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার দৃষ্টিতে তাঁহার প্রিয়তমের সূর্য্য কি শোভার সহিত উদিত হয়, তাঁহার প্রিয়তমের পূর্ণচন্দ্র কি পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণকে আহ্লাদিত করে, তাঁহার প্রিয়তমের সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোল তাঁহার নিকট কি উল্লাস বহন করে, তাঁহার প্রিয়তমের অটবী-নিসৃত বিহঙ্গ-কুজিত সুশব্দ তাঁহার হৃদয়ে কি আহ্লাদ সঞ্চার করে, তাহা তিনিই জানেন; অন্য লোকে তাহা কি অনুধাবন করিবে ? বিশেষতঃ পারত্রিক দৃষ্টি যাহা অন্যের সম্বন্ধে এক ক্ষীণ প্রতীতি মাত্র, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এক দৃঢ় প্রত্যয়, সেই পারত্রিক সুখাশা সদানন্দরূপ অমৃত দ্বারা তাঁহার চিত্তকে নিরন্তর সুধাভিষিক্ত রাখে; পারত্রিক সুখ প্রত্যাশারূপ চন্দ্র তাঁহার দুঃখ-রজনীকে সুস্নিগ্ধ সুরম্য জ্যোতি দ্বারা আবৃত করে। তাঁহার হৃদয়স্থিত পুণ্য পাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তাঁহাকে সর্ব্বদা এই আশ্বাস-বাক্য বলিতেছেন যে " খিন্ন হইবে না, আমার যে ভক্ত সে কখন বিনাশ পাইবে না"। যে সকল কুতর্কবাদিদিগের মানসিক নয়নে পরকাল কোন প্রকারেই প্রতিভাত হয় না, তাহাদিগের মধ্যে তিনি

প্রতিষ্ঠ হইয়া বলেন ; যে আমার যে সুহৃৎ, আমার যে শরণ, তিনি আমাকে কখনই বিস্মরণ হইবেন না, তিনি তাঁহার উৎসাহ-জনন আহ্লাদকর মুখ দ্বারা চিরকাল আমাকে রক্ষা করিবেন। শীত ঋতুর অবসানে যখন বসন্ত-সমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন যে অননুভূত-পূর্ব্ব অপূর্ব্ব সুখানুভব হয়, সেই প্রকার সংসাররূপ শীত ঋতুর অবসানে মোক্ষরূপ বসন্তের উদয়ে যে একাননুভূত-পূর্ব্ব বাক্য মনের অগোচর সুখ সম্ভোগ হইবে, তাহার প্রত্যাশাতে তাঁহার মন সর্ব্বদা সন্তোষামৃত উপভোগ করে ; মোক্ষ-প্রতিপাদক বাক্য শুনিলে বিদেশীয় নগরে স্বদেশীয় রাগিণীর গীত শ্রবণের ন্যায় অথবা বিদেশীয় অরণ্যে স্বদেশীয় পুষ্পের আঘ্রাণ পাওয়ার ন্যায় তাঁহার ভাব হয়। তিনি এই ঈশ্বর-প্রীতিরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় ও জগতের প্রিয় হইয়া সদানন্দ-চিত্ত থাকেন। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।" ইনি ইহার জননীকে কৃতার্থ করেন, এই বসুন্ধরাতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বসুন্ধরাকে পুণ্যবতী করেন। অতএব হে গুরুভারাক্রান্ত মনুষ্য সকল! প্রীতিরূপ পুষ্প দ্বারা সেই পরম পাতার উপাসনা কর যে আরাম পাইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মেদিনীপুরস্থ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৬ শক।

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ।
তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ যা।

পুণ্যই মনের প্রকৃতাবস্থা, পাপই মনের বিকৃতাবস্থা। যাহার মন পাপ দ্বারা বিকৃত হইয়াছে, সে পুণ্যের মনোহর সুখাস্বাদনে অসমর্থ। যে ব্যক্তি এমন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, যাহাতে মৃত্তিকা ভক্ষণ ভাল লাগে, সে সুস্বাদ মিষ্টান্ন ভক্ষণে কোন সুখ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত আলস্য-শয্যায় পতিত থাকিতে ভাল বাসে, সে প্রাতঃকালে সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন ও বিচিত্র বর্ণ বিভূষিত বেশে প্রভাকরের সুরম্য উদয় দেখিতে অনিচ্ছু। যে ব্যক্তি চন্দ্রাতপ নিম্নে উৎসবসমাজে বর্ত্তিকার আলোকে নিত্য কাল ক্ষেপণ করিতে ভাল বাসে, সে সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করত রমণীয় পুষ্প-কাননে ভ্রমণ করিতে চায় না। যিনি পাপ-পঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিশুদ্ধ পুণ্য-পদবীতে আরোহণ করেন, তিনিই জানিতে পারেন মনের সুস্থ অবস্থা কি, আর অসুস্থ অবস্থাই বা কি। তিনি অশুদ্ধ তড়াগের বদ্ধ জল পান পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বত পার্শ্বে বিনির্গত পরম পবিত্র উজ্জ্বল উদক পান করিয়া তৃপ্তি-সুখ লাভ করেন, তিনি গ্রীষ্মজনক ক্ষুদ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া সেই রমণীয় কাননে স্থিত হয়েন, যেখানে আত্ম-প্রসাদরূপ সুগন্ধ সমীরণ

সর্বক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে ও আশারূপ বৃক্ষ মনোহর মুকুল ধারণ করিয়াছে। শারীরিক রোগের সহিত পাপরূপ রোগের প্রভেদ এই, যে শারীরিক রোগ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু এই পাপরূপ রোগ বিষয়ে অনেকের তদ্রূপ হয় না। যে শৃঙ্খল-বদ্ধ ক্ষিপ্ত আপনার শৃঙ্খলকে চুম্বন করত স্বীয় অবস্থাতে আহ্লাদ প্রকাশ করে, তাহার দশা কি কৃপার বিষয়! আহা! এ দারুণ রোগ হইতে বিমুক্ত হইবার উপায় কি? এক উপায় আছে। যেমন অনেক দিবস সুপথ্য সেবন ও নির্দ্দিষ্ট ব্যায়াম সম্পাদন দ্বারা রোগী-সকল শারীরিক উৎকট রোগ হইতে বিমুক্ত হয়, সেইরূপ ক্রমাগত বিরতি অভ্যাস ও সাধুসঙ্গ সেবন দ্বারা পাপরূপ রোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারা যায়। আমরা যত্ন করি কই? এ গুরুতর বিষয়ে যেরূপ যত্ন করা আবশ্যক, তাহার শতাংশের একাংশও করি না। কেবল পুণ্যের মনোহর গুণ ব্যাখ্যান, পাঠ বা শ্রবণ ও তাহার সুললিত সৌন্দর্য্য বর্ণন করিলে কি হইবে? পুণ্য অনুষ্ঠাতব্য পদার্থ, আমাদিগের তাহা অভ্যাস করিতে হইবে। আমারদিগের এ বিষয়ে আর অবহেলা করা উচিত হয় না। কাল যাইতেছে, মৃত্যু সন্নিকট। অদ্য রাত্রি আমাদিগের মধ্যে কাহার শেষ রাত্রি হইবে, কে বলিতে পারে? কল্য কেন? পরশ্ব কেন? অদ্য রাত্রি অবধি কেন আমরা প্রতিজ্ঞারূঢ় না হই যে আমরা পাপের দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হই—মনুষ্য হই—মহৎ হই—সেই অমৃত ধামের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করি? যিনি অদ্য এ স্থান হইতে এমত স্থায়ি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, তিনিই যথার্থ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, তিনিই আমার প্রণিপাতের যোগ্য। এই অনা-

বৃত বায়ুর ন্যায় তাঁহার আশা অনাবৃত হইবে ; এই অনন্ত আকাশের ন্যায় তাঁহার সুখ অনন্ত হইবে। তিনিই জানিতে পারিবেন, যে পুণ্য কেন "প্রানদ" শব্দে উক্ত হইয়াছে ; আর পুণ্য কি অপূর্ব্ব গতির সহায় হইয়াছে।

পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যং স্থানংস্ম গচ্ছতি। পুণ্য প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সংসারের অনিত্যতা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

---

১৯ চৈত্র ১৭৬৮ শক।

স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।

প্রীতির শৃঙ্খল সর্ব্বব্যাপী; এই শৃঙ্খলে সকল পদার্থই বদ্ধ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনিত্য বস্তুর প্রীতি প্রেম দৃঢ়বদ্ধ করিয়া অনেকে ক্রন্দন করিতেছে।

অনিত্য বস্তুর প্রতি মোহান্ধপ্রেম অনেক যন্ত্রণাদায়ক, কারণ অনিত্য বস্তুর কোন স্থিরতা নাই। অদ্য রাজা, কল্য দরিদ্র; অদ্য মহোল্লাস, কল্য হাহাকার; অদ্য অভিনব বিকশিত পুষ্প-তুল্য লাবণ্যযুক্ত, কল্য ব্যাধি দ্বারা শুষ্ক ও শীর্ণ; অদ্য পুত্রের সুচারু বদন দর্শন করিয়া আনন্দিত হওয়া, কল্য তাহার মৃত শরীরোপরি অশ্রু বর্ষণ করা; অদ্য পুণ্যবতী রূপবতী প্রিয়-বাদিনী ভার্য্যার সহবাসে সুখেতে দ্রব হওয়া, কল্য তাহার লোকান্তর গমনে কেবল মনে তাহার প্রতিমা মাত্র হইল, ইহাতে হৃদয়কে বিদীর্ণ করা; হায়! হায়! কিছুই স্থির নাই। ঐ যুবা পুরুষ যিনি কর্ম্মভূমিতে প্রথমারোহণ কালীন সৌভাগ্য বশতঃ বিষয় ও আমোদের অনুগত হইয়া সময়ের সহিত ক্রীড়া করি-তেছেন, পৃথিবী যাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট বর্ণদ্বারা ভূষিত হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোল যাঁহার নিকটে উল্লাস

বহন করিতেছে, আশাতে যাঁহার প্রফুল্ল চিত্ত নৃত্য করিতেছে, হা! তিনি এই হর্ষের বত্মে আর কত দিন ভ্রমণ করিবেন? শমন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে পদনিক্ষেপ করিতেছে। অদ্য বুধবাসরে এই সমাজে আমরা যে উপবিষ্ট আছি, সকলেই কি আগামী বুধবাসর পর্য্যন্ত অবশ্যই জীবিতবান্ রহিব? হা! এ সংসারের এই সকল নিগূঢ় ভাব ভাবিতে হইলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে, বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইয়া মনের বৃত্তি সকল স্তব্ধ হয়, বিষাদঘন দ্বারা জগৎ আবৃত হইয়া অন্ধীভূত হয়।

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এ প্রকার দুর্ভাবনার এক মাত্র ঔষধ স্বরূপ হইয়াছে। যিনি ঈশ্বরের সহিত প্রীতি করেন, তিনি কখন শোক করেন না; তিনি সকল বস্তুকে অনিত্য জ্ঞান পূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরকে নিত্য জানিয়া সংসারের কণ্টকময় পথে লৌহ-দণ্ডের ন্যায় গমন করেন; দুঃখ তাঁহার নিকটে সঙ্কুচিত হয়। স্ত্রী পুত্র বন্ধু পরিজন তিনি পান্থশালার আত্মীয়ের ন্যায় জ্ঞান করেন। ধন অপহৃত হইলে তাঁহার কি হইবে? তিনি তাঁহার ধন এমন স্থানে সংস্থিত করিয়াছেন যেখানে অপহরণ অসম্ভব, যেখানে কাল পর্য্যন্ত আপনার হরণশক্তি প্রকাশ করিতে পারে না। যদ্যপি তিনি ক্বচিৎ ঘোরতর রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন, তথাপি তিনি ভীত হয়েন না; তিনি এইরূপ বিবেচনা করেন যে যদ্যপি দুর্ঘটনা অত্যন্তই হয়, তবে মৃত্যুই হইবেক, ইহার অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? কিন্তু মৃত্যুকে তিনি সুখের বিষয় জ্ঞান করেন, কারণ প্রেমানন্দ বিশিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় লোকে তাঁহার আত্মা ধাবিত হইতে ব্যগ্র রহিয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বর-প্রীতির অনুপম শক্তি দ্বারা কেবল আপনার ক্লেশ ক্ষীণ করেন এমত নহে ; প্রবোধ দ্বারা অন্যের দুঃখ সান্ত্বনা করিতে যত্নবান্ হয়েন। কোন স্থানে এক যুবা তাঁহার শান্তা সুশীলা প্রিয়তমার শমনাধিকৃত মুখচন্দ্র নেত্র-সলিলে আর্দ্র করিতেছেন ; তাঁহাকে সেই ধীর ব্যক্তি এইরূপ কহেন, যে হে ভগ্নচিত্ত! তুমি কাহার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেছ? তোমার প্রিয়তমার কি বিয়োগ হইয়াছে? যিনি তোমার যথার্থ প্রীতির পাত্র, তাঁহার উপরে জন্ম ও মৃত্যুর অধিকার নাই ; সেই সৌন্দর্য্য সমুদ্রে মন নিমগ্ন কর, তাঁহার সহিত প্রীতি কর তবে নিত্য সুখ ভোগ করিবে ; মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ভঙ্গুর বস্তুর প্রতি জ্ঞানান্ধ হইয়া তোমার প্রেম স্থাপন করিবে না। কোন স্থানে এক তরুণ-বয়স্ক পুত্র উপার্জনশীল অথচ অসঞ্চয়ী পিতার দ্বারা সুখ স্বচ্ছন্দতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া আসিতেছিলেন, অকস্মাৎ পিতৃবিয়োগে আপনাকে সংসার মধ্যে একাকী ও নিরাশ্রয় দেখিয়া শোকেতে মুহ্যমান হইয়াছেন, তাঁহাকে সেই ধীর ব্যক্তি এইরূপ কহেন, যে হে যুবা! তুমি কাহার নিমিত্ত বিলাপ করিতেছ? তোমার পিতার কি বিয়োগ হইয়াছে? যিনি এই জগতের পিতা তিনিই তোমার পরম পিতা ; সাহসকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে স্মরণ কর ও তাঁহার নিয়ম পালন কর, তিনি তোমাকে সুখী করিবেন ও সংসারের বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। কোন স্থানে এক ব্যক্তি তাঁহার দুঃখার্দ্ধকারী ও সুখদ্বিগুণকারী বন্ধুর মৃত্যুতে পৃথিবীকে অরণ্য জ্ঞান করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছেন, তাঁহাকে সেই ধীর ব্যক্তি এইরূপ কহেন যে, হে শোকার্ত্ত! তুমি কাহার নিমিত্ত শোক করিতেছ? তোমার

পরিবর্ত্তন হইতেছে, ধন বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, শারীরিক সুস্থতা ও বীর্য্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, দুঃখের পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুখের পরিবর্ত্তন হইতেছে। যখন দুঃখভোগ করা যায় তখন এতদ্রূপ মনে হয় যে এ দুঃখের আর শান্তি হইবেক না, যখন সুখভোগ করা যায় তখন মনে হয় যে এ সুখের কি শেষ হইবে! কিন্তু দুঃখেরও পরিবর্ত্তন আছে, সুখেরও পরিবর্ত্তন আছে, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" এক দিবস অন্য দিবসের ন্যায় সমান নহে, এক বর্ষ অন্য বর্ষের ন্যায় সমান রূপে গত হয় না। যে স্থান পূর্ব্বে আনন্দগান দ্বারা ধ্বনিত হইত, তাহারা এইক্ষণে নিরানন্দ ও নিস্তব্ধ আর পূর্ব্বে যে সকল স্থান নিরানন্দ ও নিস্তব্ধ ছিল, তাহারা এইক্ষণে আনন্দগান দ্বারা ধ্বনিত। এক স্থানে নব সৌভাগ্য বিরাজ করিতেছে, অন্য স্থানে নব দুর্ভাগ্য হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে—শোচনাতে রাত্রিকে জাগরণাধিকরণ দিবস স্বরূপ করিতেছে। এক স্থানে নূতন ঐশ্বর্য্যবন্ত ব্যক্তির অট্টালিকা অপূর্ব্ব শোভা দ্বারা চক্ষু আমোদিত করিতেছে, অন্য স্থানে দুস্থ ধনাঢ্যের ভগ্ন নিকেতনোপরি অশ্বত্থ বৃক্ষ আপনার মূল-সকল নিবদ্ধ করিতেছে। বৃহৎ অরণ্য-সকল ছেদন হইয়া নগরের আধার হইয়াছে, মনুষ্য-কোলাহল-পূর্ণ নগর-সকল অরণ্যে পরিণত হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়াছে। এই স্থান যাহা এই ক্ষণে সুমধুর ব্রহ্মসংগীত দ্বারা পবিত্র হইতেছে, ইহাও কোন কালে অরণ্যস্থ ব্যাঘ্রের ভীষণ নিনাদ দ্বারা ধ্বনিত হইত। হা! কত কত সুশোভিত মহানগর জন-সমূহের কলরবে, ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যস্ততাতে পরিপূর্ণ ছিল, এইক্ষণে কতকগুলি ইষ্টক ব্যতীত

সেই সকল নগরের চিহ্ন মাত্রও নাই, কেবল বৃহৎ স্তব্ধ ক্ষেত্র বিস্তারিত আছে। পূর্ব্বকালে কত কত মহাবল পরাক্রান্ত গৌরবেচ্ছু ভূপাল-সকল আপনারদিগের প্রতাপে পৃথিবী কম্পবান করিয়াছিলেন—ভয়ঙ্কর নদী পর্ব্বত অরণ্য তুচ্ছ করত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া নূতন দারুণ জাতিদিগের মধ্যে জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন, সেই সকল ভূপালেরা এইক্ষণে কোথায় গমন করিয়াছেন! এদেশের ইংরাজ ভূপতিরা আপনাদিগের মহিমা কি বিস্তৃত করিয়াছেন! যাঁহারদিগের প্রতাপে পৃথিবীস্থ সকল জাতিরা ভীত, যাঁহারদিগের বাষ্পীয় রথ-সকল তড়িৎসম দ্রুত বেগে গমন করিয়া আরোহীদিগের মনোভীষ্ট অনতিবিলম্বে সুসিদ্ধ করিতেছে, যাঁহারদিগের বাষ্পীয় পোত-সকল জল ও বায়ুর অত্যাচার অতিক্রম করিয়া সাগর-বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক মহাবেগে গমনাগমন করিতেছে, যাঁহারদিগের জাতীয় পতাকা সমুদ্র-তরঙ্গ মধ্যে পোতোপরি সর্ব্বদাই উড্ডীয়মান দৃষ্ট হয়, এমত জাতিরও দোর্দণ্ড ও সৌভাগ্য কোন সময়ে বিনাশ পাইবেক, এমত জাতিরও প্রধান রাজধানীস্থ অপূর্ব্ব মহান্ অট্টালিকা-সকলের পতিত ভগ্নাবশেষোপরি উপবিষ্ট হইয়া অভিনব সভ্য জাতীয় লোক মানবীয় মহিমার অনিত্যতার প্রতি চিন্তা করিবেক। পূর্ব্বকালে কত কত কবি ছিলেন, যাঁহারা আপনারদিগের মানসোদিত শোভন ভাব সকল চিরস্থায়ী করিবার বাসনায় তাহা কাব্য প্রবন্ধে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, কত কত সুমধুর গায়ক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা আপনাদিগের ঐন্দ্রজালিক শক্তি দ্বারা চিত্তকে

সুখাদ্র করিতেন—মনকে পরম সুখে অবগাহন করাইতেন ; কত কত চিত্রকর ও ভাস্কর বিরাজ করিয়াছিলেন, যাঁহারা পট এবং প্রস্তরোপরি বস্তু-সকলের যথার্থ প্রতিরূপ আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, হা ! তাঁহারদিগের কোন কীর্ত্তি, কোন স্মরণীয় চিহ্ন বর্ত্তমান নাই, কোন বৃত্তান্ত নাই, নাম পর্য্যন্ত পৃথিবীতে লোপ হইয়াছে। পূর্ব্বকালে কত কত গৌরবান্বিত ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা অনিত্য মহিমা-জনিত প্রমাদ ও গর্ব্বে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিতেন, মৃত্যু ভাবনা তাঁহারদিগের মনে এক-কালে উদয়ই হইত না ; কিন্তু এইক্ষণে এমত স্থির নাই যে যে কোন ভূমি খণ্ডের উপর আমরা পদ নিক্ষেপ করি, তাহা কোন কালে কোন গৌরবান্বিত ব্যক্তির শরীরের অংশ না ছিল। পৃথি-বীতে যে সকল বস্তু অতীব সুখজনকরূপে বর্ণিত হয়, সে সকল বস্তু অচির। নবযৌবন অচির, সৌন্দর্য্য অচির, প্রেম অচির। হায় ! যে জ্ঞানি ও সাধু-চরিত্র বন্ধুর প্রত্যেক বাক্য সুধাময় জ্ঞান হয়, যাঁহাকে স্মরণ করিলে পুলকিত হইতে হয়, তিনি এই রঙ্গভূমি পৃথিবী হইতে কখন্ নিষ্ক্রান্ত হইবেন, কিছুই স্থির নাই। স্ত্রী পুত্র পরিবার ও বিষয় বিভব ঐশ্বর্য্যের কথা কি কহিব ? প্রত্যূষে দেখিলাম এক তরুণবয়স্ক পুত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেক, আশা ও ভরসায়, বাসনা ও কল্পনায়, বীর্য্য ও উদ্যমে পরিপূরিত, হায় ! সে শয্যায় আর সে শয়ন করিলেক না, সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার বীর্য্য ও উদ্যমপূর্ণ শরীর ভস্মসাৎ হইল। মধ্যাহ্ন সময়ে এক ঐশ্বর্য্য-শালী ব্যক্তি প্রফুল্ল বদনে উজ্জ্বল নয়নে বলিষ্ঠ চিত্তে কার্য্য স্থানে গমন করিলেন, কিয়দ্দণ্ড পরে তাঁহাকে বিষণ্ণ বদনে

ম্লান নয়নে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিতে হইল, তাঁহার কার্য্য ও ব্যবসায়ের বিনিপাতে তাঁহার আবাসবাটী তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের নিকেতন পর্য্যন্ত অন্যের আবাসস্থান হইল। পৃথিবীর সকল বস্তুই নাশের দুর্জ্জয় নিয়মের অধীন। এক এক সময়ে এতদ্রূপ বোধ হয় যে যে সকল পদার্থ শোভনতম তাহারাই নাশ্যতম।

যখন সংসারের অনিত্যতা মনে প্রকৃতরূপে প্রকাশ পায়, তখন কোথায় বা বেশ বিন্যাস? কোথায় হাস্য পরিহাস? কোথায় বা প্রেমবিলাস? কোথায় ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র শোভনতম আড়ম্বর? কোথায় প্রতাপ বিশিষ্ট পদের উচ্চ মহিমা? কোথায় নিজ যশ বিস্তারের বিবরণ শ্রবণ? কোথায় প্রিয়তম বন্ধুর বসন্তসম আহ্লাদকর সাক্ষাৎকার? কোথায় বা প্রিয়তমা ভার্য্যার সরল চিত্ত-দ্রবকারি প্রিয় ব্যবহার? কোথায় বা শিশু সন্তানের সুমিষ্ট অর্দ্ধস্ফুট ভাষা? কিছুতেই আর সুখী করিতে পারে না।

এমত সময়ে কেবল সেই এক সৎস্বরূপ পদার্থ ও তাঁহার সহিত নিত্য সহবাসের অবস্থা চিন্তা করিয়া চিত্ত সুস্থির হয়, যে পদার্থ আমারদিগের পরাগতি ও যে অবস্থাতে উত্থিত হইলে অখণ্ড শাশ্বত আনন্দ অনবরত উৎসারিত হইতে থাকে। মনুষ্যের যে নিজোন্নতির বাসনা আছে, তাহা মোক্ষাবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না; পূর্ণ পরিশুদ্ধ অবিনাশী ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন পদার্থের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া প্রীতির সার্থকতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সেই আমারদিগের নিত্যধাম; এ সকল

লোক কেবল ভ্রমণ পথে এক এক পান্থশালা মাত্র। উত্তপ্ত বিস্তীর্ণ বালুকা-ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ সময়ে শ্রান্ত পথিক যদ্যপি জ্ঞাত থাকেন যে কিয়দ্দূর পরেই হেমবর্ণ সুমিষ্ট ফলালম্বন তরুমান নির্ম্মল শীতল জল প্রস্রবণশালী এক রমণীয় উদ্যান আছে, তখন তিনি যদ্রূপ বর্ত্তমান ক্লেশকে ক্লেশ বোধ করেন না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি এই ক্ষণিক সংসার পার অখণ্ড আনন্দযুক্ত এক নিত্যধাম আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত জানিয়া সাংসারিক দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করেন না। হা! কি মনোরম কি শোভনতম দৃশ্যের দ্বার উদ্ঘাটন হইতেছে ও চিত্তকে অনির্দ্দেশ্য পরম সুখ দ্বারা প্লাবিত করিতেছে! হে পরমাত্মন্! "অসতোমা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়"।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

২৯ চৈত্র ১৭৭৬ শক।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবাযান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥
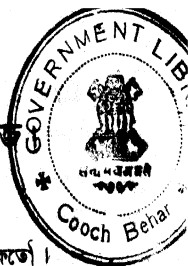
আহা! ঐ ওষ্ঠদ্বয় হইতে যে পরম পবিত্র তেজোময় অমৃত-ময় সদ্বক্তৃতা বিনির্গত হইয়া আমারদিগের চিত্তকে দ্রবীভূত করিত, তাহা আর বিনির্গত হইবেক না! ঐ চক্ষু, যাহা আনন্দোৎফুল্ল হইয়া সহস্র সহস্র মনে উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিত, তাহা আর দীপ্তি পাইবেক না! ঐ হস্ত, যাহা জগতের হিতজনক কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত, তাহার আর স্পন্দন হইবেক না! ঐ শরীর, যাহা প্রিয় গ্রন্থকারের প্রবন্ধ পাঠ সময়ে প্রেম-পুলকে লোমাঞ্চিত হইত, তাহা আর চৈতন্যের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিবেক না! কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যিনি কত ব্যক্তির ভর্ত্তা, কত ব্যক্তির প্রভু, কত ব্যক্তির সুহৃৎ, কত ব্যক্তির আশ্রয়, কত ব্যক্তির পথ-প্রদর্শক, কত ঐশ্বর্য্যের স্বামী ছিলেন, তিনি মৃত্যুরূপ ইন্দ্র-জালের যষ্টির একবার স্পর্শমাত্র ঐ সকল সম্বন্ধ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইলেন। মৃত্যু কি ভয়ানক শব্দ! সেই শব্দ উচ্চারণ মাত্র আমোদ-কোলাহল একেবারে স্তব্ধ হয়, রিপু-সকল কম্পিত কলেবরে ক্রন্দন করে, হৃদিস্থিত কামনা-সকল আর্ত্তনাদ করত মন হইতে অন্তর্হিত হয়। মৃত্যুর নিকট ব্যক্তির বিচার নাই। স্ত্রী ও পুরুষ, ধনী ও দরিদ্র, শূর ও

পণ্ডিত, গুরু ও শিষ্য, ভিষক্ ও রোগী, ক্ষীণ ও বলবান্, যুবা ও বৃদ্ধ, সুন্দর ও কুৎসিত, ধার্ম্মিক ও পাপী, সকলেই মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুর নিকট স্থানেরও বিচার নাই। মৃত্যু রাজভবনে প্রবেশ করে, মৃত্যু পর্ণকুটীরে সমাগত হয়। মৃত্যু যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাকে, কার্য্যালয়ে কর্ম্মচারীকে, গ্রন্থালয়ে পণ্ডিতকে, ধ্যানাগারে যোগীকে, ক্রীড়া-কাননে ভোগীকে, আক্রমণ করে। মৃত্যুর নিকট সময়েরও বিচার নাই। এখনই আমারদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ হয়, তাহা কে বলিতে পারে? এবিষয়ে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ব্বল। হে নিদারুণ মৃত্যু! তুমি সময়ের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য কর না। যখন নব উদ্বাহিত দম্পতীর প্রকৃত উদ্বাহ স্বরূপ পরস্পর প্রণয়ের সঞ্চার হইতে থাকে, তখনও তুমি তাহারদিগের একটীকে অপরের আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন কর; তুমি বৃদ্ধ পিতা মাতার ক্রোড় হইতে নব উৎসাহ-পূর্ণ আশা-বর্দ্ধক যৌবনান্বিত একটীমাত্র পুত্রও অপহরণ কর; তুমি নূতন কীর্ত্তিসম্পন্ন পুরুষকে তাহার সকল পরিশ্রম সার্থককারী পরম মনোরম পুরস্কার সাধারণ প্রশংসাধ্বনি উপভোগ করিতে দেও না। সম্পদের গৌরব, বিপদের লঘুত্ব; সম্রাটের প্রতাপ, কৃষকের ক্ষুদ্রত্ব; রাজার অত্যাচার, প্রজার সহিষ্ণুতা; প্রভুর দর্প, দাসের ধৈর্য্য; গুণির দম্ভ, নির্গুণের নম্রতা; ধনীর উল্লাস, দরিদ্রের ক্ষোভ; কর্ম্মঠের পরিশ্রম, অলসের নিরুদ্যম, সকলেরি পর্য্যাপ্তি মৃত্যুতে হইয়াছে।

মৃত্যু আমারদিগের সাংসারিক সমস্ত সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করে ও কোন ব্যক্তি তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে; এই জন্য

সকল শত্রু অপেক্ষা মনুষ্য তাহাকে অত্যন্ত ভয়ানক শত্রু জ্ঞান করে, কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিলে মৃত্যু আমারদিগের শত্রু নহে। তাহা কি শত্রু, যাহা সংসার-সমুদ্রের পরিবর্ত্তন রূপ ঊর্ম্মি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই শান্তি নিকেতনে যাইবার এক মাত্র পন্থা হইয়াছে, যাহা এই অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই নিত্য পূর্ণ সুখের অবস্থাতে যাইবার এক মাত্র সোপান হইয়াছে, যাহা সমুন্নত বৃত্তি সমন্বিত হইয়া ঈশ্বর জ্ঞান ও প্রীতিরস সম্যক্ রূপে পান করিবার একমাত্র উপায় হইয়াছে? সেই পূর্ণাবস্থাই যথার্থ জীবন, এই জীবন সেই জীবনের পথ-স্বরূপ। যেমন তামসী নিশার নিবিড় অন্ধকারে আবৃত কোন অজ্ঞাত রমণীয় কানন সুধাকরের উদয়ে উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান করে, সেইরূপ পারলৌকিক জীবনের স্ফূর্ত্তিতে মৃত্যুরূপ রজনীর অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া পারলৌকিক আনন্দে কৃতার্থ করে। কিন্তু পারলৌকিক সুখ ধার্ম্মিকের পক্ষে সম্ভব, পাপীর পক্ষে নহে। ধার্ম্মিক ব্যক্তির মৃত্যু শিশির বিন্দু পতনের ন্যায় নিঃশব্দ ও শান্ত, পাপী ব্যক্তির মৃত্যু সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় প্রচণ্ড ও উগ্র। যেমন উত্তপ্ত বালুকাময় বিস্তীর্ণ মরুভূমি পরিভ্রমণ সময়ে উপদ্বীপ-স্বরূপ তৃণ ও বৃক্ষাচ্ছাদিত প্রস্রবণশালী দূরস্থ ভূমি খণ্ডের প্রতি পথি-কের চক্ষুঃ স্থির থাকে, সেইরূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনশ্চক্ষু ইহ সংসারে পারলৌকিক সুখের প্রতি স্থির রহিয়াছে। অতএব সেই সুখ উপস্থিত হইবার উপক্রম সময়ে তিনি কেন দুঃখিত হইবেন? তাঁহার মৃত্যুর সহিত সেই অভাগার মৃত্যুর তুলনা কর, যে অন্তিম শয্যায় পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ

পূর্ব্বক অনুতাপ-বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া মনে করে "হা! আমি কোথায় যাইতেছি! আমার গতি কি হইবে! সকল সময় অতীত হইয়াছে! এক্ষণে আর উপায় নাই!" অতএব মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ রাখিয়া অল্পে অল্পে ইহ লোকে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক, যেহেতু ধর্ম্মই কেবল অন্তিম কালে ক্ষীণতার এক মাত্র অবলম্বন ও পরলোকের এক মাত্র সহায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

তিতিক্ষা ও সন্তোষ।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৯ শক।

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতোভবেৎ।

এই সুখ দুঃখময় পৃথিবীতে দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিরা এইরূপে খেদ করেন যে পৃথিবী কেবল দুঃখের আলয়; যে পৃথিবীতে রোগ জরা মৃত্যুর আর বিশ্রাম নাই, শোক বিলাপ ক্রন্দনের আর শেষ নাই—যে পৃথিবীতে এক অসুখের কারণ নিরাকরণ না করিতে করিতে অন্য এক অসুখের কারণ উপস্থিত হয়—যে পৃথিবীতে অজ্ঞান-তিমির ঘোরান্ধরূপে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—যে পৃথিবীতে প্রবল ভয়াবহ মোহতরঙ্গ মহা বেগে আগমন করিয়া চিত্ত-ক্ষেত্র প্লাবিত করত জ্ঞান ও ধর্ম্মের অঙ্কুর-সকল বিনষ্ট করে—যে পৃথিবীতে নিবাসি-সকল পরস্পরের প্রতি পরস্পর পিশাচস্বরূপ হইয়াছে—যে পৃথিবীতে প্রভুত্ব-মদ-গর্ব্বিত ব্যক্তির অবজ্ঞাচরণে মন অত্যন্ত কাতর হয়—যে পৃথিবীতে অসংখ্য ধনশালী ব্যক্তির অনাবশ্যক শোভা ও ইন্দ্রিয়-সুখদ দ্রব্যে পরিপূরিত অট্টালিকার নিকট পর্ণকুটীরস্থ দরিদ্রের অনাহারে প্রাণ বিয়োগ হয়—যে পৃথিবীতে নির্ম্মল নিত্য সুখের যে ইচ্ছা, সে কেবল ইচ্ছা মাত্র, কখন তাহা চরিতার্থ হয় না—যে পৃথিবীতে মান প্রীতি স্নেহ প্রাপ্তি কেবল মুদ্রা সংখ্যার প্রতি নির্ভর—যে পৃথিবীতে অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত আপনার সুহৃদ

হইতে ব্যাপক কাল দূর থাকা প্রযুক্ত কত সৌহার্দ্দের লোপ হয়—যে পৃথিবীতে কত কত সুন্দর যুবতনু মনোহর মুকুলের ন্যায় অসময়ে পতিত হইয়া ভূমিতে পরিণত হয়—যে পৃথিবীতে কত কত মহান্ ও সুচারু-বুদ্ধি, ব্যাধি ও বার্দ্ধক্যাবস্থা হেতু নত ও শ্রীহীন হয়;—মনের কি আশ্চর্য্য স্বভাব! কখন দুঃখেতে আকুল, কখন আনন্দ-হিল্লোলের আর শেষ থাকে না; যখন দুঃখেতে আকুল তখন বিষণ্ণ-বেশ-ধারিণী পৃথিবী কেবল দুঃখেরই আলয় বোধ হয়, যখন আনন্দের উৎস চিত্ত হইতে উৎসারিত হইতে থাকে, তখন সকল বস্তু আনন্দে পূর্ণ দেখিয়া মন কেবল আনন্দেরই মহিমা এইরূপে কীর্ত্তন করে যে পৃথিবী কি আনন্দ-ধাম! যে পৃথিবীতে এই শরীর বিষয়ক কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে শারীরিক সুস্থতা বোধের আর সীমা থাকে না—যে পৃথিবীতে রাজা অবধি কৃষক পর্য্যন্ত আপনাদিগের মনের আনন্দ গানে সর্বদা প্রকাশ করিতেছে—যে পৃথিবীতে কোন অভাব মোচন করিলে, কোন অসুখের কারণ নিরাকরণ করিলে আপনাদিগকে অতি স্বচ্ছন্দ বোধ করা যায়—যে পৃথিবীতে যতোধিক পরিশ্রম ততোধিক বিশ্রাম-সুখ, যদ্রূপ ক্লেশ তৎপরিমাণে আরাম প্রাপ্তি—যে পৃথিবীতে সংসার বিষয়ক জ্ঞান যত আয়ত্ত হয় তত তাহা ভবিষ্যতে কুশলের প্রতি কারণ হয়—যে পৃথিবীতে প্রচুর বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জন হইতে পারে—যে পৃথিবীতে সর্ব্বোপরি সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের জ্ঞান পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করা যায়—যে পৃথিবীতে যথার্থ শূরত্ব দ্বারা মোহকে জয় করিলে অতি উচ্চ ও বিমলানন্দের সম্ভোগ হয়—যে পৃথিবীতে কত কত সাধু ব্যক্তির দর্শন

হয়, যাঁহারা কি সুধীর, কি সুশীল, কি বিনয়ী, কি নির্দ্দোষ-চরিত্র, কি বৎসল, কি সরল স্বভাব! বোধ হয়, যেন কোন বিশেষ কারণ বশত দেবলোক হইতে আগত হইয়া এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহারদিগের মন সুস্থ ও পাপে অনাসক্ত এবং মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরে নির্ভর করে, তাঁহারা বস্তুর বিষণ্ণ ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন ভাব অবলম্বন করেন। যত কাল আনন্দে থাকা যায় তত কাল যথার্থ জীবন সম্ভোগ হয়, নতুবা দুঃখে যত কাল ক্ষেপণ হয় তত কাল তাহার পরিবর্ত্তে জীবন শূন্যই থাকা ভাল। সকল বস্তুর কল্যাণ রূপ দেখাই কল্যাণ সাধন; মঙ্গলালয় প্রিয়তম বন্ধুর সহবাসে থাকিয়া সর্বদা অকৃত্রিম প্রফুল্লাননে থাকাই পরম ধর্ম্ম। মনুষ্য যদি ইচ্ছা করে তবে অনায়াসে সুখী হইতে পারে, কিন্তু সে কি আশ্চর্য্য জন্তু, কেবল দুঃখ আনয়ন করিতে আপনার মনের বৃত্তি সকল সর্বদা ব্যস্ত রাখিয়াছে। মনুষ্য ধার্ম্মিক হউক, তবে দেখা যাইবে যে সে কি প্রকারে সুখী না হয়? যিনি যথার্থ ধার্ম্মিক হয়েন, তাঁহাকে যে অবস্থাতে ঈশ্বর রাখিয়াছেন, সেই অবস্থাতে আপনার পরম পাতার প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। ফলতঃ যথার্থ বিবেচনা করিলে সাংসারিক সকল অবস্থার সুখ দুঃখ সমান। ধনাঢ্য ব্যক্তির বাহ্য শোভা,—অপূর্ব্ব সুসজ্জিত অট্টালিকা, মনোহর উদ্যান, উৎকৃষ্ট বেশ ভূষা, শোভনতম যান, লোকের আড়ম্বর, বিখ্যাত নাম, উদ্যত ভৃত্য, পদানত বন্ধু ইত্যাদি দর্শন করিয়া মধ্যমাবস্থ ব্যক্তি মনে করেন যে ইনি ঈশ্বরের কি অনুগৃহীত ব্যক্তি, ইনি

কি সুখ সম্ভোগ না করিতেছেন ? কিন্তু হায় ! সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের বহুবিধ যন্ত্রণায় তাপিত হইয়া সেই মধ্যমাবস্থ ব্যক্তির স্বচ্ছন্দাবস্থা ও তাঁহার অল্প-প্রয়োজন-সূচক নিকেতনের নিমিত্ত সঙ্গোপনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস অবশ্যই পরিত্যাগ করেন। সংসারের এক অবস্থা হইতে তাহার অব্যবহিত উপরের অবস্থাতে উত্থিত হইলে মান বৃদ্ধি হইয়া সুখোৎপত্তি হয় বটে কিন্তু কোন্ স্থান হইতে যে কত প্রকার পূর্ব্ব হইতে অধিকতর অভাব ও ভাবনা-সকল উপস্থিত হয়, তাহা কিছুই নির্ণয় করা যায় না। অতএব যখন সাংসারিক সকল অবস্থার সুখ দুঃখ সমান হইল, তখন সন্তুষ্ট চিত্ত সুখের আকর; পিপাসার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ। সকল মনুষ্যের উচিত যে আপনারদিগের মনে এই সত্য সর্বদা প্রদীপ্ত রাখেন যে ধনেতে সুখ নহে, মনেতেই সুখ। যদি বল যে দরিদ্রাবস্থায় থাকিয়া লোকের নিকট মান্য হওয়া যায় না, এ সংশয় প্রকৃত নহে; অপ্রতারক ও ধার্ম্মিক হও, অবশ্য মনুষ্যের নিকট মান্য হইবে, আর যদ্যপি মনুষ্যের নিকট মান্য না হও, দেবতাদিগের আদরণীয় হইবে। ধর্ম্ম সকল অবস্থাকে শোভাযুক্ত করে, সন্তোষ সকল বস্তুকে আনন্দরস দ্বারা সিক্ত করে, পর্ণকুটীরকে রাজবাটীর ন্যায় এবং তন্নিকটস্থ স্বভাবজাত বৃক্ষ-পুঞ্জকে বহুমূল্য প্রচুর শ্রমজ উদ্যানের ন্যায় করে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিশ্চিত জ্ঞাত আছেন যে যদ্যপি তিনি দরিদ্রতা প্রযুক্ত লোকের নিকটে অনাদৃত হয়েন, তথাপি তাঁহার পুরস্কার কখন অপ্রাপ্ত থাকিবে না; যখন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সকল কোন স্বপ্নকল্পিত ব্যাপারের ন্যায় অদর্শন হইবেক এবং পৃথিবীর অনিত্য-

প্রতাপ-গর্বিত মুকুট সকল বিনাশ পাইবেক, তখনও তাঁহার পুরস্কার উপার্জ্জনের শেষ হইবে না। ধার্ম্মিক ও জ্ঞানি ব্যক্তি এই সুখ দুঃখময় লোকে থাকিয়াও তাহাতে অসন্তুষ্ট নহেন, কারণ তিনি বিবেচনা করেন যে ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল-পূর্ণ অভি-প্রায় সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীতে তাঁহাকে স্থিত করিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তিতিক্ষাকে আপ-নার চির বন্ধু করিয়া রাখিয়াছেন। তিতিক্ষা সকল দুঃখের ঔষধ হইয়াছে। যদ্যপি ধার্ম্মিক ব্যক্তি চতুর্দ্দিক্ হইতে দারুণ দুঃখ সমূহ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন, তথাপি তাঁহার মস্তক নত হয় না, কারণ তিনি আপনার অন্তঃকরণকে ত্রিবৃত লৌহ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন। এ পৃথিবীতে পূর্ণ নিত্য সুখের আশা করাই অন্যায়, কারণ এ পৃথিবী সেরূপ নহে। এ পৃথিবী সুখ দুঃখ উভয়েরই আলয় কিন্তু ভবিষ্যতে এমন এক অবস্থা আছে, যাহাতে এ প্রকার সুখ দুঃখের বিবর্ত্তন কিছুমাত্র নাই। পরমেশ্বর যে সকল পূর্ণ ও নিত্য সুখের প্রতিভা ও ইচ্ছা আমাদিগের অন্তরে গাঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা তিনি অবশ্যই সার্থক করিবেন। উপরে কি শোভনতম দৃশ্য! ধর্ম্মের কি মনোহর পুরস্কার! উত্তম লোকের পর উত্তম লোক, আনন্দের পর আনন্দ, কিন্তু কোন্ লোকের আনন্দের সহিত সেই মোক্ষাবস্থার আনন্দের তুলনা হইতে পারে,—যে অব-স্থাতে পাপ তাপ হইতে মুক্তি পাইয়া আমার নির্ম্মলাত্মা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিচরণ করিবে, যে অবস্থাতে বিশ্বের শাসন-প্রণালী সম্যক্রূপে অতি স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে—হা! যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অণুস্বরূপ এই পৃথিবীতে প্রত্যেক

বৃক্ষ-পত্র ব্রহ্মবিদ্যার পুস্তকের পত্র হইয়া প্রচুর অধ্যয়ন-সুখ প্রদান করে, তখন এক কালে সকল ব্রহ্মাণ্ড যে অবস্থাতে আমারদিগের পাঠ্য হইবেক, সে অবস্থাতে ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও মঙ্গল মূর্ত্তি সম্যক্‌রূপে অনুধাবন হইয়া কি অনির্ব্বচনীয় অনন্ত সুখ সম্ভোগ হইবেক !—আহা! তাহা কি সর্ব্বোত্তম অনুপম অবস্থা ! যে অবস্থাতে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মেতে বাস করা যাইবে, যে অবস্থাতে পরমেশ্বরের সহিত সমুদায় বিমল কামনা ভোগ করা যাইবেক, যে অবস্থাতে চির-বসন্ত, চিরযৌবন, চিরপ্রেম, পূর্ণ পরিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রেম, যাহাতে মোহের লেশমাত্রও নাই—এ অবস্থাতে মোহ-তরঙ্গের কোলাহল দূর হইতে শ্রুত হইতে থাকে। সেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ক্রন্দন নাই ; কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, নিত্য কাল অবিশ্রান্ত উৎসারিত হইতে থাকে। "তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১৭ই চৈত্র ১৭৬৯ শক।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শান্ত জ্ঞানসমুদ্র দ্বারা—বিমল আনন্দ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকেন। সংখ্যাযুক্ত ধন প্রাপ্ত হইলে যখন মনে আহ্লাদ উপস্থিত হয়, তখন যিনি অক্ষয় ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই আনন্দিত কেন না থাকিবেন? আপনার ভূমিতে এক স্বর্ণখনি প্রাপ্ত হইলে স্বচ্ছন্দাবস্থায় ইহ কাল যাপন করিবার আশায় যখন লোক হর্ষযুক্ত হয়, তখন যিনি সেই স্বর্ণখনি লাভ করিয়াছেন, যাহা নিত্য কাল তাঁহাকে ভাগ্যবান্ রাখিবে, যাহা সকল সময়েই পূর্ণ, যাহার কখনই হ্রাস হয় না, তিনি সর্ব্বদা আনন্দিত কেন না থাকিবেন? ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সহস্র ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত হউন, হৃদয়গত ভার্য্যা কিম্বা মিত্র তাঁহাকে প্রতারণা করুক, স্বাভাবিক স্বাধীনত্ব বিনাশকারি দারুণ দরিদ্রতাতেই তিনি পতিত হউন, কিন্তু তাঁহার নিকট এমত এক কুঞ্চিকা আছে, যদ্দ্বারা তিনি ইচ্ছা করিলেই মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বিশুদ্ধ উজ্জ্বল প্রগাঢ় সুখ লাভ করেন, যে সুখের সহিত কোন সাংসারিক সুখের তুলনা হইতে পারে না। যদ্রূপ শারদীয় রজনীতে প্রবল বায়ুর অত্যাচার ও প্রচুর বারি বর্ষণ

পরে পরিষ্কৃত আকাশে পূর্ণ শশধর প্রকাশ হইলে অভিনব-বিরাম-প্রাপ্ত বৃক্ষ সকল তাঁহার সুচারু আলোক স্তব্ধ পুলকে পান করিতে থাকে, নদী হ্রদ সকল স্থির আনন্দে তাঁহার সেই রমণীয় কোমল জ্যোতি সুসম্ভোগ করে, সমস্ত জগৎ নির্ম্মল শান্ত সুখ-ক্রোড়ে বিশ্রাম করে ; তদ্রূপ দুঃখ-ঝটিকা ও চক্ষুঃসলিল বর্ষণ পরে জ্ঞান-চন্দ্রালোকে ঈশ্বর প্রকাশ পাইলে চিত্ত বিমল পরিশান্ত সুখ সম্ভোগ করে। পরমেশ্বর, যে রোগের ঔষধ নাই তাহার ঔষধ, যে দুঃখের উপায় নাই তাহার উপায়। অর্থহীন হইলে পিতা নিন্দা করেন, মাতাও নিন্দা করেন, ভ্রাতা সম্ভাবণ করেন না, ভৃত্য অমান্য করে, পুত্র বশে থাকে না, কান্তা অসন্তুষ্ট হয়েন, সুহৃৎ অর্থ প্রার্থনা ভয়ে আলাপ মাত্রও করেন না ; কিন্তু পরমেশ্বর এরূপ নহেন, তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে যিনি তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারই নিমিত্তে তিনি আপনার ক্রোড় সর্ব্বদাই প্রসারিত রাখিয়াছেন। যদ্যপি রক্ত মাংসের ধর্ম্ম প্রযুক্ত মনের ধৈর্য্য কখন কখন দ্রব হইয়া চক্ষুঃ সলিলে পরিণত হয়, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ক্লেশ দ্বারা এক কালে ভগ্নচিত্ত হইয়া ম্রিয়মাণ হয়েন না ; তিনি ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়া, পরমেশ্বরের পরম মঙ্গল স্বরূপে গাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া এবং আপনার বিশুদ্ধ মনের প্রতি নির্ভর করিয়া আপনার মস্তক সর্ব্বদা উন্নত রাখেন। তিনি এতদ্রূপ দুঃখাবস্থাতে ঈশ্বরের কৃপা দেখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন ; কারণ তিনি যতই আপনার ধৃতিশক্তি বর্দ্ধমান দেখেন, ততই মানবীয় ক্ষীণতার উপর আপনাকে উত্থিত দেখেন, এবং ততই মহত্তর সুখাস্বাদন করেন। তিনি সেই দুঃখকে

মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের বরণীয় অভিপ্রায়ের প্রতি সহকারী জানেন, সন্তোষ ও আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই অভিপ্রায়ানুরূপ কর্ম্ম করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। দুঃখ তাঁহাকে কি প্রকারে কাতর করিবে, যখন সেই নিত্য কালের প্রতি তাঁহার মনশ্চক্ষু সর্ব্বদাই স্থির রহিয়াছে, যে নিত্য কালের তুলনায় ইহকাল এক পলমাত্র, যে নিত্য কালে সৃষ্টির কৌশল ও স্রষ্টার লক্ষ্য তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশ দেখিবেন, যে নিত্য কালে পরম পাতা তাঁহাকে অখণ্ড শাশ্বত সুখ প্রদান পূর্ব্বক আপনার অনুরূপ ও সহবাসি করিয়া রাখিবেন? এতদ্রূপ ব্যক্তির বিত্ত অপহৃত হউক, কিন্তু পরমেশ্বরের প্রসন্নতা যে তাঁহার পরম ধন তাহা কে অপহরণ করিতে পারে? যথা সংস্থান কিম্বা উপজীবিকা থাকিলে তাহাতেই তিনি আপনার বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা, পরিমিত ব্যয় দ্বারা, স্পর্শমণি স্বরূপ সন্তোষ দ্বারা অনায়াসে কালযাপন করিয়া আপনার ধর্ম্ম পালন করেন। ধন সৌভাগ্য দ্বারা পরিবার ও পরের অনেক উপকার করা যায়, ইহাতে যদ্যপি তিনি তাহা প্রাপ্তির নিমিত্তে যত্ন করেন, আর সে যত্ন যদি তাঁহার সিদ্ধ না হয়, তথাপি তিনি ম্লান হয়েন না, কারণ তিনি নিশ্চিত জ্ঞাত আছেন যে, যে পরম পুরুষ তাঁহাকে ধন প্রদান করেন নাই, তিনি তাঁহার কুশল তাঁহা হইতে উত্তমরূপে জানেন। অন্যায় উপায় দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না, কারণ তিনি এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন যে পরমেশ্বর "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং", যে যে মিথ্যাচরণ করে "সমূলো বা এব পরিশুষ্যতি" সমূলে সে শুষ্ক হয়। তিনি জানেন যে পাপ কর্ম্ম কখনই গোপন থাকে না,

তাহা যদ্যপি মনুষ্যের নিকট গোপন থাকে তথাপি তাঁহার নিকট গোপন থাকে না, যাঁহার দৃষ্টি সকল স্থানের প্রতি স্থির রহিয়াছে। তিনি ইহাও বিবেচনা করেন যে সেই ব্যক্তি সাংসারিক কর্ম্মবিষয়ে সুচতুর, যিনি অন্তরস্থ রিপু ও অজ্ঞ বন্ধু-দিগের অসৎ মন্ত্রণা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও ধর্ম্ম হইতে এক পাদও অন্যগতি হয়েন না—ক্ষণকালের সুখের নিমিত্তে অনন্ত ভাবি কাল নষ্ট করেন না। লোকের নিকট মান ও যশ না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বিমর্ষ থাকেন না, কারণ তিনি জানেন যে এই অনিত্য সংসারে মান ও যশ নিত্য নহে। যে সুখ চঞ্চল প্রশংসাবায়ুর প্রতি নির্ভর, সে সুখের প্রতি নির্ভর কি? এইরূপ বিবেচনা দ্বারা মুমুক্ষু ব্যক্তি ধৈর্য্য ও সন্তোষ অভ্যাস করেন। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, দুঃখসময়ে সন্তোষ ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে আনন্দের উদ্ভব অবশ্যই হয়। জল-শূন্য আতপোত্তপ্ত বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমিতে পথিক বহু দূর ভ্রমণ করত তৃষ্ণার্ত্ত ও শ্রান্ত হইয়া পরে হঠাৎ সুশীতল ছায়া ও জল প্রাপ্ত হইলে যদ্রূপ সুখী ও তৃপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি উত্তপ্ত বালুকা-ক্ষেত্র এই দুঃখময় সংসারে ঈশ্বরপদার্থ পাইয়া পরিতৃপ্ত ও সুখী হয়েন। তিনি আনন্দকর বস্তু লাভ করিয়া সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকেন, তাঁহার নিকট সকল বস্তুই মধুস্বরূপ হয়। তাঁহার নিকটে বায়ু মধু বহন করে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করে, ওষধি মধুরাবৃত দেখায়, রাত্রি মধুরূপে প্রতীত হয়, উষা মধুস্বরূপ হয়, পৃথিবী মধুর বেশ ধারণ করে,—সমস্ত বিশ্ব মধুরূপে প্রকাশ পায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

২৩ আষাঢ় ১৭৭০ শক।

সৌভাগ্যবসন্ত চির কাল বিরাজ করিবে, প্রশংসার সুগন্ধ-সমীরণ সর্ব্বক্ষণ প্রবাহিত হইবে, ঘটনা-সূত্র প্রতিবার মনোরথ পূর্ণ করিবেক, এই পৃথিবীতে এবম্প্রকার সুখ অসম্ভব। যদ্রূপ ইহা নিশ্চয় যে জন্ম হইলে মৃত্যু হইবে, তদ্রূপ ইহাও নিশ্চয় যে জন্ম হইলে দুঃখ ভোগ করিতে হইবেক। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর এই নিমিত্ত আমারদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয়ীভূত ধৈর্য্য প্রদান করিয়াছেন, যে ধৈর্য্যরূপ বর্ম্ম দ্বারা আবৃত থাকিলে সাংসারিক ক্লেশের প্রখর অস্ত্র স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতে অধিক শক্ত হয় না। পরমেশ্বরের পরম মঙ্গলস্বরূপে নির্ম্মল বিশ্বাসজনিত যে ধৈর্য্য সে ধৈর্য্যকে ক্ষীণ করিতে কোন বস্তুই সমর্থ হয় না। যদ্রূপ সমুদ্রমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র পর্ব্বত প্রবল পবনোল্লম্ফমান তরঙ্গ সমূহের শক্তি সহ্য করত আপনার মস্তক সমানরূপে উন্নত রাখে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসারসমুদ্রের বিষম হিল্লোল সকল সহ্য করিয়া হেলায়মান হয়েন না। তিনি দুঃখ-ঝটিকাসময়ে বুদ্ধি পরিশান্ত রাখিয়া ঈশ্বরের নিয়মানুসারে তাহা নিবারণ করিতে যত্নবান্ হয়েন, স্বীয় যত্নের তাবৎ ফলাফল পরম মঙ্গলালয় প্রিয়তমে অর্পণ পূর্ব্বক কেবল তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তিনি দুঃখাবস্থাতে

পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব পূর্ব্বক আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন ; কারণ তিনি দেখেন যে, পরমেশ্বর দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন করেন, যে, যতই দুঃখ-সহিষ্ণুতা-শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই অন্তরে এক মহৎ ও উৎকৃষ্ট আনন্দের উদ্ভব হয়, যাহা কেবল তিতিক্ষু ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা উপভোগ করিতে পারেন। যথার্থতঃ যখন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি, সমূহ দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও সংঘর্ষিত চন্দন কাষ্ঠের ন্যায় উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের বিশেষ মনোরম প্রীতিরূপ সুগন্ধই প্রদান করেন, তখন কি মনোহর দৃশ্য দৃষ্ট হয়! দেবতারাও সে দৃশ্য দেখিতে অভিলাষ করেন। যে পক্ষী মৃত্যু-যাতনা সময়েও সুমধুর সঙ্গীত-স্বর নিঃসারণ করে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখ সময়েও অন্তস্ফূর্ত্ত্য ঈশ্বর-গুণ-কীর্ত্তন ব্যক্ত করেন। তিনি বিবেচনা করেন, কোন পদ্ম কণ্টকব্যতীত নাই, দুঃখ-সকল এই জগৎরূপ অরবিন্দের কণ্টক প্রায় হইয়াছে। ঈশ্বর-পরায়ণ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন যে, কেবল সৌভাগ্য সময়ে পরমেশ্বরের প্রতি যে প্রীতি সে যথার্থ প্রীতি নহে; প্রিয় রাজা তাঁহার রাজ্যের মঙ্গল-জনক কোন কৌশল সম্পন্ন করিবার জন্য যদ্যপি আমারদিগকে দুঃখে নিঃক্ষেপ করেন, তখন যে প্রীতি করা যায়, সেই যথার্থ প্রীতি। সৌভাগ্য সময়ে অনেক জ্ঞানানুশীলনকারি ব্যক্তিরা তিতিক্ষা ও ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ প্রীতি বিষয়ে সুচারুরূপে বিবিধ প্রসঙ্গের জল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য সময়ে সে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তাঁহারদিগের পক্ষে অতীব দুষ্কর হইয়া উঠে। মঙ্গল-স্বরূপ প্রিয়তমের মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পন্ন

করিবার নিমিত্ত গৃহে অসুখ, লোকের অবজ্ঞা, দারুণ দরিদ্রতা, আপনার অলঙ্কাররূপে জ্ঞান করা উচিত। দেখ, কোন পৃথিবীস্থ রাজার আজ্ঞায় বীর যোদ্ধা-সকল কি উৎসাহ পূর্ব্বক সংগ্রাম-মুখে ধাবমান হয়! কি অপরাজিত চিত্তে রণ-ক্ষেত্রের ক্লেশ ও যাতনা সকল সহ্য করে! হা! আমরা কি তবে সাংসারিক ক্লেশের সহিত সম্মুখযুদ্ধে সঙ্কুচিত হইব, যখন তিনি আজ্ঞা করিতেছেন, যিনি "সর্ব্বেষাং ভূতানাং অধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা"? অকৃত্রিম ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যখন দেখেন যে পূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ, পরম মঙ্গল, জগৎপাতা তাঁহার বরণীয় অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দুঃখে নিক্ষেপ করিলেন, তখন সন্তোষের সহিত, শান্ত চিত্তের সহিত, সে দুঃখ সহ্য করা তিনি আপনার মহাকর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করেন। এই সংসারার্ণবে যদ্যপি রাত্রি ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হয় ও তাহা মহোদ্দম ঊর্ম্মী সমূহ দ্বারা নৃত্যমান ও তাহার চতুর্দ্দিক জলের গর্জ্জন দ্বারা গর্জ্জমান হয়, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বররূপ নিরাপদ তরণীর আশ্রয় দ্বারা সুনির্ম্মল শান্তির সহবাসে ভয়াবহ স্রোত ও আবর্ত্ত সকল অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েন। "ব্রহ্মোড়ূপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি"। যথার্থতঃ ব্রহ্মজ্ঞানআশ্রয়ীভূত তিতিক্ষা এমন আশ্চর্য্য ঐশী শক্তি দ্বারা মনকে বীর্য্যবান্ করে যে, কোন দুঃখ তাহাকে পরাভব করিতে শক্ত হয় না। যাঁহার ঈশ্বরপ্রতি প্রীতি আছে, যিনি আপনার বিশুদ্ধ মনের প্রতি নির্ভর করেন, তাঁহাকে কি অবিবেচনা-জনিত মহান্ লোকাপবাদ, কি দুর্দ্দান্ত রাজার ক্রোধানলে জ্বলন্ত আনন, কি প্রলয়াকাংক্ষি প্রবলতম

ঝটিকা, উত্থিত পর্ব্বতসম ভীষণ সমুদ্র-তরঙ্গ, কিছুতেই ভীত করিতে পারে না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"। দুঃখ সময়ে পরমেশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপ চিন্তা করিলে, তাঁহাতে মন সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে, চিত্তে কি এক অপূর্ব্ব সন্তোষের উদ্ভব হয়! যখন দুঃখ-প্রজ্বলিত অন্তরের দাবদাহ হইতে জগৎ দাবদাহময় হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান-জনিত সন্তোষামৃত সিঞ্চিত হইলে জগৎ শীতল বোধ হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, অত্যন্ত দুঃখ দিবসে, নবীন দুর্ভাগ্য দিবসে, সাধু ব্যক্তিদিগের মন পরম মঙ্গল-স্বরূপের প্রীতিতে পূর্ণ হইয়া পৃথিবীর সুখ দুঃখ বিস্মরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দের সহিত একীভূত হইয়াছে—ইহলোক হইতে অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর লোকে উত্থিত হইয়াছে। যাঁহাকে প্রীতি করা যায় তাঁহার সহবাসে অবশ্যই সুখী হওয়া যায়, অতএব ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই পরম মঙ্গল-স্বরূপ প্রিয়তমের সহবাসে কি পর্য্যন্ত না সুখী থাকেন যাঁহাকে তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতে প্রিয়তম জ্ঞান করেন! যদ্রূপ প্রিয়বন্ধুর সহিত আলাপে কালের ক্রমগতি অনুভব করা যায় না, তদ্রূপ যাঁহার মন পরমেশ্বরের প্রেমে মগ্ন, সমাধিকালে যখন তাঁহার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি জগৎ-সংসার বিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হয়েন। তিনি দেখেন যে দুঃখসময়ে ঈশ্বরের সহিত সহবাস অত্যন্ত উপকার প্রদান করে, ব্রহ্মানন্দরূপ স্পর্শমণি দরিদ্রকে সম্রাট্ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যবান্ করে। যে দুঃখের উপায় নাই, তাহা অধৈর্য্যে বৃদ্ধি হয় ও ধৈর্য্যে হ্রাস হয়, এই বিবেচনা দ্বারা ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে ঈশ্বরবাদী কি অনীশ্বরবাদী

উভয়েই উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন ; কিন্তু ধৈর্য্যের অনু-ষ্ঠান দ্বারা যতই সাংসারিক দুঃখের প্রতি জয়ী হইব, ততই আমারদিগের প্রিয়তম ঈশ্বর আমারদিগের প্রতি প্রসন্নবদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, এই প্রতীতি জন্য উপকার কেবল ঈশ্বরবাদিরা প্রাপ্ত হইতে পারেন, এই প্রতীতি তাঁহাদিগের ঘোরান্ধ রজনীকে অতি উজ্জ্বল দিবসের ন্যায় করে। ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয় দ্বারা ইহলোকের দুঃখ সমূহ অতিক্রম করিয়া নির্ম্মল পরমানন্দ সুখ ভোগ করেন। যদ্রূপ পথিক কোন পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে দেখেন যে, নিম্নে মেঘ ব্যাপ্ত হইতেছে, ঝটিকা গর্জ্জন করিতেছে, বিদ্যুৎ বিদ্যোতন হইতেছে, কিন্তু আপনি যে স্থানে স্থিত আছেন, সে স্থান অতি পরিষ্কার ধীর বায়ু ও শোভন সুরম্য ইন্দু-কিরণ দ্বারা আবৃত রহিয়াছে ; তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞান-পর্ব্বতারোহণ পূর্ব্বক সাংসারিক দুঃখরূপ মেঘ, ঝটিকা, বজ্র পতনে, নিম্নস্থ-লোক-দিগকে কাতর হইতে দেখেন, কিন্তু আপনি পবিত্র প্রেম-রূপ-পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল সুশান্ত রমণীয় জ্যোতি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া অপরিমেয় অনির্ব্বচনীয় মহানন্দ সম্ভোগ করেন, যে আনন্দ বর্ণনা করা যায় না, যে আনন্দ অন্য লোকে অনু-ধাবন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল সর্ব্বব্যাপী পরম বর-ণীয় বিশ্বপাতার প্রতি প্রীতি অপেক্ষা করে ; প্রীতির পূর্ণাবস্থা হইলে, কোন সম্মুখস্থ বন্ধুর ন্যায় আমারদিগের প্রিয়তম ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সর্ব্বদা থাকিলে, হৃদয়ে ভয় প্রবেশ করিতে পারে না, দুঃখকে দুঃখরূপে জ্ঞান হয় না, নির্ম্মল পরিশান্ত অন্তরাকাশ সদা শুভ্র পরিশুদ্ধ আনন্দ দ্বারা জ্যোতি-

ম্লান্ থাকে। যিনি দেখেন যে তাঁহার পরমাশ্রয়, তাঁহার চির· কালের মিত্র, সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সন্নিকট, মোহ তাঁহার জ্ঞানবে কতক্ষণ অভিভূত করিতে পারে, শোচনা তাঁহার চিত্তকে কত ক্ষণ নত রাখিতে পারে? হে সংসার যন্ত্রণায় তাপিত ব্যক্তিরা মনের ক্ষীণতা ত্যাগ কর, তিতিক্ষাকে আশ্রয় কর, সেই পর প্রেমাস্পদের প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির কর, তোমারদিগের শান্তি নিমিত্তে আর অন্য পন্থা নাই।

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ম্।

পবিত্র সুখের মহৎ মহৎ কারণ।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১৭ ভাদ্র ১৭৬৯ শক।

এষহ্যেবানন্দয়াতি।

প্রাতঃকালে প্রভাকর মেঘের বর্ণ ও চিত্রের ভূয়োভূয়ঃ পরিবর্ত্তন করত তাঁহার পূর্ব্বদিকস্থ শোভনতম প্রাসাদ হইতে কি আশ্চর্য্যরূপে বহির্গত হয়েন! বহির্গত হইলে জগৎ হর্ষ-পরিচ্ছদ পরিধান করে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর পর্য্যন্ত সচেতন হয় ও আনন্দ-রসে আর্দ্র দেখায়, তাহাতে কোন্ সুস্থ মনে আহ্লাদ-প্রবাহ সঞ্চরণ না করে? হিরণ্যকেশীয় সেই সূর্য্যের অস্তকালীন বিবিধ সুরম্য বর্ণ-ভূষিত আকাশ দর্শন করিলে কে না পুলকে পূর্ণ হয়? রজনীতে নিশানাথ পূর্ণ-চন্দ্র কি নির্ম্মল কোমল মনঃ-স্নিগ্ধকারী জ্যোতি দ্বারা জগৎ সংসারকে আবৃত করেন। গাঢ় ঘোরান্ধ তিমির দ্বারা আবৃত, প্রবলোন্মত্ত বায়ু দ্বারা আন্দোলিত, বক্রগামিনী বিদ্যুল্লতা দ্বারা ক্ষণ ক্ষণ উজ্জ্বলিত, ঘোরতর ভীষণ মেঘনাদ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত, এ প্রকার কোন মহা সমুদ্র বা গভীর অরণ্য নিঃশঙ্ক স্থান হইতে দৃষ্ট হইলে চিত্তে কি আশ্চর্য্য আনন্দের সঞ্চার হইতে থাকে! প্রাবৃট্‌কালে যখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বারি বর্ষণ করিয়া জগৎকে বিষণ্ন বেশ হইতে মুক্ত করে, তখন প্রভাকরের বিদায় কালের শোভনতম কিরণ প্রকাশিত হইলে

দূর্ব্বাময় ক্ষেত্র ও তরু-সকলের নবধৌত কলেবর কি উজ্জ্বল সজল শ্যামল শোভাযুক্ত হয়! বিহঙ্গগণ তাহারদিগের সুমিষ্ট বন্য সঙ্গীত দ্বারা মনের স্ফূর্ত্তি কি রূপ ব্যক্ত করে! পশু-সকল হর্ষ-যুক্ত হইয়া নিজ নিজ স্বর ধ্বনিতে পর্ব্বত গুহাদিগকে কিরূপ ধ্বনিত করে! মনুষ্যগণ জগতের স্নিগ্ধ শোভা ও আনন্দ বেশ দর্শন করিয়া কি প্রফুল্লানন বিশিষ্ট হয়! বৃদ্ধাবস্থার জীর্ণ কম্পিত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী বসন্ত কালে কি অপূর্ব্ব নবযৌবন বিশিষ্ট শরীর গ্রহণ করে! উজ্জ্বল শ্যামল নবীন কোমল পল্লব দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া বন ও উদ্যান সকল কি মনোহর হয়! সুগন্ধ সুকুমার সুখবাহক সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে কি আনন্দ বিস্তার করে! চেতন-বিশিষ্ট কোন্ বস্তু বসন্তের সর্ব্বব্যাপী আহ্লাদকরী শক্তিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়? এমত সময়ে মেদিনী সুখের আলয় ব্যতীত আর কি শব্দে উক্ত হইতে পারে! যেমন জগতের শোভা দর্শন পবিত্র সুখের এক মহৎ কারণ, তদ্রূপ অধ্যয়নও সেই নির্ম্মল সুখের আর এক মহৎ কারণ। গ্রন্থ-সকল কি অকপট মিত্র! তাহারা কখন পরোক্ষে নিন্দা করে না, তাহারা বাহ্যে সৌহার্দ্দযুক্ত আনন প্রকাশ করিয়া মনেতে অপকার আলোচনা করে না। গ্রন্থ হইতে পৃথিবীর পুরাবৃত্তের আবৃত্তি দ্বারা মনুষ্যের শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা ও জ্ঞানের মহৎ মহৎ দৃষ্টান্ত সকল প্রতীত হইয়া মনে কি মহত্ত্ব উপস্থিত হয়! সন্তাপ-নাশিনী মনঃ-শ্রী-প্রদায়িনী কবিতা আমারদিগের নেত্র ও আননকে উল্লাসে কি সুশোভিত করে! বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা সৃষ্টির কার্য্য-সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে কি বিশুদ্ধ আন-

ন্দের সম্ভোগ হয়! ধর্ম্মোৎপাদ্য বন্ধুতা পবিত্র সুখের আর এক মহৎ কারণ। বন্ধুর সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে কি বিশেষ সুখের উদ্ভব হয়! বন্ধুর সহিত কোন উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠ করিলে কি আমোদ উপস্থিত হয়! বন্ধুর সহিত সৃষ্টি কার্য্যের তত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়া কি আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়! বন্ধুকে স্বীয় দুঃখের কথা বলিলে মনের ভার কি পর্য্যন্ত লাঘব হয়! কোন দূরদেশে বন্ধুর নিকট হইতে পত্র প্রাপ্ত হইলে হৃদয়ে কত আমোদের সঞ্চার হয়! কিন্তু স্বদেশোপকারের—পরোপকারের সুখের সহিত কি এ সকল সুখের তুলনা হইতে পারে? যিনি স্বদেশের প্রেমে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন, স্বদেশের হিতানুষ্ঠান-ব্রত পালনে অহর্নিশি ব্যস্ত থাকেন, তিনি অতি পবিত্র, অতি রমণীয় সুখাস্বাদন করেন। নাগরূপা মিথ্যাপবাদের হলাহল-পূর্ণ সহস্র মুখ দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাঁহার কি হইবে? তিনি কেবল সেই এক পরম পুরুষের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত সচেষ্ট, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হইলে কৃতার্থ হয়েন। স্বদেশ-প্রেমী ব্যক্তি আপনার দেশীয় ভাষাকে সুচারু করা ও তাহাকে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সাধন প্রস্তাব সকলের রচনা দ্বারা সুসম্পন্ন করা কি সুখদায়ক কর্ম্ম বোধ করেন। স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যা দ্বারা সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, এবং সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্য জাতি সমূহের মধ্যে এক গণ্য জাতি হইবে, এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করত সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন! পরোপকার ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের ফল

অপূর্ণ। পরোপকার মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। নিরাশ্রয় ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তোমাকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিবে, অনাথার অন্তঃকরণ তোমার দয়া দ্বারা আহ্লাদিত হইবে, পিতৃহীন বালক তোমার করুণা লাভ করিয়া আনন্দে গান করিবে, ইহার অপেক্ষা সংসারে সুখজনক বিষয় আর কি আছে? কিন্তু এইরূপ পবিত্র সুখের মহৎ মহৎ কারণ-সকলের মধ্যে মহত্তম কারণ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রীতি। যে ব্যক্তি এই সংসারে জ্ঞান-নেত্র দ্বারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন, আর প্রত্যক্ষ করিলেই তাঁহার প্রেমানন্দে মগ্ন হয়েন এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন সেই ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করেন, সেই ব্যক্তিই আপনার প্রিয়তমের সহবাসে নিত্য কাল সঞ্চরণ করেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

জীবাত্মার খেদ ও আশা।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

১৯ পৌষ ১৭৭৪ শক।

যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।

মর্ত্ত্যলোকে কি তৃপ্তির অভাব! কেহই আপনার বর্ত্তমান অবস্থাতে সুতৃপ্ত নহে। যুবক বৃদ্ধের মান প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে; বৃদ্ধ যুবকের অভিনব উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন। বিদ্যালয়স্থ ছাত্র বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সংসারাভিজ্ঞ লোক রূপে গণ্য হইতে অভিলাষ করে; বিষয়-কর্ম্মে নিমগ্ন ব্যক্তি বিদ্যালয়স্থ ছাত্রের নিরুদ্বেগ অবস্থা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা করেন। যিনি বিষয়কর্ম্মে অতিশয় ব্যস্ত, তিনি মনে করেন যে ধনোপা-র্জ্জন হইলে কর্ম্মভূমি হইতে অবসৃত হইয়া অতি সুস্থির চিত্তে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন; যিনি ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক বিষয়-কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তিনি নিষ্কর্ম্মাবস্থাতে উত্ত্যক্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে মানস করেন। যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা ভ্রমণকারীর অবস্থাকে কি অপূর্ব্ব সুখজনক বোধ করেন! আপন স্বদেশ দেখিবার জন্য ভ্রমণকারীর মন কখন কখন কি পর্য্যন্ত না ব্যাকুল হয়! মধ্যমাবস্থ ব্যক্তি ধনি লোকের অবস্থাকে কি সুখের আকর বোধ করেন!

ধনি ব্যক্তি ক[illegible] কখন নানাবিধ দুর্ভাবনায় আক্রান্ত হইয়া মধ্যমাবস্থ ব্যক্তির স্বচ্ছন্দাবস্থায় স্থাপিত হইতে বাঞ্ছা করেন। যিনি ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আরো অধিক ধন প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন; যিনি যশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আরো অধিক যশ অভিলাষ করেন; যিনি মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আরো অধিক মান পাইবার আকাঙ্ক্ষা। বিদ্যা অনন্ত সমুদ্র, পৃথিবীতে কত উত্তমোত্তম ভাষা ও গ্রন্থ আছে, বিদ্বান্ ব্যক্তি আপনার উপার্জ্জিত বিদ্যাতে কদাপি পরিতৃপ্ত হয়েন না। বিজ্ঞান-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত বিজ্ঞানে সন্তুষ্ট নহেন; তিনি জানিতেছেন, যে কত অনন্ত তত্ত্ব তাঁহার বুদ্ধি হইতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পৃথিবীতে বন্ধুতাতেও তৃপ্তি নাই; সংপূর্ণ নির্দ্দোষ ব্যক্তি পাওয়া দুঃসাধ্য। বন্ধুরও এক এক সময় এমত দোষ দৃষ্ট হয়, যে মনেতে অসুখ জন্মে; যদ্যপি বন্ধুতার নিয়মানুসারে তাহা পরে ক্ষমা করা যায়, তথাপি আপাতত দুঃখিত হইতে হয়। যিনি যথার্থ ধার্ম্মিক ও বর্ত্তমান ধনেতে সুতৃপ্ত, তিনি আপন চরিত্র বিশিষ্টরূপ পরিদর্শন করিলে কি তাহাতে সুতৃপ্ত হইতে পারেন? ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞানতৃষ্ণা কি এই অবস্থাতে শান্তি হইতে পারে? পৃথিবীতে তৃপ্তি পাওয়া—নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া সুকঠিন। যাঁহাকে পুত-চরিত্র, বিদ্বান্ ও সুস্থশরীর ও সংসার-নির্ব্বাহোপযো[illegible] ধনশালী দেখা যায়, তাঁহারো হৃদগত এমন এক কণ্টক থাকিতে পারে, যাহা কোন অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা নিষ্কাশিত হইতে পারে না, যাহা তাঁহাকে সতত অসুখী রাখিয়াছে। যখন সাবধানতা-বৃত্তি মনুষ্যের

স্বভাবগত, তখন এমত বোধ হয় না, যে পৃথিবীতে দুঃখের অভাব হইয়া তাহা কখন কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয় হইবে, কারণ তাহা হইলে "মনুষ্যের সাবধানতা গুণ থাকিবার নিতান্ত বৈযর্থ্য হয় ও মানব প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর পরস্পর উপযোগিতা থাকে না।" কোন ব্যক্তি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন নহে ;—প্রত্যেক ব্যক্তির কোন না কোন গুণের স্বাভাবিক অভাব আছে, যাহা পূরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য ; সে অভাব-জনিত দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতেই হয়। মর্ত্ত্যলোকে সকলই সুচারু হওয়া—সকলই মনের মত হওয়া দুষ্কর ; অতএব মর্ত্ত্যলোকে কি প্রকারে তৃপ্তি হইতে পারে? আহা! পিপাসু মনুষ্যের সুখাশা কি কখন সম্পূর্ণ হইবেক না? আমারদিগের স্রষ্টা কি করুণাময় নহেন? আমরা যে নির-বচ্ছিন্ন পূর্ণ সুখের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করিতেছি, কিন্তু যাহা পাইয়া উঠিতেছি না, তাহা কি তিনি কখনই প্রদান করিবেন না? পূর্ণ সুখের অবস্থা, যাহার আভাস মাত্র আমরা এই অবস্থাতে প্রাপ্ত হইতেছি, সে কি সে আভাস পাওয়া পর্য্যন্ত? আমরা কখন এমত বোধ করিতে পারি না। ভূতত্ত্ব বিদ্যার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, যে অনেক পরিবর্ত্তন ও অনেক অপকৃষ্ট জীব জাতি নাশের পর উৎকৃষ্ট মনুষ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। যখন কেবল সেই অপকৃষ্ট জীব-সকল পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল, তখন কে মনে করিতে পারিত, যে মনুষ্যের ন্যায় তাহারদিগের অপেক্ষা এমত এক শ্রেষ্ঠ জীব উৎপন্ন হইবে? স্বভাবের সকল কার্য্য ক্রমশঃ হয়। মনুষ্যের পার-লৌকিক অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা যে ক্রমশঃ কত উৎকৃষ্ট

হইবে, তাহার বর্ত্তমান অবস্থারূপ পঙ্কময় সরোবর হইতে যে কি অরবিন্দের উৎপত্তি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যে কখন বট-বীজ-কণিকা হইতে বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখে নাই, সে সেই বীজ দেখিলে কি মনে করিতে পারে, যে তাহা হইতে এমত এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে যাহার ছায়াতে সহস্র সৈন্য শয়ান থাকিতে পারে? এক দিবসের শিশু দেখিলে আপাততঃ কি মনে হইতে পারে, যে সে ভবিষ্যতে মাতঙ্গ-তুল্য বল ধারণ করিবে? দেশবিশেষে খনিখননকারি ব্যক্তিদিগের চিরকাল ভূমির নিম্নে থাকিতে হয়; যাহারা এইরূপ জন্মাবধি আপনারদিগের জীবন ভূমির নিম্নে যাপন করিতেছে, তাহারা অসংখ্য-নক্ষত্র-খচিত অনন্ত আকাশ, শ্যামল-শোভা-বিভূষিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, সুকোমল আলোক-পূর্ণ মনোরম চন্দ্র, এবং প্রখর-জ্যোতিঃসমুদ্র-বর্ষণ-কারী মহিমান্বিত সূর্য্যদর্শনের সুখের বিষয় কি বুঝিতে পারিবে? যাহারা সমস্ত জীবন কেবল অশুদ্ধ তড়াগই দেখি-য়াছে, তাহারা প্রসারিত মহাসমুদ্রের বিস্তীর্ণতা ও নীলো-জ্জ্বল শোভা কি মনেতেও কল্পনা করিতে পারে? শাবকা-বস্থাবধি পিঞ্জর-রুদ্ধ পক্ষী মহাক্রমবিশিষ্ট অশেষ অরণ্যে স্বাধীন বিহারের সুখ কি জানিবে? বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থাতে জীবা-ত্মারূপ পক্ষীর পক্ষ অতি বিচ্ছিন্ন ও তাহার বর্ণ অতি ম্লান, কিন্তু যখন ক্রমশঃ মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহা যে কি অলৌকিক শোভা দ্বারা ভূষিত হইবে, কি অপূর্ব্ব সুখা-কাশে বিচরণ করিবে, তাহা আমরা এক্ষণে কি বলিতে পারি? প্রিয়তম বন্ধুর সহিত সহবাসের আনন্দ ব্যতীত—সেই ভূমা-

নন্দ ব্যতীত, মন আর কোন আনন্দেই সুতৃপ্ত হইতে পারে না; সেই আনন্দের অবস্থার নিমিত্ত আপনাকে উপযুক্ত করা উচিত। যখন বিদেশীয় কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পরে প্রিয়তম বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ ও সম্মিলন হইবে, তখন বাক্য মনের অতীত কি অপার সুখ সম্ভোগ হইবে! হে বন্ধো! সেই দিবসের নিমিত্ত—তোমাকে সন্দর্শনের নিমিত্ত মন অত্যন্ত পিপাসাতুর হইতেছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত এবং লক্ষণ।

মেদিনীপুর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

২৩ মাঘ ১৭৭৫ শক।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পাঠে প্রতীত হইবে, যে, সমুদয় সভ্য জাতির মধ্যে সময়ে সময়ে এক এক মহানুভব ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম সংশোধন পূর্ব্বক তাহার উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই মহোপকারী গুরুতর কার্য্য সম্পাদনার্থে অতীব যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য স্বদেশস্থ লোকের প্রিয় না হইয়া তাহাদিগের নিন্দার ভাজন ও নিগ্রহের আস্পদ হইয়াছিলেন। এইরূপ ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য, ইউনান দেশে সোক্রাৎ, ও জরমেনি দেশে লূথর নামক মহাত্মা ব্যক্তিদিগের উদয় হইয়াছিল। সত্য ধর্ম্মের জ্যোতিঃ আমারদিগের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে অপ্রকাশ ছিল। সকল লোকে অখণ্ড চরাচর ব্যাপ্ত পরমেশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন রূপে উপাসনা করিতেছিলেন, সত্য কথন ও সত্য ব্যবহাররূপ পরম ক্রিয়া অবহেলা করিয়া, কেবল হোম পূজাদি বাহ্য অনুষ্ঠানকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেছিলেন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত অনেক তামসিক ব্যাপার মিশ্রিত করিয়া ধর্ম্মের আকার বিকৃত করিয়াছিলেন। এমত সময়ে ধর্ম্মসংস্কা-

রের উষার আভাস চক্ষুর্গোচর হইল। মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্ম সংস্কারের শুক্র তারকের ন্যায় উদিত হইলেন। তিনি স্বদেশের ধর্ম্ম মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত দেখিয়া অত্যন্ত তাপযুক্ত হইলেন, এবং তাহা পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য নানা যত্ন করিলেন। তিনি এই মহৎ ও পবিত্র কার্য্যে কি পর্য্যন্ত আয়াস স্বীকার না করিয়াছিলেন? তিনি এ নিমিত্তে গুরু লোকের দ্বেষ, পরিবারের দ্বেষ, স্বজাতীয়ের দ্বেষ, সকলেরি বিদ্বেষ ভাজন হইয়াছিলেন। অন্যায়-পরায়ণ অত্যাচারী রাজা কর্ত্তৃক কোন কারারুদ্ধ বন্দিকে বিমুক্ত করিবার জন্য যদি এক জন সম্যক্ চেষ্টা পায়, আর সেই বন্দি যদি আপনার হিত-কারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে কি আক্ষেপের বিষয় হয়! রাজা রামমোহন রায় তাঁহার স্বদেশস্থ লোকদিগকে অযুক্ত কল্পিত ধর্ম্মের কারাগার হইতে বিমুক্ত করিয়া পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের অনাবৃত সুখপ্রদ বিশুদ্ধ সমীরণে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা তাঁহার প্রতি কত দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিল, তাঁহার প্রাণের প্রতি আঘাত করিতেও উদ্যত হইয়াছিল। এতদ্দেশে সেই মহাত্মা ব্যক্তির উদয় যদি না হইত, তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারে ও অধর্ম্ম-জালে অদ্যাপি আবৃত থাকিতাম, তাঁহার নিকট আমারদিগের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। যিনি আমারদিগের জন্য সত্য-রূপ মহারত্ন বহু আয়াসে উদ্ধার করিয়াছেন, ও যিনি আমারদিগের দুস্তর সংসার পারের সেই একমাত্র উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাক্য পাওয়া সুকঠিন।

রামমোহন রায় যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অতীব যত্ন পাইয়াছিলেন, সে ধর্ম্মের বীজ এই ;—

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ।
তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়ব-
মেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়
সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারো সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল দেশীয় জ্ঞানী মনুষ্যের ঐক্য স্থল। এই ধর্ম্মানুযায়ী বাক্য অধিক বা অল্পাংশ সকল দেশের ধর্ম্ম পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ধর্ম্ম দ্যুলোকে ও ভূলোকে, বাহিরে ও অন্তরে, অবিনশ্বর জাজ্বল্যমান অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ভাব ও বুদ্ধি এ ধর্ম্মের জনক জননী, আলোচনা ইহার

ধাত্রী, জ্ঞানিদিগের উপদেশ ও ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ-সকল ইহার অন্নপান।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" এই ধর্ম্মের সার বাক্য। ঈশ্বরকে প্রীতি করাই প্রধান ধর্ম্ম, তাহা হইতে শাখা-স্বরূপ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন নির্গত হইয়াছে। যেমন মীন জল ব্যতীত থাকিতে পারে না, জলই যেমন তাহার জীবন স্বরূপ; তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি সতত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, ঈশ্বর-গুণ কীর্ত্তন ব্যতীত থাকিতে পারেন না; ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, ঈশ্বর-গুণ কীর্ত্তন, তাঁহার জীবন-স্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার মন তাঁহার পরম বরণীয় প্রিয়তম ঈশ্বরকে পাইবার জন্য সর্ব্বদাই সতৃষ্ণ রহিয়াছে, তিনি সেই দিনের জন্য সতত ব্যাকুল রহিয়াছেন, যে দিনে তিনি তাঁহার জীবনের জীবন ও চির-কালের উপজীব্য প্রাপ্ত হইবেন। যে প্রীতি-রস সম্পূর্ণ পান করা তিনি আপনার পরম চরম সুখ জ্ঞান করেন, তাহা তিনি এখন অবধিই পান করিতে অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন; তিনি এই আশাতে আনন্দিত থাকেন, যে অনন্ত-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানের যত স্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে, ততই তাঁহার প্রীতি-বৃত্তি ক্রমে উন্নত হইয়া তাঁহাকে অপর্য্যাপ্ত আনন্দ প্রদান করিবে। ঈশ্বর যাঁহার প্রিয়, ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতো তাঁহার প্রিয়। যিনি স্রষ্টা, তাঁহার অবশ্য এমত অভিপ্রায় যে সৃষ্টির মঙ্গল হউক; অতএব যে কার্য্য দ্বারা তাঁহার সৃষ্টির মঙ্গল হয়, তাহাকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য বলিতে হইবেক। সেই প্রিয় কার্য্য করা ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি আপনার মহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করেন। ন্যায়াচরণ, সত্য ব্যবহার, পরোপকার,

তাঁহার প্রিয় কার্য্য। সে কেমন ঈশ্বর-প্রেমী, যে বলে, আমি ঈশ্বরকে প্রীতি করি, অথচ তাঁহার সৃষ্ট জীবদিগের প্রতি অত্যাচার করে? ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, কি স্বধর্ম্মী কি বিধর্ম্মী, সকলেরি উপকার করিতে যত্ন করেন। কেবল মনুষ্যের কেন? জীব মাত্রেরি ক্লেশ দেখিলে তাঁহার হৃদয় সন্তাপিত হয়। তিনি দেখেন যে পরোপকারে ত্রিবিধ সুখ; উপকার মননে সুখ, উপকার করণে সুখ, কৃতোপকার স্মরণে সুখ।

এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত তাহার কতিপয় লক্ষণ সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি।

তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, এ ধর্ম্মে জাতির নিয়ম নাই, সকল জাতীয় মনুষ্যের এ ধর্ম্মে অধিকার আছে। ঈশ্বরের সূর্য্য পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে আলোক প্রদান করিতেছে, ঈশ্বরের বায়ু পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে প্রাণ দান করিতেছে, ঈশ্বরের মেঘ পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে জল প্রদান করিতেছে। অতএব কোন এক বিশেষ জাতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ-পাত্র হইয়া সত্যধর্ম্ম উপভোগ করিবে, আর অন্য সকল জাতি তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে, ঈশ্বরের এমত অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না। সকল মনুষ্যই সেই অমৃত-পুরুষের পুত্র-স্বরূপ। ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি পৃথিবীকে আপনার গৃহ আর সকল মনুষ্যকে আপনার ভ্রাতা স্বরূপ জ্ঞান করেন।

দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, এ ধর্ম্মেতে উপাসনার দেশ কালের নিয়ম নাই। যে স্থানে যে সময়ে চিত্তের একাগ্রতা হইবে, সেই স্থানে সেই সময়ে ঈশ্বরেতে মন সমাধান করিবে। তন্মধ্যে

সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকাল আর যে বিরল সমান ও শুচি স্থান সুমন্দ বায়ুসেবিত ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম, তাহাই একাগ্রতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী জানিবে।

তৃতীয় লক্ষণ। এ ধর্ম্মে কোন গ্রন্থেরও নিয়ম নাই। ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য যে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাই আমার-দিগের আদরণীয়, তাহাই আমাদিগের সেবনীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ যদিও আমারদিগের মূল গ্রন্থ, তথাপি ইহা বলিতে হইবেক, যে সজীব ধর্ম্ম কোন পুস্তকে নাই। যে ধর্ম্ম নিরন্তর হৃদয়ে জাগরূক থাকে ও কার্য্যে প্রকাশ পায় তাহাই সজীব ধর্ম্ম। এমন অনেক ব্যক্তি দেখা গিয়াছে, যাহারা ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ চিরকাল পাঠ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহারদিগের কার্য্যে ধর্ম্ম প্রকাশ পায় না।

চতুর্থ লক্ষণ। এ ধর্ম্ম কোন অদ্ভুত কৃচ্ছ্র সাধন সাপেক্ষ নহে। যে ঈশ্বর জল বায়ু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু এমন সুলভ করিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষা সহস্র গুণে প্রয়োজনীয় জীবাত্মার প্রাণ-স্বরূপ ধর্ম্মকে যে কষ্টসাধ্য করিয়াছেন, এমত কখনই সম্ভব নহে। ভক্তি যোগই পরম যোগ। ধর্ম্মপথের যে স্থান অতি দূরবর্ত্তী বোধ হয়, ভক্তি-প্রসাদাৎ নিমেষ মাত্রে তাহা নিকট হইয়া আইসে। কেবল বিশুদ্ধ-চিত্ত হওয়া আব-শ্যক করে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইয়া তাঁহাতে মনঃ সমাধান করে, সে অবশ্যই তাঁহাকে দেখিতে পায়। যেমন মলাযুক্ত দর্পণে বস্তুর প্রতিরূপ প্রতিভাত হয় না, তেমনি আত্মা পাপরূপ মলাতে জড়িত থাকিলে ঈশ্বরের প্রতিরূপ তাহাতে কদাপি প্রতিভাত হয় না; সেই মলা প্রক্ষালন কর, তাহা হইলে

ঈশ্বরের স্বরূপ আপনা হইতে সহজেই তাহাতে প্রতিভাত হইবেক।

পঞ্চম লক্ষণ। এ ধর্ম্মে সংসার পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যখন দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বর আমাদিগকে স্বজাতি মনুষ্যের সহিত সহবাসের এক প্রগাঢ় ইচ্ছা দিয়াছেন, যখন বন্ধুতা দয়া, প্রীতি, স্নেহ ইত্যাদি বৃত্তি দিয়াছেন, তখন তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ঐ সকল বৃত্তি আমরা নির্দ্দোষ রূপে চরিতার্থ করি। কামাদি রিপু যাহার বশীভূত হয় নাই, সে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইলে তাহার অত্যন্ত বিপদ; আর যে সাধকের কামাদি রিপু বশীভূত হইয়াছে, তাহার আর সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি?

ষষ্ঠ লক্ষণ। বাহ্য আড়ম্বরের সহিত এ ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। লোকে ভ্রম বশতঃ কতকগুলি কাল্পনিক ক্রিয়া ও বাহ্য আড়ম্বরই যথার্থ ধর্ম্ম মনে করিয়া পরম ক্রিয়া সত্য ও ন্যায়ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সকলেরই উপর অত্যন্ত নির্ভর করে, কিন্তু তাহারা এক সত্য কথার মূল্য জ্ঞাত নহে। জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, পরোপকার এই সকল ব্রহ্মোপাসকদিগের ক্রিয়া।

সপ্তম লক্ষণ। এ ধর্ম্মে তীর্থের নিয়ম নাই, সকল স্থানই তীর্থ, যে হেতু এমন স্থান নাই যেখানে তিনি বর্ত্তমান নাই। আকাশ সেই আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের শরীর, জগৎ তাঁহার মন্দির, বিশুদ্ধ মন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ, যে হেতু তাহা ঈশ্বরের প্রিয়তম আবাস।

অষ্টম লক্ষণ। এ ধর্ম্মেতে অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত। যদি

অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ কোন গর্হিত কর্ম্ম কৃত হয়, তবে তাহা হইতে অনুতাপিত চিত্তে বিমুক্তি ইচ্ছা করিয়া সে কর্ম্ম না করিলে দেখা যায় যে করুণাময় পরমেশ্বর সেই পাপ-ভার প্রপীড়িত চিত্তে আত্ম-প্রসাদরূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়া লঘুত্ব ও আরোগ্য প্রদান করেন।

বোধ হয়, এই কতিপয় লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এ ধর্ম্মেতে যাহার মনের অভিনিবেশ হইয়াছে, যিনি পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রেম-রসে মগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার সুখের সীমা কি? ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, করুণা, তাঁহার এই সকল কার্য্যে দেদীপ্যমান দেখিয়া সর্ব্বদা প্রসন্ন-বদন থাকেন, নির্দ্দোষ সাংসারিক সুখ উপভোগ করাতে তিনি কোন পাপ দেখেন না। করুণাময় পরমেশ্বরের এমত অভিপ্রায় দেদীপ্যমান দৃষ্ট হইতেছে যে তাঁহার করুণারচিত সুখপ্রদ বস্তু সকল তাঁহার সৃষ্ট জীবেরা নির্দোষরূপে উপভোগ করিবে। তন্নিমিত্তই তিনি বিবিধ সুগন্ধ, বিবিধ সুস্বর, বিবিধ সুদৃশ্য, বিবিধ সুস্বাদ দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণা করিয়াছেন। তিনি যেন আমারদিগের সর্ব্বদা এই কথা বলিতেছেন যে, "আমার উদার সদাব্রত নির্দোষ রূপে তোমরা উপভোগ কর; কিন্তু তোমারদের প্রীতি বৃত্তির চরিতার্থতা-নিষ্পন্ন প্রকৃত যে সুখ, তাহা আমার প্রতি প্রীতি স্থাপন না করিলে পাইবে না।" ঈশ্বরের রচিত সুখ-প্রদ বস্তু সকল নির্দ্দোষরূপে উপভোগ করিবার সময়ই ঈশ্বরোপাসনার প্রশস্ত সময়। যখন বসন্ত

সমীরণ প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে অনেক কাল অননুভূত আশ্চর্য্য সুখ বিস্তার করে, তখনই কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে ঈশ্বর-উপাসনার প্রশস্ত সময়। যখন সুরম্য বিচিত্র পুষ্পোদ্যানে দণ্ডায়মান হইয়া নির্দ্দোষ অনুপম সুখ সম্ভোগ করা যায়, তখনই কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে ঈশ্বরোপাসনার প্রশস্ত সময়। যখন এই অসীম আকাশে জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত হইয়া সুধাসিক্ত আহ্লাদকর কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে পরম রম-ণীয় অনুপম সুখধাম করে, তখনই কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে তাঁহার উপাসনার প্রশস্ত সময়। যে সময় অন্য লোকের মনে কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসার উদয় হয়, সে সময়ে ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তির মনে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় মহৎ ভাব সকল উদিত হইতে থাকে।

এইক্ষণে বিবেচনা কর। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবেক যে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম। আমারদিগের দেশের সকল লোকের এই ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়া উচিত। এই ধর্ম্মাবলম্বন করিলে দ্বেষ মৎসরতারূপ অনল, যাহা আমার-দিগের দেশের সকল অমঙ্গলের নিদানভূত হইয়াছে, তাহা নিবৃত্তি পাইয়া আমাদের দুর্ভাগ্য অনেক হ্রাস হইবেক।

এ ধর্ম্ম সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখুন। পরীক্ষা করিতে কি দোষ আছে? শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব * মহাশয় যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন ও যাহার উন্নতি সাধনে অনেক ধন্যবাদোপযুক্ত যত্ন ও ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে

* শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় মেদিনীপুরস্থ ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন করেন।

আপনারা উৎসাহ-বারি সেচন পূর্ব্বক মনোরম জ্ঞান-ফল উৎপাদন করুন, যাহাতে নিশ্চয় অমৃত লাভ হইবেক। হা! এমন দিন কবে উপস্থিত হইবেক, যখন এ দেশস্থ তাবৎ লোক হৃদয় হইতে বলিতে থাকিবে যে, একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর আমারদিগের উপাস্য দেবতা, তাঁহার প্রতি একান্ত প্রীতি আমাদিগের পূজা, সত্য ও পরোপকার আমাদিগের ক্রিয়া এবং বিশুদ্ধ চিত্তই আমার-দিগের পুণ্য তীর্থ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা। *

পৌষ ১৭৮২ শক।

একত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, আমারদের প্রিয় জন্ম-ভূমি এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত হয়; সেই কালা-বধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের কত উন্নতি হইয়াছে, তাহা আমারদিগের একবার সমালোচনা করা কর্ত্তব্য। এই সমালোচনাতে অনেক লাভ আছে। ভবিষ্যতে কি প্রকারে আচরণ করা উচিত, তাহা পুরাকালের ঘটনা আলোচনা দ্বারা শিক্ষা করা যায়। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত লিখিবার ভার ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষেরা আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। এই ভারটী আমার পক্ষে অতি মনোরম ভার। যে সজীব ধর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বে আমার অল্প ক্ষমতানুসারে আমার ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম, সেই সজীব ধর্ম্ম অনেক ব্রাহ্মের মনে এক্ষণে সঞ্চারিত দেখিতেছি। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; ধর্ম্ম কেবল বলিবার বস্তু নহে, তাহা করিবার বস্তু। ঐ কথা কেবল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এমত নহে; তাঁহারদিগের মধ্যে সাধ্যানুসারে কেহ কেহ সেই হৃদ্গত প্রত্যয়ানুযায়ী কার্য্যও করিতেছেন। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মেরই এই গাঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ

---

* এই সাধারণ সভা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে হইয়াছিল।

স্বীকার করিতেই হইবে—কষ্ট বহন করিতেই হইবে। দিন দিন অনেক নূতন লোক আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। আমি আমার সঙ্কীর্ণ শক্তি অনুসারে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলাম, সেই ধর্ম্মের উন্নতি দেখিয়া তাহার পুরাবৃত্ত লিখন কার্য্যকে অতি মনোরম কার্য্য জ্ঞান করিতেছি। প্রস্তাবটী অতি মনোরম, আমার ইচ্ছা যে তাহা অতি উৎকৃষ্ট করিয়া লিখি; কিন্তু মনের মত করিয়া লিখিতে আমার অক্ষমতা বোধ করিয়া বিশেষ ক্ষোভ পাইতেছি।

যদ্রূপ অন্ধকার রজনীতে সমস্ত নভোমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে একটী তারকাও আকাশে স্বীয় রমণীয় জ্যোতি দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়কে আমোদিত করে না, এতদ্দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহার তদ্রূপ অবস্থা ছিল। সকল লোকই পশু, উদ্ভিদ্ ও অচেতন মৃণ্ময় বা প্রস্তরনির্ম্মিত পদার্থকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা-রূপে উপাসনা করিত এবং অলীক ক্রিয়া-কলাপই আপনারদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সাধনের একমাত্র উপায় বলিয়া জানিত। কেহই সেই নিরবয়ব অতীন্দ্রিয় সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা করিত না। ধর্ম্মহীনাবস্থায় থাকিলে আর সকলই হীনাবস্থায় থাকে। ভিতরের অন্ধকারের সহিত বাহ্য অন্ধকারের তুলনা কোথায়? এতদ্দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হওয়াতে সে অন্ধকার ক্রমে দূরীভূত হইতেছে ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। হুগলী জেলার অন্তঃপাতি খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকে ঐ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালাবধি ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার নিতান্ত

অনুরাগ ছিল। তিনি তিব্বতাদি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও যে যে দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশের ধর্ম্ম বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলেন। পর্য্যটনের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বিষয়-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন; তৎপরে ১৭৪০ শকে বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার বাহিরশিমলার উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই উদ্যান হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত কয়েক খানি উপনিষদ্ প্রকাশ করিলেন। সেই সকল উপনিষদের এক একটী ভূমিকা পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি এক একটি প্রবল আঘাত-স্বরূপ হইয়াছে। ১৭৪৫ শকে পাষণ্ডপীড়ন নামক গ্রন্থের উত্তরে 'পথ্য প্রদান' এই কোমল আখ্যা দিয়া প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্মের সম্পূর্ণ খণ্ডনস্বরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। তিনি উল্লিখিত গ্রন্থসকলে সপ্রমাণ করিলেন যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, সকল শাস্ত্রই এক মাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে। ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে নানা শত্রু উত্থিত হইল; রামমোহন রায়ের নিন্দা ও অপবাদের আর পরিসীমা রহিল না। কথিত আছে যে, তাঁহার প্রতি বিপক্ষ-দলের শত্রুতা এত অধিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি অন্যত্র যাইবার সময় পরিচ্ছদ মধ্যে কিরিচ রাখিতে বাধ্য হইতেন। এই রূপ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও আপনার মতের অনুবর্ত্তীদিগকে লইয়া এক উপাসনাসমাজ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সেই সমাজ আমারদিগের এই বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-সমাজ। ১৭৫১ শকে ইহা সংস্থাপিত হয়। তিনি এই উদ্দেশে ঐ সমাজ স্থাপন করিলেন যে, সকল জাতীয় লোকেরা

একত্রিত হইয়া সেই এক মাত্র অদ্বিতীয় অনির্দ্দেশ্য মঙ্গলময় পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে। সমাজ স্থাপনে তাঁহার যে এ অভিপ্রায় ছিল, তাহা সমাজ-গৃহের দান পত্রে প্রকাশিত আছে। এই দান-পত্রে উক্ত হইয়াছে।

'যে কোন প্রকার লোক হউক না কেন, যাহারা ভদ্রতাকে রক্ষা করিয়া পবিত্র ও নম্র ভাবে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্ব-পাতা অকৃত, অমৃত, অগম্য পুরুষের উপাসনার অভিলাষ করে, তাহাদের সমাগমের জন্য এই সমাজ-গৃহ সংস্থাপিত হইল। যে কোন লোক, বা যে কোন সম্প্রদায়, নামরূপ-বিশিষ্ট যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, এখানে তাহার উপাসনা হইবেক না। * * * *

* * * * *

যাহাতে বিশ্ব-স্রষ্টা বিশ্ব-পাতা পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি ও আত্মা উন্নত হয়; যাহাতে ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা সাধু-ভাবের সঞ্চার হয়; যাহাতে সকল ধর্ম্মের লোকদিগের মধ্যে একটী ঐক্য-বন্ধন হয়; উপাসনার সময় এই প্রকার বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র, গান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ব্যবহৃত হইবেক না।'

প্রথমে কমল বসুর বাটীতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্ম-সমাজ হইত; তথায় এক বৎসর কাল মাত্র ছিল। পরে ১৭৫১ শকে বর্ত্তমান সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা হইতে লাগিল। সমাজ দিবসে সূর্য্যাস্তের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইহার এক কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত; সে ঘরে কেবল ব্রাহ্মণেরা যাইতে পারিতেন। তৎপরে

তাহার যে প্রশস্ত ঘরে সমাজ হইত, সে ঘরে প্রথমে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতেন ; তৎপরে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেন ও মধ্যে মধ্যে নূতন ব্যাখ্যান রচনা করিয়াও পাঠ করিতেন। তৎপরে ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত।

ব্রাহ্ম-সমাজের বিপক্ষে ধর্ম্মসভা নামে এক সভা কলিকাতায় সংস্থাপিত হইল। ধর্ম্মসভার সভ্যেরা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি অতিশয় দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের গৌরব রক্ষার জন্য রামমোহন রায় বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন ; তজ্জন্য সমাজের অনেক ব্যয় হইত। সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য টাকী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ চৌধুরি, রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মল্লিক, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সিংহ,* এবং তেলিনীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা রামমোহন রায়কে অর্থ দিয়া আনুকুল্য করিতেন।

প্রথম কোন মহৎ অনুষ্ঠান করা কঠিন কর্ম্ম। প্রথম অনুষ্ঠাতারা সকল করিয়া উঠিতে পারেন না ; ইহাতে কিন্তু তাঁহারদিগের গৌরবের কিছু হানি হইতে পারে না। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যে সকল প্রয়োজন, তন্মধ্যে তিনটী প্রধান প্রয়োজন রামমোহন রায়ের সময় সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল না ; কেবল উপনিষদের শ্লোক ও বেদান্ত-সূত্র সকলের ব্যাখ্যান হইত। দ্বিতীয়তঃ তখন ব্রাহ্মদল বলিয়া দল-বদ্ধ কোন সম্প্রদায় ছিল না ; তখন প্রতিজ্ঞা

পূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। তৃতীয়তঃ আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্য যাহা সকল ধর্ম্মের মূলে নিহিত আছে, যাহা তর্ক-তরঙ্গ দ্বারা কখনই আন্দোলিত ও নিরস্ত হইতে পারে না ও যাহা সকল মনুষ্যের হৃদয়ে নিত্যকাল বিরাজমান আছে, এক্ষণে যেমন সেই আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্পষ্ট-রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এরূপ তখন ছিল না। ইহা যথার্থ বটে যে, রামমোহন রায় সেই আত্মপ্রত্যয় দ্বারাই ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সকলের পরীক্ষা করিতেন। তিনি কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থের সকল বাক্যে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে আত্ম-প্রত্যয়কে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের এক মাত্র পত্তন-ভূমি বলিয়া স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া যাইতেছে, তখন এ রূপ হয় নাই। এক্ষণে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মকে সম্পূর্ণ-রূপে গ্রন্থাতীত ও স্বাধীন করা হইয়াছে, তখন সে রূপ হয় নাই।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে এক বৎসর পরে ১৭৫২ শকে রামমোহন রায় ইংলণ্ডদ্বীপে গমন করেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলে সমাজ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছিল। যাঁহারা অর্থ দিয়া আনুকূল্য করিতেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলেই স্বীয় স্বীয় দাতব্য রহিত করিলেন; কেবল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যত কাল জীবিত ছিলেন, তত কাল প্রতি মাসে প্রথমে ৬০ টাকা, পরে ৮০ টাকা করিয়া দিতেন, তাহাতেই সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। অত্যল্প লোক প্রতি বুধবারে সমাজে উপস্থিত হইতেন; পরিশেষে এমন হইল যে কেবল ১০।১২ জন করিয়া উপস্থিত থাকিতেন। তথাপি তত্ত্ববোধিনী সভার আশ্রয়-প্রাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত সমাজ যে জীবিত ছিল, তাহা

কেবল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উৎসাহে ও যত্নে। ঐ মহীয়সী তত্ত্ববোধিনী সভা কি রূপে সংস্থাপিত হয়, তাহার বৃত্তান্ত অতি কৌতূহল-জনক। আমারদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন। যৌবন কালে যখন ঐ সভার সংস্থাপকের মন অত্যন্ত ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ছিল, যখন তিনি সত্য ধর্ম্ম লাভার্থে নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্ত ছিলেন, যখন ঐশ্বর্য্যের ও ইন্দ্রিয়-সুখের নানাবিধ প্রলোভন সত্ত্বেও ঈশ্বরের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা তাঁহার মন প্রবল-রূপে আকৃষ্ট হইতেছিল; সেই ব্যাকুলতার সময়ে তিনি এক দিবস রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ঈশোপনিষদের এক খানি পরিত্যক্ত পত্র পাইলেন। সেই পত্রে পরব্রহ্মের নামের উক্তি দেখিলেন; কিন্তু তৎকালে সংস্কৃত ভাষা না জানাতে তিনি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ঐ প্রকার গ্রন্থের অর্থ করিতে পারেন, ইহা শুনিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ডাকাইলেন। সেই কালাবধি তত্ত্ববোধিনীর সংস্থাপক বেদ ও বেদান্তাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন ও সেই সকল শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে করিতে তাঁহার এই ইচ্ছার উদয় হইল যে, যে সকল ধর্ম্ম-ভাব তখন তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল, তাহা আপনার প্রিয় বান্ধবদিগকে জ্ঞাপন করেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহারদিগকে এক দিন আহ্বান করিলেন। সে দিবস প্রথমে উপনিষদের ব্যাখ্যা হয়, তৎপরে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা হইলে পর উপস্থিত বন্ধুদিগের মধ্যে এক জন প্রস্তাব করিলেন যে, ধর্ম্মালোচনা জন্য একটি সভা সংস্থাপিত হয়; সকলেই সেই

প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন ও মহোপকারিণী তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিতা হইল। ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিনে এই সভা জন্ম গ্রহণ করেন। সেনাপতির জয় লাভের ন্যায়, অথবা রাজ-পুরুষদিগের সর্ব্বত্র ঘোষিত কার্য্যের ন্যায়, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপন সাড়ম্বর নহে; কিন্তু বিবেচনা করিতে গেলে উক্ত সভা সংস্থাপনের গৌরব তদপেক্ষাও অধিক। যে সভা দ্বারা সত্য ধর্ম্ম এতদ্দেশে এতদ্রূপ আলোচিত ও প্রচারিত হইয়াছে, যে সভার যত্ন দ্বারা আমারদের প্রিয় মাতৃভাষা অনেক পরি-মাণে উন্নত হইয়াছে, যে সভার প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিবিধজ্ঞানরত্নাকর স্বরূপ; বঙ্গ দেশের ভাবি পুরাবৃত্ত লেখকের উচিত, সে সভার সংস্থাপনকে মহৎ ঘটনা জ্ঞান করেন। তত্ত্ব-বোধিনী সভাতে উপনিষদের ব্যাখ্যা হইত ও বক্তৃতা হইত। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যত দিন জীবিত ছিলেন, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপককে বিশিষ্ট রূপে সাহায্য করি-তেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মত প্রচার জন্য রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করি-লেন এবং বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রচারে কৃত-যত্ন হইলেন। তাঁহারা ঐ ধর্ম্মের প্রচার জন্য তিনটী উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা একটী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। ঐ পাঠ-শালাতে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করান হইত। উপনিষদ্ পড়াইবার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত। ঐ পাঠশালা প্রথমতঃ কলিকাতায় ছিল; পরে ১৭৬৫ শকে বংশবাটী গ্রামে স্থাপিত হয়। সেখানে ৪ বৎসর থাকিয়া ১৭৬৯ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার অর্থাগমের অপেক্ষাকৃত হ্রাস

হওয়াতে উহা রহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা চারি বেদ অধ্যয়ন জন্য চারি জন ব্যক্তিকে কাশীতে প্রেরণ করেন। তৃতীয়তঃ তাঁহারা ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশাবধি ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ বিষয়ে সুচারু প্রস্তাব-সকল লিখিয়া পত্রিকাকে অলঙ্কৃত ও তাহার মহোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ১৭৬৮ শকে তত্ত্ব-বোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করি-লেন। সেই অবধি ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য-প্রণালী ক্রমশঃ পরি-বর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রকৃতরূপে উপাসনা যাহাকে বলা যায় তাহা পূর্ব্বে ছিল না; বর্ত্তমান উপাসনা-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে অবলম্বিত হইল। তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক দেখিলেন, যাঁহারা সমাজে উপদেশ শ্রবণ করিতে আইসেন, তাঁহারা পৌত্তলিকদিগের ন্যায় কাল্পনিক ধর্ম্মের সকল অনুশাসনই পালন করেন, একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসকের ন্যায় কোন কার্য্যই করেন না। অতএব যাঁহারদিগের একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহারদিগকে বর্ত্তমান লৌকিকাচার পৌত্তলিকতা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণের রীতি প্রচলিত করিলেন। সে প্রতিজ্ঞা এই।

(১) সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল-দাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

(২) পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

(৩) রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

(৪) সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

(৫) পাপ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

(৬) যদি মোহ বশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

(৭) ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

কোন ব্রাহ্ম-সমাজে আচার্য্য বা উপাচার্য্যের নিকটে উক্ত প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি সমাজে আসিতে না পারেন, তবে কোন ব্রাহ্মের সাক্ষাতে ঐ প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেও তিনি ব্রাহ্ম মধ্যে গণ্য হন। ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ দিবসে সর্ব্ব প্রথমে বিংশতি জন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কাশীতে প্রেরিত ব্যক্তিরা যখন বেদাধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আইলেন, তখন তত্ত্ববোধিনী সংস্থাপক মহাশয় বেদের ভিতর কি আছে, ইহা যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাসের সঞ্চার হইতে লাগিল যে, বেদের সকল বাক্য অভ্রান্তরূপে গণ্য করা যাইতে পারে না। পত্রিকা-

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত উক্ত বিশ্বাসের বিশেষ পোষকতা করেন। এই বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ অক্ষয় বাবুর নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ থাকিবেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল সত্য, সকল ধর্ম্মের মূলে নিহিত আছে; যাহা আপনা আপনি সকল মনুষ্যের হৃদয়ে উদিত হয়; যাহা কখনই মানব মন হইতে অন্তর্হিত হয় না; যাহার প্রমাণ জগতের অস্তিত্বের প্রমাণের ন্যায় একমাত্র আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ; সেই সকল সত্যের সহিত বেদ ও উপনিষদের অনেক স্থলের অনৈক্য দেখিয়া তত্ত্ব-বোধিনী সভার সংস্থাপক মহাশয় স্থির-নিশ্চয় হইলেন যে এই সকল গ্রন্থের সকল বাক্যকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না,—তাহা সম্যক-রূপে ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে পারে না। অতএব তিনি এক স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিলেন। সেই আমারদিগের বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ। ইহার প্রথম খণ্ডে উপনিষদ হইতে সংগৃহীত প্রাচীন ঋষি-দিগের প্রোক্ত ঈশ্বরবিষয়ক যে সকল বাক্য আছে; বোধ হয়, এমন কোন জাতি নাই, যাহারদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে ঐ সকল বাক্য অপেক্ষা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্টতর বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টাদশ স্মৃতি, মহাভারত, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে ব্রাহ্ম-দিগের অতি কর্ত্তব্য সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহের সুন্দর উপদেশ বাক্য-সকল আছে। ইহার প্রতি খণ্ড ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত। এইরূপে তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ সংক-লিত করিয়া ইহার সার মর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-দিগের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ মত ও বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজে নিহিত করিলেন॥ সে বীজ এই

(১) ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং-সর্ব্বমসৃজৎ।

(২) তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমে-কমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্ব-শক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

(৩) একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

(৪) তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

(১) পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

(২) তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র, ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

(৩) এক মাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

(৪) তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই বীজ, সকল ব্রাহ্মের ঐক্যস্থল। এই বীজ আমারদি-গের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলসূত্র-স্বরূপ। ইহাতে এমন একটী বাক্য নাই, যাহা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য-মূলক নহে। ইহাতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধি-কার হয় না এবং তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করাও যায় না। ইহা ঈশ্বরের লক্ষণ এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি সুন্দর, অথচ সংক্ষেপ-রূপে ব্যক্ত করিতেছে। ১৭৭২ শকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ

প্রথম প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়ের সময়ে যে তিনটী অভাব ছিল, তাহা ক্রমে মোচন হইল। উপাসনা-প্রকরণ প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্ম-দলের সৃষ্টি হইল। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে শাস্ত্র-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া আত্ম-প্রত্যয়ের উপর পত্তন করা গেল এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। এই সকল পরিবর্ত্তনের সাধন হইলে পর ১৭৮১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ভঙ্গ হয়। ভঙ্গ হইবার সময় ঐ সভা স্বকীয় সমস্ত ভার ও সম্পত্তি ব্রাহ্ম-সমাজে অর্পণ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের ধাত্রীর কার্য্য করিয়া অবসৃত হইলেন। যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা হইতেছিল, তাহা এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা হইয়া থাকে। ১৭৮১ শকের ১১ পৌষে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হয়, তাহাতে ধর্ম্ম-প্রচার সামঞ্জস্য রূপে যে উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে, তাহার বিধান হইয়াছিল ও সমাজের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তত্ত্ববোধিনী সভা প্রচারের সভা ছিল ও ব্রাহ্মসমাজ কেবল উপাসনা সমাজ ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা ভঙ্গ হওয়াতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের ভারও ব্রাহ্মসমাজকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের সংস্থাপন উক্ত কার্য্য সাধন করিবার এক প্রধান উপায় জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম-কর্ত্তারা ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গলাতে ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরাজীতে সুচারু রূপে উপদেশ দেন। বর্ত্তমান শকের ভাদ্র মাসে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা হয়,

তাহার ফল অতি সন্তোষ-জনক বলিতে হইবেক। ৩০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১০ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন। যখন এতগুলি যুবা পুরুষকে উৎসাহ-পুর্ণ নয়নে ঈশ্বর-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে একত্র সমাগত দেখা যায়, তখন সত্য-ধর্ম্মানুরাগী স্বদেশ-প্রেমী ব্যক্তির মন কি পর্য্যন্ত না উল্লসিত হয়? ব্রহ্ম-বিদ্যালয় দ্বারা মহোপকার সাধন হইতেছে। সেই উপকার-সকলের প্রধান মূলীভূত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অসাধারণ বাক্‌পটুতা, যত্ন ও উৎসাহ।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা অনায়াসে প্রতীত হইবে যে, ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে সমাজে যে প্রকার উপাসনা ও ব্যাখ্যান ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রহ্মধর্ম্ম অতিশয় সজীব আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বকার ব্যাখ্যানের পরিবর্ত্তে এইক্ষণে সমাজের বেদী হইতে যে সকল ব্যাখ্যান বিবৃত হয়, তাহা হৃদয়ের অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত তড়িতের ন্যায় গমন করিয়া ঈশ্বর-প্রেমাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করে। পূর্ব্বে যে সকল গান গীত হইত, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-ভাব বড় অধিক প্রকাশিত ছিল না। এক্ষণে যে সকল সঙ্গীত হয়, তাহা চিত্তকে এরূপ আর্দ্র করে, আত্মাকে এতদ্রূপ উন্নত করে যে বর্ণনাতীত। এক্ষণে কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারের পুরুষেরা প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে একত্রিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন। একটী ব্রাহ্ম পরিবারের একেবারে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, কিন্তু

তাহার মহোন্নতি তখন সাধন হইবে, যখন পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্মদিগের কোন সংস্রব থাকিবে না। ঈশ্বর সত্যের পরম নিধান, ঈশ্বর সত্যের সত্য ; তিনি আত্মাপহারিকে কখনই প্রকৃত জয় প্রদান করেন না। যত কাল পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম মিশ্রিত থাকিবে তত কাল এ ধর্ম্মের প্রকৃত জয় লাভ হইবেক না। পৌত্তলিকতার অধীনতা স্বীকার করিয়া কি তাহাকে কখন পরাজয় করা যাইতে পারে ? পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব আমারদিগের ধর্ম্মের অধিকতর উন্নতির যেমন একটী প্রতিবন্ধক, এ ধর্ম্মের প্রচারক না থাকা সে উন্নতির তেমনই আর একটী প্রতিবন্ধক। ইহা যথার্থ বটে যে পৌত্তলিক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে প্রত্যেক ব্রাহ্মই এই ধর্ম্মের প্রচারক স্বরূপ হইয়া উঠিবেন কিন্তু এমন কতক গুলি লোক সংগ্রহ করা উচিত, প্রচার যাঁহারদের ব্রত ও এক মাত্র জীবনের কর্ম্ম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহোন্নতি তখন সাধিত হইবে, যখন বিশুদ্ধ চরিত্র জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্ম-সকল আপন ইচ্ছায় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গমন করিয়া লোকের কটূক্তি ও অপমান ও নিগ্রহ তুচ্ছ করিয়া এই ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইবেন এবং দহ্যমান দারু নিঃসৃত অনলোপম উৎসাহ-পূর্ণ বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম-প্রীতিশূন্য নিরুৎসাহ ব্যক্তিদিগের মন উৎসাহ দ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া যাবতীয় কুসংস্কার ও অধর্ম্ম-বন ভস্মসাৎ করিবেন। কষ্ট-সহিষ্ণুতা বিষয়ে তাঁহাদের শরীর লৌহ সমান হইবে, উৎসাহ বিষয়ে তাঁহারদিগের মন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় হইবে। যাঁহারা এই গুরুতর কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই যথার্থ শূর নামের উপযুক্ত। তাঁহারাই ব্রাহ্মদিগের

সেনাপতি হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবেন। হা! ব্রাহ্মদলের অলঙ্কারস্বরূপ এবম্প্রকার শূর-সকল আমারদিগের মধ্যে কবে উদিত হইবেন?

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রহ্মস্তোত্র।
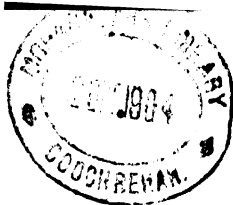
ব্রহ্মস্তোত্র।

হে জগদীশ্বর! সুশোভন দৃশ্য এই বিশ্ব তুমি আমারদিগের চতুর্দ্দিকে যে বিস্তার করিয়াছ, তাহার দ্বারা যদ্যপি অধিকাংশ মনুষ্য তোমাকে উপলব্ধি না করে, তাহা একারণে নহে, যে তুমি আমারদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে রহিয়াছ। যে কোন বস্তু আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, তাহা হইতেও আমারদিগের সমীপে তুমি জাজ্বল্যতর প্রকাশমান আছ; কিন্তু বাহ্য বস্তুতে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকল আমারদিগকে মহামোহে মুগ্ধ করিয়া তোমা হইতে বিমুখ রাখিয়াছে। অন্ধকার মধ্যে তোমার জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু অন্ধকার তোমাকে জানে না। "তমসি তিষ্ঠন্তমসোঽন্তরোয়ং তমোন বেদ যস্য তমঃ শরীরং।" তুমি যেমন অন্ধকারে আছ, সেইরূপ তুমি তেজেতে আছ। তুমি বায়ুতে আছ, তুমি শূন্যেতে আছ;—তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ;—হে জগদীশ্বর! তুমি সম্যক্ প্রকারে আপনাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছ, তুমি তোমার সকল কার্য্যে দীপ্যমান রহিয়াছ, কিন্তু প্রমাদী ও অবিবেকী মনুষ্য তোমাকে একবারও স্মরণ করে না। সকল বিশ্ব তোমাকে ব্যাখ্যা করিতেছে, তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত করিতেছে, কিন্তু আমারদিগের এ

প্রকার অচেতন স্বভাব যে বিশ্ব-নিঃসৃত এতদ্রূপ মহান্ নাদের প্রতি আমরা বধির হইয়া রহিয়াছি। তুমি আমারদিগের চতুর্দ্দিকে আছ, তুমি আমারদিগের অন্তরে আছ, কিন্তু আমরা আমারদিগের অন্তর হইতে দূরে ভ্রমণ করি; স্বীয় আত্মাকে আমরা দর্শন করি না, এবং তাহাতে তোমার অধিষ্ঠান অনুভব করি না। হে পরমাত্মন্! হে জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত উৎস! হে পুরাণ, অনাদি, অনন্ত, সকল জীবের জীবন! যাহারা আপনারদিগের অন্তরে তোমাকে অনুসন্ধান করে তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু হায়! কয় ব্যক্তি তোমাকে অনুসন্ধান করে? যে সকল বস্তু তুমি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহা আমারদিগের মনকে এতদ্রূপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, যে প্রদাতার হস্তকে স্মরণ করিতে দেয় না। বিষয়-ভোগ হইতে বিরত হইয়া ক্ষণ-কালের নিমিত্তে তোমাকে যে স্মরণ করে, মন এমত অবকাশ কাল পায় না। তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিতবান্ রহিয়াছি, কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা জীবন যাপন করিতেছি। হে জগদীশ! তোমার জ্ঞান অভাবে জীবন কি পদার্থ? এ জগৎ কি পদার্থ? এই সংসারের নিরর্থক পদার্থ সকল—অস্থায়ী পুষ্প—হ্রসমান স্রোতঃ—ভঙ্গুর প্রাসাদ—ক্ষয়শীল বর্ণের চিত্র—দীপ্তিমান ধাতুর রাশি আমারদিগের মনে প্রতীত হয়, আমারদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে, আমরা তাহারদিগকে সুখদায়ক বস্তু জ্ঞান করি; কিন্তু ইহা বিবেচনা করি না যে তাহারা আমারদিগকে যে সুখ প্রদান করে, তাহা তুমিই তাহাদিগের দ্বারা প্রদান কর। যে

সৌন্দর্য্য তুমি তোমার সৃষ্টির উপর বর্ষণ করিয়াছ, সে সৌন্দর্য্য আমারদিগের দৃষ্টি হইতে তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি এতদ্রূপ পরিশুদ্ধ ও মহৎ পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের গম্য নহ, তুমি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তুমি "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ," এ নিমিত্তে যাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়া আপনারদিগের স্বভাবকে অতি জঘন্য করিয়াছে, তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না—হায়! কেহ কেহ তোমার অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ করে। আমরা কি দুর্ভাগ্য! আমরা সত্যকে ছায়া জ্ঞান করি, আর ছায়াকে সত্য জ্ঞান করি। যাহা কিছুই নহে তাহা আমাদিগের সর্ব্বস্ব, আর যাহা আমাদিগের সর্ব্বস্ব তাহা আমারদিগের নিকটে কিছুই নহে। এই বৃথা ও শূন্য পদার্থ সকল, অধঃস্থায়ী এই অধম মনেরই উপযুক্ত। হে পরমাত্মন্! আমি কি দেখিতেছি? তোমাকেই যে সকল বস্তুতে প্রকাশমান দেখিতেছি। যে তোমাকে দেখে নাই সে কিছুই দেখে নাই; যাহার তোমাতে আস্বাদ নাই, সে কোন বস্তুরই আস্বাদ পায় নাই; তাহার জীবন স্বপ্ন স্বরূপ, তাহার অস্তিত্ব বৃথা। আহা! সেই আত্মা কি অসুখী, তোমার জ্ঞান অভাবে যাহার সুহৃৎ নাই, যাহার আশা নাই, যাহার বিশ্রাম স্থান নাই! কি সুখী সেই আত্মা, যে তোমাকে অনুসন্ধান করে, যে তোমাকে পাইবার নিমিত্তে ব্যাকুল রহিয়াছে! কিন্তু সেই পূর্ণ সুখী, যাহার প্রতি তোমার মুখ-জ্যোতি তুমি সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশ করিয়াছ, তোমার হস্ত যাহার অশ্রু-সকল মোচন করিয়াছে, তোমার প্রীতি-পূর্ণ কৃপাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যে আপ্তকাম হই-

য়াছে। হা! কত দিন, আর কত দিন আমি সেই দিনের নিমিত্তে অপেক্ষা করিব, যে দিনে তোমার সম্মুখে আমি পরিপূর্ণ আনন্দ-ময় হইব এবং বিমল কামনা-সকল তোমার সহিত উপভোগ করিব। এই আশাতে আমার আত্মা আনন্দ-স্রোতে প্লাবিত হইয়া কহিতেছে যে হে জগদীশ্বর! তোমার সমান আর কে আছে? এই সময়ে শরীর অবসন্ন হইতেছে, জগৎ বিলুপ্ত হই-তেছে, যখন আমি তোমাকে দেখিতেছি, যিনি আমার জীব-নের ঈশ্বর এবং আমার চির কালের উপজীব্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।